রাজদ্রোহী

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। জনতা অপেরার বিজয় কেতন। ঐতিহাসিক নাটক। সম্রাট আলমগীরের কুশাসনের বলি, মথুরার দুরন্ত ছেলে গোকুলের বিস্ময়কর কাহিনী। জিজিয়াকরের জ্বালাময় অভিশাপ। পিতার পরিত্যক্ত কুলাঙ্গার গোকুলের হাতে নারী নির্য্যাতনকারী ফৌজদার আবদুলনবীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর দিল্লীর প্রাসাদকুটে বাদশার চোখের ঘুম কেড়ে নিলে। বিপুল সেনা নিয়ে ছুটে এল বাদশার দৌহিত্র নাদির খাঁ আর জবরদস্ত্ সেনানী ওয়াজির খাঁ। মথুরার পথেপ্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে গেল। আর্ত্তনাদে ভরে গেল মথুরার আকাশ-বায়ু। অসম যুদ্ধের পরিণাম চিরদিন যা হয়, তাই হল। গোকুল হল বন্দী, সঙ্গী সাথীর দল কে কোথায় হারিয়ে গেল। মথুরেশ্বরের মন্দিরে আর বাতি জ্বলল না। কোথায় গেল গোকুলের পিতা-মাতা-পত্নী? কোন জল্লাদ একএকটা করে গোকুলের অঙ্গচ্ছেদ করলে? দাম ৩'০০ টাকা।

ময়ূর সিংহাসন

বা সাজাহান

অপরাজেয় নাট্যকার শ্রীব্রজেন দের' অপরাজের নাট্য নিবেদন। নট্ট কোম্পানীর বিজয় স্তম্ভ। দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের জীবনসন্ধ্যার শোকগাথা, ঔরংজেবের সাম্রাজ্যলিপ্সার বলি, উদার চেতা দারাশিকোর শোচনীয় পরিণাম অশ্রুর আখরে লেখা। জাতির কল্যাণে রাজৈরের রাজকন্যা রহমৎউন্নিসার আত্মবলি, সম্রাট দুহিতা জাহানারার নিষ্ফল আর্ত্তনাদ, সরলপ্রাণ শাহাজাদা মোরাদের জীবনে মেঘরৌদ্রের খেলা দাদারের রাজপথে নাদিরা বেগমের মর্ম্মস্পর্শী মৃত্যু, সিপারের কান্নাঝরা গান, মেহের আলির অপূর্ব্ব আলেখ্য। ময়ূর সিংহাসন যাত্রা জগতের বিস্ময়কর তাজমহল। দাম ৩'০০ টাকা।

—প্রকাশক—
শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
৩৬৮ নং, (পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—
রঞ্জিত দত্ত

দ্বিতীয় মুদ্রণ

—মুদ্রক—
কে, সি, ধর,
ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৭৭, রবীন্দ্র সরণী,
কলিকাতা—৫

হুগলী জেলার ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত

ঘনরাজপুর গ্রামনিবাসী—

শ্রীরাধাগোবিন্দ দের

কর-কমলে—

গৌরচন্দ্র

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

রিজিয়া—শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। ক্যালকাটা মিলন বীথিতে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। সম্রাজ্ঞী অধিকার করলেন দিল্লীর সিংহাসন; কিন্তু তাঁর হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করলো কে? রাজদ্রোহীর গলায় কে পরিয়ে দিলে বরমাল্য? কিসের হতাশায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলো তাতারী বীর? ব্যর্থ প্রেমেই কি জ্বলে উঠল যুদ্ধের দাবানল? কার রক্তে লাল হল বধ্যভূমি—রিজিয়ার? না হতভাগ্য প্রণয়ীর? ৩.০০

গরীবের মেয়ে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের জন্মদুঃখিনী সীতার মতই এ যুগের আর একটি সীতার করুণ কাহিনী অপূর্ব্ব ভাষায় রূপায়িত। রাজপুত্র থাকে প্রাসাদে, গরীবের মেয়ে থাকে কুটিরে। প্রজাপতি সম্বন্ধ গড়ে তুললেন, মানুষ দিল ভেঙ্গে। কনিষ্ঠ রাজকুমার জুড়ে দিল ছিন্নতার। অলক্ষ্যে হাসল নিষ্ঠুর নিয়তি। তারপর? নীলকণ্ঠের ষড়যন্ত্র, কঙ্করের পত্নীত্যাগ, মহারাণীর নিষ্ফল প্রতিরোধ। বয়ে গেল অশ্রুর বন্যা, মাটির বুকে আঁকা রইল রক্তের আলপনা। গরীবের মেয়ে কলির সীতা কোথায় গেল? স্বর্গে না পাতালে? মূল্য ৩.০০ টাকা।

রাজা দেবিদাস—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নট্ট কোম্পানীর বিজয়-শঙ্খ। দেশাত্ম বোধক ঐতিহাসিক নাটক। ছাতকের রাজা দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম ও সোফিয়ার রাজভক্তি, কার্ত্তিক রায় ও দায়ুদ খাঁর মহানুভবতা, শিখিধ্বজের বিশ্বাস-ঘাতকতা, সোলেমান কররাণীর ক্রুর ষড়যন্ত্রের জীবন্ত আলেখ্য, এতবড় একজন যোদ্ধা কি করিয়া ঘরভেদী বিভীষণের চক্রান্তে রাজ্যহারা সর্ব্বহারা হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তারই অশ্রুসিক্ত কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় রূপায়িত। মূল্য ৩.০০ টাকা।

সোনাই-দীঘি—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ বি-টি, প্রণীত। সত্যম্বর অপেরার কোহিনূর মণি। মঞ্চ, রেকর্ড ও পর্দায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। নবাবী আমলের বাংলার পল্লীরবধুর চমকপ্রদ কাহিনী নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় রূপায়িত, হাসিতে করুণায় মাখামাখি, বিস্ময় ও আনন্দের মুক্তাধারা। যদি 'সোনাই-দীঘি শাড়ী পরিয়া থাকেন, ভাবনা-কাজীকে দেখিয়া থাকেন, কোথায় তাদের উৎস জানেন? এই পঞ্চাঙ্ক যাত্রার নাটকে। সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। মূল্য ৩.০০ টাকা।

ভূমিকা

নরনারীর জীবন-সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এই নাটকের কাহিনী তৈরী হয়েছে। প্রেম যদি কল্যাণের ছোঁয়া না পায়, তাহলে স্বেচ্ছাচারের পথে সে অধোগামী হয়। প্রবৃত্তি যদি সীমিত বা নিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে সেই শক্তি অনিবার্য গতিতে মানুষের জীবনকে বিপথে টেনে নিয়ে যায়।

জগদীশ রায় কন্যা সাবিত্রীকে ভাবী জামাতা লোকেশের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সাবিত্রী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসিয়ে দিল নিজেকে —ভাঙন ধরলো তার জীবনে। শত চেষ্টায় জগদীশ রায় এই ভাঙ্গনকে আর রক্ষা করতে পারেননি। তাই সাবিত্রীর জীবনে তার এই ভুলের বীজ একদিন বিপুল দুর্ভাগ্যের ফসল ফলাল। তার জীবন যেমন লাঞ্ছনা-যন্ত্রণা আর হাহাকারে ভরে গেল—তেমনি শাশ্বত প্রেমের অভাবে এক শয়তানের জীবনেও নেমে এল কৃতকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস। মানুষের জীবনের এক দুঃখময় অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত এই নাটক— অশ্রুনদীর তীরে বা ভুলের ফসল।

নাটকখানি রচনাকালে নামকরণ ছিল অশ্রুনদীর তীরে। তারপর আমার জনৈক সহৃদয় বন্ধু বইখানির পাণ্ডুলিপি পড়ে বলেন নাটকটির নাম ভুলের ফসল হলেই ভাল হয়। আমি তাঁর অভিমত সাদরে গ্রহণ করে নাটকখানিতে ভুলের ফসল বা অশ্রুনদীর তীরে উভয় নামই সংযোজিত করিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

শিবাজী—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গণেশ অপেরায় অভিনীত। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। পিতার অজ্ঞাতে নিরক্ষর শিবাজী কিরূপে হিন্দুজাতিকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন, কি কৌশলে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া "খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত" ভারতকে "এক ধর্ম্ম-রাজ্য পাশে" আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহারই চমকপ্রদ আলেখ্য নিপুণ তুলিকায় অঙ্কিত। "সত্য যাহা স্বপ্নের মত দীপ্ত ইন্দ্রজালে" রাজ-বৈরাগী শিবাজীর সেই বিচিত্র কাহিনী পড়িয়া তৃপ্ত হউন, অভিনয় করিয়া ধন্য হউন। মূল্য ৩'০০ টাকা।

পৃথ্বীরাজ—শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গণেশ অপেরায় অভিনীত। কালজয়ী ঐতিহাসিক নাটক। দিল্লীর সিংহাসনে একদিন যে হিন্দুবীর সগৌরবে আসীন ছিলেন, আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাকে একদিন মৃত্যুবরণ করিতে হইয়াছিল। খাল কাটিয়া যে কুমীরকে আমাদের ঘরভেদী বিভীষণ ঘরে আনিয়াছিল, তাহারই দাপটে হিন্দুসমাজ সাতশো বছর আর্ত্তনাদ করিয়াছিল। জানেন কি, কে সেই ঘরভেদী বিভীষণ? মূল্য ৩'০০ টাকা।

কবরের কান্না—শ্রীকানাইলাল নাথ রচিত। আর্য্য অপেরার বিজয় বৈজয়ন্তী। ঐতিহাসিক নাটক। কান্নার পরে হাসি, হাসির পরে কান্না। হতভাগ্য হয়ে যারা পৃথিবীতে আসে, তারা শুধু বেঁচে থেকেই কাঁদে না, মরবার পরও কাঁদে। ঠিক তেমনিই কেঁদেছিল কবরের মধ্যে থেকেও হতভাগ্য শের আফগানের অতৃপ্ত আত্মা, কিন্তু কি তার অপরাধ, স্ত্রী মেহেরউন্নিসা কন্যা লয়লাকে ভালবেসেছিল প্রাণ দিয়ে, সুবাদারের আসনে বসে বাংলার অসংখ্য অনাহার ক্লিষ্ট বাঙালীকে বাঁচিয়েছিল উদার মহত্ব দিয়ে, দিল্লীর সম্রাট প্রভু জাহাংগীরকে শ্রদ্ধা করত বুকের রক্ত বিন্দু দিয়ে, দিল্লীর অসংখ্য যোদ্ধাকে স্তব্ধ করেছিল বীরত্ব দেখিয়ে। তবু কেন এই সরল সুবাদার—বীর সের আফগানকে একদিন জাহাংগীরের চক্রান্ত, কুতুবউদ্দিন আর মুস্তাক হোসেনের বেইমানিতে, কবরে যেয়েও কাঁদতে হয়েছিল। কে দেবে এর কৈফিয়ৎ, কে দায়ী তার এই কান্নার জন্যে? পড়ুন প্রশ্নের সমাধান হবে। অভিনয় কালে সুনাম থাকবে। মূল্য ৩'০০

রক্ত-স্বাক্ষর—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। অম্বিকা নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। মূল্য ৩'০০ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

স্মরণ সিং	গড়কাশিমপুরের রাজা।
আনন্দময়	ঐ বন্ধু।
ভাগ্যধর	ঐ ধনী প্রজা।
বিনয়	ঐ দরিদ্র প্রজা।
তালাদ রহিম	আনন্দময়ের পালিত ডাকাত।
খুশীলাল	আনন্দময়ের পুত্র।
গুণময়, নির্ম্মাল্য	ভাগ্যধরের পুত্রদ্বয়।
অমৃত	ঐ কর্ম্মচারী।
জগদীশ রায়	নবগ্রামের জমিদার।
লোকেশ রায়	ঐ পালিত পুত্র।
বিজয় রায়	লোকেশের পুত্র।
মীরজুমলা	বাংলার সুবাদার।
মির্জ্জাবেগ	দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি।

—স্ত্রী—

অপরূপা	আনন্দময়ের পত্নী।
হাসি	ঐ কন্যা।
সাবিত্রী	জগদীশের কন্যা।
গুণবতী	ভাগ্যধরের কন্যা।

নর্ত্তকী, বাঈজী।

—:০:—

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

উদয়ের-মা বা ধাত্রীপান্না—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। জনতা অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। চিতোরের রাণী কর্ণাবতী অগ্নিতে দিলেন আত্মাহুতি—শিশুপুত্র উদয় রইল ধাত্রীর কোলে। দাসীপুত্র বনবীরকে সর্দ্দারেরা যখন রাজপ্রতিনিধির আসনে বসাল,—নিয়তি বক্র হাসি হাসল, চন্দ্রাবৎ সর্দ্দার সিংহের মত গর্জ্জে উঠল। বনবীর মায়ের হাতের পুতুল; মা শীতলসেনী তাকে টানে ঐশ্বর্য্যের দিকে, স্ত্রী মেদিনী টানে মনুষ্যত্বের দিকে। ধাত্রী নিজের ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দিয়ে উদয়কে পাঠিয়ে দিলে আশা শার আশ্রয়ে। কি করলেন আশা শা? মূল্য ৩·০০ টাকা।

তাসের ঘর—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত। ভারত জয়ের স্বপ্নে বিভোর গ্রীকসম্রাট মিনান্দারের মথুরা আক্রমণ, রাজকন্যা স্বপ্নার বর নিরুদ্দেশ, মগধ-রাজকুমার রঞ্জনের মিনান্দারের সহিত মিলন, স্বপ্নার বর প্রিয়ব্রতের বন্দিত্ব ও মিনান্দারের হাতে চক্ষুরুৎপাটন! প্রিয়ব্রতের শোণিতে ধূমকেতু ও ঝঞ্ঝার সৃষ্টি! পিতার হস্তে পুত্রের নিধন! স্বপ্নার ক্রন্দনে পশুপাখী মুহ্যমান। রক্তের বিনিময়ে রক্ত,—হিংসার পরাভব, অশান্তির আগুনে শ্রাবণের ধারা। মূল্য ৩·০০ টাকা।

সাহেব বিবি গোলাম—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। কাল্পনিক নাটক। জোড়াদীঘির বুনিয়াদী রাজবংশের লোমহর্ষণ কাহিনী। বিবাহের শঙ্খধ্বনির মধ্যে লৌহ শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনা। রাজবংশধর মদনের বন্ধন, ফুলশয্যার রাতে নববধূর উপর কামান্ধ নরপশুর লোহার থাবা, দৈবানুগ্রহে কুসুমের পলায়ণ!! তারপর? কামানের গর্জ্জন, রক্তের হোলি খেলা, পাপের সঙ্গে পুণ্যের সংগ্রাম, লোভের বিরুদ্ধে শান্তির প্রতিরোধ, চিরন্তন সত্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা—যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, আবার বাজল ফুলশয্যার মঙ্গলশঙ্খ, বন্দীরা গাইল, বরবধূ নূতন করে সাজল, কুসুমের মুখে হাসি ফুটল, মদন ফিরে পেল তার দয়িতাকে। কে অসম্ভবকে সম্ভব করল জানেন? সাহেব বিবির গোলাম। মূল্য ৩·০০ টাকা।

একটি পয়সা—শ্রীভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। বর্ত্তমান যুগের সমাজ সচেতক বাস্তবধর্ম্মী নাটক। সত্যম্বর অপেরায় মহাসমারোহে অভিনয় হইতেছে। মূল্য ৩·০০ টাকা।

ভুলের ফসল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নবগ্রাম—জমিদার-প্রাসাদের দ্বিতল কক্ষ।

লোকেশ আসিল।

লোকেশ। রাত্রি দ্বিপ্রহর! জমিদার-বাড়ী নিস্তব্ধ! সবাই ঘুমের কোলে অচেতন। আমি কেবল তন্দ্রাহারা। বাইশ বছরের স্নেহ প্রীতি মমতার বাঁধন ছিঁড়ে এখুনি এই মুহূর্ত্তে আমাকে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে। মনের কান্না থেমে গেছে। কর্ত্তব্য পালিয়েছে। ধর্ম্ম আর বিবেক অপমানে ঘুমিয়ে পড়েছে। এইবার জলের পাইপ ধরে দ্বিতল হতে নিচেয় নেমে পড়ি। [গমনোদ্যোগ]

সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। [সহসা সম্মুখে সাবিত্রীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া] একি, সাবিত্রী! এত রাত্রে তুমি আমার ঘরে? ও, অভিসারে এসেছ বুঝি?

সাবিত্রী। অভিসার কিনা জানি না। প্রতিদিন যেমন আসি আজও তেমনি এসেছি।

লোকেশ। হে প্রেমোন্মাদিনি অভিসারিকা—আজ তোমার অভিসার বৃথা হবে।

সাবিত্রী। কেন?

লোকেশ। আমি চলে যাচ্ছি।

সাবিত্রী। এত রাত্রে কোথা যাচ্ছ লোকেশ?

লোকেশ। পালিয়ে যাচ্ছি।

সাবিত্রী। তুমি পালিয়ে যাচ্ছ!

লোকেশ। হ্যাঁ—আর আমি তোমাদের বাড়ী থাকবো না।

সাবিত্রী। তুমি চলে গেলে আমার কি হবে লোকেশ? এতদিন কেউ একথা জানতো না। আমার শরীর অসুস্থ দেখে বাবা আজ কবিরাজকে ডেকেছিল, তিনিই সব প্রকাশ করে দিয়ে গেছেন।

লোকেশ। জানি। আমার ওসব কথা শোনবার সময় নেই, পথ ছাড়ো আমি যাই।

সাবিত্রী। পরশু আমাদের বিয়ে, আজ আমাকে কলঙ্কের পাঁকে ডুবিয়ে তুমি চলে যেও না লোকেশ। বিয়ে করে আমাকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাও।

লোকেশ। তোমাকে বিয়ে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। তোমার মত ভ্রষ্টা মেয়েকে লোকেশ রায় ঘৃণা করে।

সাবিত্রী। আমাকে ভ্রষ্টা সাজিয়েছ তুমি।

লোকেশ। না।

সাবিত্রী। তাহলে তোমার সেই ভালবাসা মিথ্যা?

লোকেশ। না। তোমাকে ভালবাসতুম, একথা আমি অস্বীকার করি না।

সাবিত্রী। তবে আমার এই কলঙ্ককে তুমি স্বীকার করছ না কেন?

লোকেশ। কারণ আমার মত অনেক যুবকের সঙ্গেই তুমি মেলামেশা কর, সুতরাং কার দ্বারা—

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শুধু তুমি নও সাবিত্রি, তোমার মত অতি আধুনিকারা—মানে যারা ডজনখানেক পুরুষ বন্ধু নিয়ে দিনরাত হৈ-চৈ করে বেড়ায়, তাদের পরিণতি হয় তোমারই মত।

সাবিত্রী। আমাকে মিথ্যা দোষ দিও না লোকেশ। তুমি ছাড়া আমার আর কোন বন্ধু নেই।

লোকেশ। দেওয়ানের ছেলে, গোমস্তার ভাগ্‌নে, কবিরাজের ভাই—এরা তোমার বন্ধু নয়?

সাবিত্রী। না, এরা তোমার বন্ধু। তোমার জন্যেই তারা বাড়ীতে আসে। আমি তাদের সঙ্গে মিশি না। মিশেছি তোমার সঙ্গে। ভালবেসেছি তোমাকে, তোমার সঙ্গেই হয়েছে আমার মন দেয়া-নেয়া। স্বামীর অধিকার নিয়েই তুমি স্পর্শ করেছ আমার দেহ।

লোকেশ। না। আমি তোমাকে স্পর্শ করিনি।

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। গোপনে পাপ করে পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিলে আমি নোব না সাবিত্রি। আর আমি তোমাদের বাড়ী আসব না। সব বাঁধন ছিঁড়ে আজ আমি জন্মের মত নবগ্রাম ছেড়ে চলে যাব। [গমনোদ্যোগ]

সাবিত্রী। তোমার পায়ে ধরি লোকেশ, চলে যেও না, আমাকে বাঁচাও।

লোকেশ। তোমার মত দুশ্চরিত্রা মেয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আমি তোমাকে চাই না। না—না। [পা ছাড়াইয়া গমনোদ্যোগ]

জগদীশ আসিল।

জগদীশ। দাঁড়াও লোকেশ!

লোকেশ। কাকাবাবু!

[সাবিত্রী উঠিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল]

জগদীশ। চুপ! আমাকে আর কাকাবাবু বলে ডেকো না।

লোকেশ। আপনি ডাকতে শিখিয়েছিলেন তাই ডাকছি, নইলে আমি তো জানি আপনি আমার কেউ নন্।

জগদীশ। আমিও যদি জানতুম তুমি এমন জানোয়ার হবে, তাহলে বাইশ বছর তোমাকে পুত্রের মত লালন-পালন করতুম না। যদি জানতুম আমার স্নেহের সুযোগ নিয়ে তুমি আমারই বুকে দংশন করবে, তাহলে আমার একমাত্র কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ পাকাপাকি করতুম না।

লোকেশ। তার জন্যে ভাবনা নেই, সব সম্বন্ধ ছিন্ন করে আজই আমি চলে যাচ্ছি।

জগদীশ। চলে যাওয়া অত সহজ নয় লোকেশ।

লোকেশ। আমি তো তাই মনে করি। কারণ, আমি পরগাছা। তবে শিশুকাল থেকে আপনি আমাকে মানুষ করেছেন—ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়েছেন—লেখাপড়া শিখিয়েছেন, অবশ্য তার জন্যে আপনার কাছে আমি ঋণী।

জগদীশ। বেইমান—অকৃতজ্ঞ!

লোকেশ। আমি বেইমানি করব না। কৃতজ্ঞতার ঋণ একদিন আমি টাকা দিয়ে পরিশোধ করব।

জগদীশ। আমি জানতে চাই—সাবিত্রীকে তুমি বিয়ে করবে কি না?

লোকেশ। না।

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।

জগদীশ। লম্পট—পশু! আমার শুভ্র ললাট মসীলিপ্ত করে আমার আদরিণী কন্যা সাবিত্রীকে কলঙ্কের আবর্জ্জনায় ফেলে তোমাকে পালিয়ে যেতে দোব না। আমি তোমাকে খুন করব। [পিস্তল বাহির করিল]

সাবিত্রী। বাবা! বাবা!

লোকেশ। গুলি করার আগে একবার পিছন ফিরে দেখুন, আপনার চিৎকারে দাসদাসীরা সব ছুটে এসেছে।

জগদীশ। আসুক। তোমাকে খুন করে বাঁচবার মত টাকা আমার আছে। লাম্পট্যের শাস্তি গ্রহণ কর লম্পট। [গুলি করিতে উদ্যত হইল]

সাবিত্রী। [সামনে যাইয়া] লোকেশকে মেরো না বাবা। ওর কোন দোষ নেই—সব দোষ আমার।

জগদীশ। না—সব দোষ ওই লম্পটের।

লোকেশ। না। আপনার।

জগদীশ। ~~লোকেশ!~~

লোকেশ। শাস্ত্রই বলেছে—

> "ঘৃতকুম্ভা সমা নারী তপ্তাঙ্গারঃ সম পুমান,
> ততঃ ঘৃতশ্চ বহ্নিশ্চ নৈকত্র স্থাপয়েৎ বুধঃ।"

শাস্ত্রের বাণী অগ্রাহ্য করে আপনি আমাদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিয়েছেন, যার বিষময় ফলে আপনার কুমারী কন্যা সাবিত্রী আজ সন্তানসম্ভবা। হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[শয়তানের হাসি হাসিয়া প্রস্থান।

সাবিত্রী। যাবার আগে বলে যাও লোকেশ, আমি কি করব ?

জগদীশ। আত্মহত্যা।

সাবিত্রী। আত্মহত্যা !

জগদীশ। পিস্তল নে। নিজের বুকে গুলি করে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর।

সাবিত্রী। না-না, আত্মহত্যা করতে পারব না। আমি যে আজ সন্তানের মা।

জগদীশ। ও তোর সন্তান নয়—অভিশাপ।

সাবিত্রী। এই অভিশাপ মাথায় নিয়ে আমি সারাজীবন কেঁদে বেড়াব, তবু বাবা, আমি আত্মহত্যা করতে পারব না।

জগদীশ। তবে আমার প্রাসাদ হতে জন্মের মত দূর হয়ে যা।

সাবিত্রী। আমাকে তাড়িয়ে দিও না বাবা। তোমার প্রাসাদের এক কোণে আমাকে একটু স্থান দাও।

জগদীশ। না।

সাবিত্রী। আমার স্পর্শে তোমার প্রাসাদের পবিত্রতা যদি ম্লান হয়ে যায়, তাহলে তোমার অশ্বশালার এক কোণে আমাকে একটু ঠাঁই দাও বাবা।

জগদীশ। না। এই মুহূর্তে তুই আমার প্রাসাদ থেকে দূর হয়ে যা।

সাবিত্রী। পথের কুকুরও তোমার প্রাসাদে ঠাঁই পায় বাবা, আর আমাকে একটু আশ্রয় দেবে না ?

জগদীশ। না।

সাবিত্রী। বাবা, শত অপরাধ করলেও আমি তো তোমারই মেয়ে।

জগদীশ। না। আমার মেয়ে মরে গেছে—তুই তার প্রেতাত্মা।

সাবিত্রী। বাবা!

জগদীশ। অনেক আশা নিয়ে আমি তোকে মানুষ করেছিলুম। শিশুকালে রূপ দেখে নাম রেখেছিলুম সাবিত্রী। ভেবেছিলুম—শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে আদর্শে ও চরিত্রে আমার দেওয়া সাবিত্রী নাম তুই সার্থক করবি। আশা ছিল তোর মায়ের হার গলায় পরে কনে সেজে লোকেশের পাশে দাঁড়িয়ে পূর্ণ করবি তোর মায়ের সাধ। আমার যে স্বপ্নকে তুই ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিস—আমি তোকে ক্ষমা করব না। জীবনে আর কোনদিন আমি তোর মুখ-দর্শন করব না। ওই কালিমাখা মুখ নিয়ে তুই আর আমার সামনে দাঁড়াসনি। আমার জমিদারী হতে তুই দূর হয়ে যা।

সাবিত্রী। তাড়িয়ে দিলে আমি কোথায় যাব বাবা?

জগদীশ। পথে।

সাবিত্রী। তাই হবে বাবা! পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে সারা-জীবন আমি পথে পথে কেঁদে বেড়াব। তোমার জমিদারীর মাটিতে কোনদিন আর পা দোব না। মা বেঁচে থাকলে এমনি ভাবে আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারতে না বাবা। মেয়ের অপরাধ মা নিশ্চয়ই ক্ষমা করতো। [দূর হইতে নতজানু হইয়া প্রণাম করিল, জগদীশ সরিয়া গেল] আমার প্রণাম নেবে না বাবা? আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে না? [উঠিল] চিরদিনের মত চলে যাচ্ছি, একবার সাবিত্রী বলে ডাকবে না? ওগো জগৎ-পিতা, তুমি আমার প্রণাম নাও।

তোমার পৃথিবীর এক কোণে অভাগিনী সাবিত্রীকে একটু আশ্রয় দাও ঠাকুর, আশ্রয় দাও।

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

নেপথ্যে পথিক গাহিয়া যাইতেছিল।

পথিক। গীত।

(ওগো) দয়াল ঠাকুর পতিতপাবন, শরণ নিলাম পায়।
ভাসিয়ে দিলাম জীবনতরী দুখের দরিয়ায়।
সঙ্গে আমার পাপের কালি,
মাথায় ভরা ঘৃণার ডালি,
তোমার চরণ-তীর্থ-ধূলায় অশ্রু ঢালি হায়।

জগদীশ। থামাও পথিক তোমার পাগল করা ব্যথার গান। ও তোমার গান নয়, সাবিত্রীর—না-না, কলঙ্কিনীর নাম আর মুখে আনব না। সাবিত্রী আমার মেয়ে নয়। লোকেশকে আমি মানুষ করিনি। আমি অপুত্রক—আমার কেউ নেই—কেউ নেই! [গমনোদ্যোগ] ওকি! কে কাঁদে? সাবিত্রীর মা? [দেওয়াল-গাত্রে বিলম্বিত ছবির দিকে চাহিয়া] তুমি কাঁদছ? না-না, কেঁদ না। —আমি সাবিত্রীকে ফিরিয়ে আনব। আমি তাকে স্নেহের বুকে তুলে নোব। [গমনোদ্যোগ] একি! শাসনের উদ্যত চাবুক হাতে কে তুমি? সমাজ! না-না, আমি সাবিত্রীকে চাই না। আমি সমাজ চাই—আত্মীয় চাই—বন্ধু চাই। সাবিত্রীকে পরিত্যাগ করে আমি রক্ষা করতে চাই আমার বংশের গৌরব।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীর ঘাট।

তালাদ রহিম আসিল।

তালাদ। দুনিয়ার রং বদলের সঙ্গে তালাদ রহিমও তার রং বদলে ফেলেছে। মানুষ থেকে চোর—চোর থেকে ঠাঙাড়ে, এবার ঠাঙাড়ে থেকে ডাকাত। এত চুরি-চামারি করনু—মানুষ ঠেঙিয়ে মারনু, ডাকাত হয়ে লুঠপাট করনু, শালার নসীব কিন্তু ফিরল না। টাকা সোনা হীরে মুক্ত লুঠ করে এনে ধনীর সিন্দুকে তুলে দিয়ে শুকনো বাহবাতে পেট ভরানু। কুড়ি বছর বয়সে যেদিন প্রথম চুরি করি, সেদিনও যেমন ছিলুম, আজ বিয়াল্লিশ বছর বয়স হল—আজও ঠিক তেমনিই আছি। নাঃ, শালার ব্যবসায় ঘেন্না ধরে গেছে। ইচ্ছে হয়—ডাকাতি ছেড়ে রাজার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাই। কিন্তু যাব কোথায়? ঘর-বাড়ী নেই। মা-বাপ মরে ভূত হয়ে গেছে। বিয়ে-সাদী করিনি। নাঃ, চাকরি ছেড়ে রাস্তায় শুকিয়ে মরার চেয়ে আমার ডাকাতিই ভাল। কে?

লোকেশ আসিল।

লোকেশ। আমি, তালাদ!

তালাদ। একি! বাবুসায়েব, তুমি এত রাত্রে নদীর ঘাটে?

লোকেশ। তুই এত রাত্রে এখানে কি করছিস?

তালাদ। দলের লোকজনদের জন্য অপেক্ষা করছি।

লোকেশ। আজ কার সর্ব্বনাশ করবি?

তালাদ। তোমার নয় বাবুসায়েব।

লোকেশ। আজ আমি ভিখিরী।

তালাদ। ঠাট্টা করছ বাবুসায়েব?

লোকেশ। ঠাট্টা নয়, সত্যি বলছি—আজ আমি বাড়ী ছেড়ে চিরদিনের মত চলে এসেছি।

তালাদ। কাজটা ভাল করনি বাবুসায়েব।

লোকেশ। এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না তালাদ। হ্যাঁ, তোর রাজাকে আমার কথা বলেছিস?

তালাদ। হ্যাঁ—

লোকেশ। রাজা কি বললে? চাকরি দেবে?

তালাদ। হ্যাঁ। তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি অনুযায়ী তুমি ভাল চাকরিই পাবে বাবুসায়েব। কিন্তু আমি একটা কথা বুঝতে পাচ্ছি না— তুমি জমিদারের ছেলে হয়ে পরের কাছে চাকরি করবে কেন? আর পরশু তোমার বিয়ে—সব ছেড়ে তুমি চলেই বা এলে কেন? মা-লক্ষ্মীর জন্যে মন তোমার কাঁদল না?

লোকেশ। কেন কাঁদেনি আর কেন চলে এসেছি, সেদিন তো তোকে সব বললুম।

তালাদ। আরে, বিয়ে করলেই তো সব গোলমাল চুকে যেতো।

লোকেশ। না—জীবনভোর এই কলঙ্কের জের চলতো তালাদ। কোনদিন আমি কাকাবাবুর সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতুম না, তাই আমি চলে এসেছি। সেখানে আর আমি ফিরব না। তুই আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল।

তালাদ। বেশ—তুমি নদীর ঘাটে অপেক্ষা কর, ডাকাতি করে

ফেরবার সময় আমি তোমাকে নিয়ে যাব। হ্যাঁ, তুমি তো চলে যাচ্ছ বাবুসায়েব, কিন্তু তার কি হবে?

লোকেশ। যা তার ভাগ্যে আছে।

তালাদ। সেকি বাবুসায়েব! তুমি হাত ধরে তাকে পাঁকে নামিয়ে শেষে ভাগ্য দেখাচ্ছ? নাঃ, তুমি দেখছি আমার চেয়েও শয়তান।

নেপথ্যে সাবিত্রী। [কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতেছিল] লোকেশ— লোকেশ—

তালাদ। কে তোমাকে ডাকছে বাবুসায়েব?

লোকেশ। সাবিত্রী।

তালাদ। মা-লক্ষ্মী এত রাত্রে নদীর ঘাটে আসছে কেন?

লোকেশ। মনে হয় জমিদার ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

নেপথ্যে সাবিত্রী। লোকেশ!

তালাদ। সাড়া দাও বাবুসায়েব।

লোকেশ। না।

তালাদ। তুমি সাড়া না দাও আমি দোব বাবুসায়েব।

লোকেশ। না। ওকে আমি খুন করব তালাদ।

তালাদ। নিজের বৌ-ছেলেকে তুমি খুন করবে বাবুসায়েব?

লোকেশ। সাবিত্রী আমার বৌ নয়।

তালাদ। বৌ বলে ভালবেসে ছেলের জন্ম দিলে, আর আজ বলছ বৌ নয়? তুমি তো আচ্ছা বেইমান বাবুসায়েব!

নেপথ্যে সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। সাবিত্রী এসে পড়ল, তৈরী হও তালাদ। ওকে খুন কর।

তালাদ। আমি তোমার বৌকে খুন করতে পারব না বাবু-সায়েব।

লোকেশ। আমার কথা শোন তালাদ—খুন করে গায়ের গয়না-গুলো নিয়ে লাসটা নদীর জলে ফেলে দে।

তালাদ। আমি তোমাকে খুন করব বাবুসায়েব। [পিস্তল ধরিল]

লোকেশ। আমাকে তুই ভালবাসিস তালাদ, খুন করতে পারবি না।

তালাদ। তোমার বৌকেও আমি খুন করতে পারব না।

লোকেশ। তাহলে পিস্তলটা দে, আমি খুন করব।

তালাদ। না।

লোকেশ। তবে এখান থেকে সরে যা। আমি ওকে গলা টিপে হত্যা করব।

[প্রস্থান।

তালাদ। ভগবান! তোমাকে কখনও ডাকিনি। আজ চোখের জল ঢেলে তোমার পায়ে মিনতি জানাচ্ছি—বেইমানের মনে তুমি দয়ামায়া দাও—শয়তানকে মানুষ কর—প্রীতির বাঁধনে বেঁধে ওদের তুমি সুখী কর ভগবান, সুখী কর।

[প্রস্থান।

আলুথালুবেশে সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। লোকেশ! তুমি কোথায়? সাড়া দাও! ওগো চন্দ্রদেব, তুমি দেখেছ আমার প্রিয়তম লোকেশ কোথায়? ওগো নদি, তুমি বলে দাও আমার হৃদয়-দেবতা লোকেশ কোথায় গেছে।

ওগো ধরণি, তুমি বল তোমার ধুলায় এই পদচিহ্ন কি আমার বাঞ্ছিত দেবতা লোকেশের? তোমরা আমার সঙ্গে কেউ কথা বলবে না? সমাজের নিষ্ঠুর মানুষের মত তোমরাও আমাকে কলঙ্কিনী বলবে? কিন্তু আমি কলঙ্কিনী নই। আমার ভালবাসা মিথ্যা নয়। স্বামি-জ্ঞানেই আমি তার হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছিলুম। মানুষ বিশ্বাস না করে, তোমরা বিশ্বাস করো। ওগো তরুলতা, তোমরা বল—আমার প্রাণের লোকেশ কোথায় গেছে। লোকেশ—

লোকেশ আসিল।

লোকেশ। সাবিত্রি!

সাবিত্রী। এই যে লোকেশ! আমি জানি তুমি আমাকে ফেলে চলে যাবে না। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে লোকেশ। আমি সব ছেড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। তুমি আমাকে গ্রহণ কর। [পদতলে বসিল]

লোকেশ। ওঠ সাবিত্রি। [হাত ধরিয়া তুলিল]

সাবিত্রী। প্রিয়তম! [লোকেশের বুকে মাথা রাখিল]

[তালাদ রহিম অদূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল]

লোকেশ। সাবিত্রি! [দুই হাতে সাবিত্রীর গলা ধরিতে গেল]

সাবিত্রী। লোকেশ, তুমি আমাকে—

লোকেশ। হত্যা করব। [দুই হাত বাড়াইয়া অগ্রসর]

[তালাদ পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিতে যাইয়াও পারিল না]

সাবিত্রী। ভগবান! ভগবান! আমার জীবন রক্ষা কর। [ভয়ে পিছাইতে লাগিল]

লোকেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [সাবিত্রীর গলা চাপিয়া ধরিল]

সাবিত্রী। কে আছ, রক্ষা কর।

[সাবিত্রী জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেল। তালাদ ছুটিয়া আসিতেছিল, এমন সময় স্মরণ সিংহ অদূর হইতে বলিয়া উঠিল—"ভয় নেই, ভয় নেই।" বিপদ বুঝিয়া তালাদ পলাইল।]

লোকেশ। চেষ্টা ব্যর্থ হল। কলঙ্কের চিহ্ন মুছে দিতে পারলুম না।

[প্রস্থান।

পিস্তলে গুলি করিয়া স্মরণ সিং আসিল।

স্মরণ। একি! এক গা গয়না পরে মেয়েটা নদীর ঘাটে শুয়ে কেন? তবে কি দস্যুরা ওকে হত্যা করেছে? [নাসিকায় হাত রাখিয়া] না—নিঃশ্বাস বইছে। বেঁচে আছে। ভয় নেই—ওঠ মা! তাইতো, চেতনা ফিরছে না তো! [সাবিত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিবে কিনা চিন্তা করিতে লাগিল, পরে ধীরে ধীরে মাথায় হাত দিয়া ডাকিল।] ওঠ মা, ওঠ! ভয় নেই! দস্যুরা পালিয়ে গেছে।

[সাবিত্রীর চেতনা ফিরিল, সে উঠিয়া বসিল]

সাবিত্রী। আপনি কে?

স্মরণ। স্মরণ সিং।

সাবিত্রী। [উঠিয়া] বাবার মুখে শুনেছি, বাংলার সুবাদার কাশেম খাঁর সঙ্গে গড় কাশিমপুরের রাজা স্মরণ সিং হুগলীর চার হাজার পর্ত্তুগীজকে বন্দী করায় সম্রাটের কাছে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন।

স্মরণ। হ্যাঁ মা, আমিই সেই স্মরণ সিং। আমার পরিচয় পেলে, এবার তোমার পরিচয় দাও মা।

সাবিত্রী। আমি নবগ্রামের জমিদার জগদীশ রায়ের মেয়ে—নাম সাবিত্রী।

স্মরণ। এত রাত্রে তুমি এখানে কেন মা? [সাবিত্রী নতমুখে নিরুত্তর] লজ্জা করো না মা। মনে কর আমি তোমার বাবা।

সাবিত্রী। বাবা! [কাঁদিতে লাগিল]

স্মরণ। কেঁদ না মা, কি হয়েছে বল।

সাবিত্রী। বাবা আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাবা।

স্মরণ। তোমার অপরাধ কি মা?

সাবিত্রী। বাবার পালিত লোকেশের সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়। আমরা এক বাড়ীতে একই মায়ের কোলে মানুষ। ছেলেবেলা হতে লোকেশকে আমি ভালবেসেছি। ভুল করে বিয়ের আগে আমি তাকে আত্মদান করেছিলুম বাবা। সেই মিলনের ফলে আজ আমি সন্তানসম্ভবা।

স্মরণ। ও—এর জন্যে তোমার বাবা তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

সাবিত্রী। লোকেশ আমাকে বিয়ে করলে বাবা আমায় তাড়িয়ে দিত না। লোকেশের জন্য আজ আমি সমাজ-সংসার আত্মীয়-বান্ধব সব হারিয়ে দুঃখের অকূলে ভেসে চলেছি। দয়া করে আপনি আমাকে একটু আশ্রয় দিন বাবা। [পদতলে বসিল]

স্মরণ। শুধু আশ্রয় নয় মা। আজ হতে তুমি স্মরণ সিংয়ের কন্যা। [হাত ধরিয়া তুলিল]

সাবিত্রী। আপনি কোথা হতে আসছেন বাবা?

স্মরণ। ভারত-ভ্রমণ করে বাড়ী ফিরছিলুম মা। তোমার আর্ত্তনাদ শুনে ঘাটে বজরা নোঙ্গর করে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আজ বাইশ বছর আমি দেশছাড়া। পত্নী-পুত্রের শোক ভুলতে বন্ধুর হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে আমি ভারত-ভ্রমণে বেরিয়েছিলুম। একটা কথা বলে রাখি মা, তোমার মঙ্গলের জন্য হয়তো আমাকে

মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে। সেই মিথ্যাকে তুমিও সমর্থন করো না। এস।

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। লোকেশ! তোমার জন্যে আজ আমি মিথ্যা পরিচয়ে পরবাসে আশ্রয় নিতে চলেছি। ওগো নিষ্ঠুর! উপেক্ষার পদাঘাতে আমাকে কলঙ্কের পাঁকে ডুবিয়ে তুমি অন্ধকারে লুকিয়ে থাক, আর আমি কলঙ্কের জ্বালায় পাগল হয়ে চোখের জলে নিশিদিন তোমার তপস্যা করি। দেখি—প্রেমের সাধনায় তোমার স্বীকৃতি পাই কি না!

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য ;

প্রাসাদ-কক্ষ।

[কক্ষমধ্যে সুরা ও পানপাত্র ছিল।]

নেপথ্যে বিনয়। মহারাজ! মহারাজ! ক্ষমা করুন! ক্ষমা করুন!

ক্রোধোন্মত্ত আনন্দময় আসিল।

আনন্দ। ক্ষমা পাবে না বিনয়। তোমাকে ক্ষুধার্ত্ত মরালের মুখে নিক্ষেপ করে প্রজাদের আমি বুঝিয়ে দিতে চাই—আমার বিদ্রোহিতার পরিণাম কত ভয়ঙ্কর। [আসনে বসিয়া পাত্রে সুরা ঢালিয়া পান করিল]

নেপথ্যে বিনয়। ভগবান! ভগবান! রক্ষা কর—রক্ষা কর।

আনন্দ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভগবানের সাধ্য নেই বিনয়, তোমাকে যমের মুখ থেকে রক্ষা করে। [পুনঃ সুরা পান]

নর্ত্তকী আসিয়া অভিবাদন করিল।

নর্ত্তকী। ও কার আর্ত্তনাদ মহারাজ?

আনন্দ। বিদ্রোহী প্রজা বিনয়ের।

নর্ত্তকী। আর্ত্তনাদ করছে কেন?

আনন্দ। দরোয়ান ওকে যমঘরে রুদ্ধ করতে নিয়ে যাচ্ছে।

নর্ত্তকী। যমঘর কি?

আনন্দ। বিদ্রোহী প্রজাদের শাস্তি দেবার জন্যে গভীর অরণ্যে আমি একটা ঘর তৈরী করে সেই ঘরে পুষে রেখেছি এক পাহাড়িয়া ভীষণ ময়াল। দরোয়ান বিনয়কে সেই ময়ালের মুখে ফেলে দিতে চলেছে। তূমি নাচ-গান কর নর্ত্তকি! [মদ্যপান]

নর্ত্তকী। গীত।

প্রেমকুঞ্জে ওই বাঁশী বাজে।
এল প্রিয় নটবর মোহন সাজে।
সার্থক হল মোর আজি প্রেম অভিসার,
বরিনু বঁধুরে দিয়া পিরিতি কুসুমহার,
হৃদয়ে ধরিতে তবু কেন মরি লাজে।

আনন্দ। চমৎকার!

নর্ত্তকী। রাত্রি ভোর হয়ে এল মহারাজ, আমার পাওনা মিটিয়ে দিন।

আনন্দ। [পকেটে হাত দিয়া] একি!

নর্ত্তকী। কি হল মহারাজ?

আনন্দ। আমার পিস্তল কোথা গেল?

নর্ত্তকী। সারা রাত মদ খেয়ে বেহুঁস হয়ে আছেন। পকেট থেকে পড়ে যেতেও পারে।

আনন্দ। এক হাজার টাকার তবিলটা পকেটে রইল আর পিস্তলটা পড়ে গেল!

নর্ত্তকী। আমাকে টাকা দিয়ে আপনি পিস্তল খুঁজুন মহারাজ।

আনন্দ। এই নাও। [টাকাভর্ত্তি তহবিল দিল]

[নর্ত্তকী টাকা লইয়া অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল।

আনন্দ। তাইতো, টাকা পকেটে রইল আর পিস্তলটা—

ভাগ্যধর আসিল।

ভাগ্যধর। মহারাজ! মহারাজ! আততায়ীর পিস্তলের গুলিতে দরোয়ান নিহত।

আনন্দ। দরোয়ান নিহত! তাহলে বন্দী?

ভাগ্যধর। মুক্ত।

আনন্দ। আমার বন্দীকে মুক্ত করলে কে?

কালো বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া অপরূপা আসিল।

অপরূপা। আমি।

আনন্দ। কে তুমি ছদ্মবেশী? [অপরূপা নিরুত্তর] ভাগ্যধর! ছদ্মবেশীর ছদ্মাবরণ উন্মোচন কর।

অপরূপা। সাবধান! আমার অঙ্গস্পর্শ করলে আমি তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দোব। [পিস্তল ধরিল]

আনন্দ। একি! এযে আমার পিস্তল।

অপরূপা। হ্যাঁ, নির্দ্দোষ বিনয়ের জীবন রক্ষায় আমি নর্ত্তকীর কাছে ভিক্ষা চেয়ে নিয়েছিলুম।

আনন্দ। নর্ত্তকী শয়তানী!

অপরূপা। না—শুদ্ধা মানবী। তার মানবিকতায় রক্ষা হয়েছে একজন নির্দ্দোষ মানুষের জীবন।

ভাগ্যধর। কে বললে বিনয় নির্দ্দোষ?

অপরূপা। আমি বলছি।

আনন্দ। কে তুমি?

[অপরূপার ছদ্মবেশ উন্মোচন]

আনন্দ। রাণী!

ভাগ্যধর। মহারাণী! [অভিবাদন করিল]

অপরূপা। বিনাদোষে বিনয়কে তুমি হত্যা করছিলে মহারাজ? বিনয়—নম্র বিনয়ী ভাবুক কণ্ঠশিল্পী। সুরের সাধনায় তার দিন কেটে যায়। গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে বাংলার রাজা-জমিদার এমনকি সুবাদার পর্য্যন্ত যাকে শ্রদ্ধার আসন দেয়—গানছাড়া দুনিয়ায় যে আর কিছুই জানে না, সেই সঙ্গীতসাধক বিনয়কে তুমি প্রাণদণ্ড দিয়েছ শুনে লজ্জার অবগুণ্ঠন ফেলে মর্য্যাদার প্রাচীর লঙ্ঘন করে নিশীথের অন্ধকারে প্রাসাদ ছেড়ে নর্ত্তকীর কাছে পিস্তল ভিক্ষা নিয়ে আমি রক্ষা করেছি বিনয়ের জীবন।

ভাগ্যধর। বিনয় নির্দ্দোষ নয় মহারাণি। গান শোনাতে গিয়ে সে সুবাদারকে বলেছে মহারাজ ডাকাত। বিনয়ের মিথ্যা অভিযোগের জন্য নায়েবমশাই রাজস্ব দিতে গিয়ে পাঁচহাজার টাকা সেলামী দিয়ে সুবাদারকে শান্ত করেছে।

আনন্দ। শুনছো রাণি?

অপরূপা। বিনয়ের অভিযোগ মিথ্যা নয়। শুধু তুমি নও—বাংলার অনেক রাজা-জমিদারই আজ ডাকাত।

আনন্দ। রাণী!

অপরূপা। অস্বীকার করতে পার তুমি ডাকাত নও? অর্থের লোভে তুমি ডাকাত পুষে রাখনি? দস্যুতা অনাচার ও অত্যাচারে তোমার আশ্রয়দাতা বন্ধুর পবিত্র নাম তুমি অপবিত্র করনি? যে প্রাসাদে পড়তো সাধু-বৈষ্ণবের পদধূলি—অবিরাম ধ্বনিত হতো প্রার্থনা-সঙ্গীত—দানের পুণ্যালোকে উজ্জ্বল থাকতো যে প্রাসাদ, ব্যভিচারের পঙ্কে সেই প্রাসাদকে তুমি কলঙ্কিত করনি?

ভাগ্যধর। আপনি ভীষণ উত্তেজিত হয়েছেন মহারাণি।

অপরূপা। আপনাদের দুর্নীতি আর অত্যাচার আমাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। আপনাদের জিঘাংসা, হিন্দুর অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূকে টেনে এনেছে এই দুর্গন্ধ নরকের মাঝে। আপনাদের দুরভিসন্ধিকে বানচাল করতে আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছে এই শত্রুর ভূমিকা।

আনন্দ। তবু বিনয়কে তুমি বাঁচাতে পারবে না রাণি! আমি তাকে হত্যা করবো।

অপরূপা। কোন্ অধিকারে তুমি তাকে হত্যা করবে মহারাজ?

আনন্দ। অধিকার?

অপরূপা। জীবন যে দিতে পারে না জীবন নেবে সে কোন্ অধিকারে?

আনন্দ। শাসকের অধিকারে।

অপরূপা। আগে তুমি নিজেকে শাসন কর, তারপর করবে প্রজা-শাসন। এই নাও তোমার পিস্তল। [পিস্তল ছুঁড়িয়া দিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

তালাদ রহিম আসিল, তাহার বামহাত
দিয়া রক্ত ঝরিতেছিল।

তালাদ। রাজামশাই! একি, মহারাণী! [অভিবাদন করিল]

অপরূপা। কোথা হতে ফিরছো তালাদ রহিম?

তালাদ। ডাকাতি করে।

অপরূপা। ঘৃণিত দস্যু!

তালাদ। গালাগালটা আমাকে নয় মহারাণি, রাজামশাইকে আর ওই সুদখোর কসাইটাকে দাও। ওদের টাকার নেশা মেটাতেই আমি ডাকাতি করি।

ভাগ্যধর। টাকাই সংসারের আসল বস্তু তালাদ রহিম। আর সব অনিত্য অসার। সত্য ধর্ম্ম মানবতা সবার চেয়ে টাকাই হল বড়।

তালাদ। তাই নাকি?

ভাগ্যধর। দেখনি টাকার জৌলুষে কুৎসিত রূপবান হয়? জঘণ্যাচারী দস্যু হয় মানুষ। আস্তাকুড়ের কুকুর হয় মাথার ঠাকুর। ওই চাঁদির জুতোয় শুধু ধর্ম্ম নয়, ভগবানকেও গোলাম করা যায়।

অপরূপা। আপনি থামুন।

আনন্দ। অন্তঃপুরে যাও অপরূপা।

অপরূপা। না—আমি তোমার দস্যুতার সম্পদ নিজের চোখে দেখব।

আনন্দ। বেশ, দেখ।

ভাগ্যধর। তোর হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে কেন তালাদ?

তালাদ। গুলি বিঁধেছে।

অপরূপা। গুলি বুকে বিঁধল না দস্যু?

আনন্দ। রাণি,—

তালাদ। তাহলে রাজামশাইয়ের স্ফূর্তির জোয়ারে ভাটা পড়তো মহারাণি।

আনন্দ। চোপরাও ছোটলোক।

তালাদ। মুখটা ছোট করো না রাজামশাই, হয়ত বেফাঁস কথা বলে ফেলব?

আনন্দ। তাহলে জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দোবনা?

তালাদ। আমার টাকায় জুতো কিনে আমারই মুখ ছিঁড়বে! তুমি তো আচ্ছা বেইমান রাজামশাই!

ভাগ্যধর। শান্ত হ তালাদ।

আনন্দ। জুতো চাবুক না খেলে কুকুরটা শান্ত হবে না ভাগ্যধর।

তালাদ। হুঁসিয়ার রাজামশাই। তোমার গালাগালিতে হাতের খুন দেখে তালাদ রহিমের দেহের খুন টগবগ করে ফুটছে। যদি মাথার খুন গরম হয়ে যায়, তাহলে অনর্থ ঘটবে। জান তো তালাদ রহিম মানুষ নয়, খুনে ডাকাত॥

অপরূপা। তালাদ রহিম।

তালাদ। আমার কসুর মাপ করবে মহারাণি। কাল ডাকাতি করতে গিয়ে গয়নার জন্যে মায়ের কোল থেকে ছেলে টেনে নেবার সময় মায়ের সেই বুকফাটা কান্না শুনে মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে। তাই আমি বেহুঁসের মত তোমার সামনে রাজামশাইকে অপমান করে ফেলেছি। আমি ডাকাতি করতে চাই না মহারাণি, শুধু রাজামশায়ের জন্যে—

ভাগ্যধর। বর্ক্তৃতা রেখে কি এনেছিস মহারাজকে দে। দেখি কত টাকা দাম হবে।

তালাদ। [কটীবন্ধ হইতে একটী থলি লইয়া আনন্দের দিকে ছুঁড়িয়া দিল, আনন্দ লুফিয়া লইল]

আনন্দ। বাঃ, অনেক সোনার গয়না এনেছিস তালাদ। গয়না নাও ভাগ্যধর; হিসেব করে টাকা নিয়ে এস।

ভাগ্যধর। [থলি লইয়া] আনছি মহারাজ।   [প্রস্থান।

আনন্দ। আমি তোর মাইনে বাড়িয়ে দিলুম তালাদ।

তালাদ। আমার মাইনে না বাড়িয়ে তোমার মদের মাত্রাটা কমিয়ে দাও রাজামশাই।

আনন্দ। কেন?

তালাদ। তালাদ রহিম আজ থেকে মাইনেও নেবে না, ডাকাতিও করবে না।

আনন্দ। তুই না করিস তোর বাবা করবে।

তালাদ। কথায় কথায় বাপ তুলিও না রাজামশাই। দুর্দ্দিনে চাকরি দিয়ে তুমি আমার যে উপকার করেছিলে, ষোল বছর ডাকাতি করে টাকা সোনা এনে তোমাদের মদ আর মেয়ে মানুষের খরচ জুগিয়ে সেই উপকারের দেনা অনেক দিন আগেই শোধ করে দিয়েছি। তোমার সঙ্গে আমার হিসেব-নিকেশ শেষ। হ্যাঁ, সেদিন যে বাবুটির কথা বলেছিনু, এসেছে।

আনন্দ। কোথায় সে?

তালাদ। বাইরে অপেক্ষা করছে।

আনন্দ। ডাক।

তালাদ। এস বাবুসায়েব।

লোকেশ আসিল।

লোকেশ। [যুক্তকরে নমস্কার করিল]

আনন্দ। ভারী সুন্দর। কি নাম তোমার?

লোকেশ। শ্রীলোকেশ রায়। আমি ক্ষত্রিয়।

আনন্দ। তালাদ বলছিল তোমার নাকি কেউ নেই?

লোকেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অপরূপা। এতদিন তবে ছিলেন কোথায়?

লোকেশ। স্রোতে ভাসা ফুলের মত ভেসে বেড়াচ্ছিলুম।

আনন্দ। লেখাপড়া, যুদ্ধবিদ্যা শিখলে কোথায়?

লোকেশ। লেখাপড়া শিখেছি অনাথ আশ্রমে, আর যুদ্ধ-বিদ্যা শিখিয়েছে তালাদ। যদি পরীক্ষা করতে চান—

আনন্দ। প্রয়োজন নেই। তালাদের কাছে তোমার সব পরিচয় পেয়েছি। আমি তোমাকে দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত করলুম।

তালাদ। তুমি ভাল চাকরী পেলে বাবুসায়েব! মন দিয়ে কাজ-কর্ম্ম কর। আমি গোলামিতে ইস্তফা দিলুম।

লোকেশ। চাকরী ছেড়ে কি করবি তালাদ?

তালাদ। তোমার জন্যে খোদা ভগবানের পায়ে মাথা খুঁড়ব বাবুসায়েব।

লোকেশ। কেন?

তালাদ। তুমি দেবতা হবে বাবুসায়েব। তোমার ছোঁয়ায় আমাদের রাজামশাই হবে মানুষ। ধনীরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে বাঁচবে। শাসনের চাবুক থেকে গরীবরা রেহাই পাবে। দেশের বুকে ফিরে আসবে শান্তি।

অপরূপা। তালাদ!

তালাদ। মহারানি, সেদিন মদ আসবে না, মেয়েমানুষ নাচবে না, ইয়ার-বন্ধু জুটবে না, টাকার ছিনিমিনি খেলা হবে না। বাউল বৈরাগীর গানে রাজপ্রাসাদ ভরে উঠবে—আপনার মুখে ফুটবে হাসি—আমার মা-জননী ফিরে পাবে তার হারানো মাণিক। গড়কাশিমপুরের মাটিতে নেমে আসবে শান্তির স্বর্গ। আর সেই স্বর্গের দুয়ারে বসে এই তালাদ রহিম গাইবে আপনাদেরই জয়গান।

আনন্দ। পাগলামি রেখে দলবল ঠিক করগে তালাদ, আজ রাত্রে রামনগর যেতে হবে।

তালাদ। তালাদ আর তোমার নুন খাবে না রাজামশাই।

আনন্দ। আমি তোকে গুলি করে মারব।

তালাদ। গুলির ভয় দেখিও না রাজামশাই। বন্দুক পিস্তলের আট দশটা গুলিকে তালাদ রহিম হজম করে ফেলেছে। তার প্রমাণ দেখছ তো গুলি খেয়ে তালাদ রহিম ডাকাতির মাল নিয়ে দোতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে এসেছে। দেনা শোধ হয়ে গেছে রাজামশাই—আর আমি তোমার পাপ কাজে সাহায্য করব না। চাবুকের ঘায়ে জুতোর তলায় পড়ে জানের ভয়ে আর তোমার পায়ে দোব না আমার সেলাম।

[প্রস্থান।

আনন্দ। তালাদকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করাও লোকেশ।

অপরূপা। পাপের বেসাতি বন্ধ কর মহারাজ। মানুষ হয়ে মানুষের সর্ব্বনাশ করো না।

আনন্দ। অনধিকার চর্চ্চা করো না রাণি—অন্তঃপুরে যাও,

তোমার ধর্ম্ম তুমি পালন কর। উপবাসে শুদ্ধমনে সাবিত্রী ব্রত করে যমের কাছে স্বামীর দীর্ঘায়ু কামনা কর। আমার কাজে বাধা দিয়ে স্বেচ্ছাচারিণী হয়ো না। পতিব্রতা সতীর মত চিরদিন যেমন আমার অন্যায় সহ্য করে আসছ—আজও সহ্য কর। তোমার অনুনয় মিনতি আর চোখের জল আমার পশুত্বকে লয় করে, মানবতাকে জাগিয়ে তুলতে পারবে না। তোমার মত আমার লক্ষ্য ধর্ম্ম নয়, অর্থ সম্পদ ভোগ আর বিলাস। [মদ্যপান]

টাকা লইয়া ভাগ্যধর আসিল।

ভাগ্যধর। মহারাজ, সমস্ত গয়নার দাম তিন হাজার সাতশো চুয়াত্তর টাকা। এই নিন। [টাকার তহবিল দিল, আনন্দ লইল]

স্মরণ সিং আসিল।

স্মরণ। আনন্দ—আনন্দ! এই যে ভাগ্যধর, ভাল আছ তো?

ভাগ্যধর। আপনি—

অপরূপা। দাদা! তুমি এসেছ? [পদধূলি লইল]

স্মরণ। ভাল আছ অপরূপা?

অপরূপা। আছি দাদা!

স্মরণ। তুমি মদ খাচ্ছ আনন্দ? [আনন্দ নিরুত্তর] আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন আনন্দ?

আনন্দ। তুমি বেঁচে আছ?

স্মরণ। তাহলে আমাকে দেখে তুমি খুশী হওনি আনন্দ?

আনন্দ। না—তুমি মরলেই আমি খুশী হতুম।

অপরূপা। তুমি কি বলছ মহারাজ?

আনন্দ। যা মনের কথা।

স্মরণ। [লোকেশকে বলিল] তুমি কে ?

ভাগ্যধর। মহারাজের নতুন দেওয়ান।

স্মরণ। তোমার নাম কি ?

লোকেশ। শ্রীলোকেশ রায়।

স্মরণ। [স্বগত] এই লোকেশ রায়! [প্রকাশ্যে] ভাগ্যধর, আসবার সময় তোমার নতুন বাড়ী দেখলুম। বেশ সুন্দর বাড়ী করেছ। ভগবানের দয়ায় তোমার অবস্থার উন্নতি হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত হলুম। ওঃ, তোমার কি কষ্টই না ছিল ভাগ্যধর! সারাদিন খেটেও দুবেলা পেট ভরে খেতে পেতে না।

অপরূপা। ভগবানের দয়ায় ওর অবস্থা ফেরেনি দাদা, ফিরেছে ডাকাতির মাল কিনে।

স্মরণ। ডাকাতির মাল!

অপরূপা। মহারাজ ডাকাত পুযে ডাকাতি করায়, আর উনি সস্তায় সেই মাল কিনে রাতারাতি ধনী হন।

স্মরণ। তুমি ডাকাত পুষে ডাকাতি করাও আনন্দ ?

লোকেশ। ইনি আপনার কাজের কৈফিয়ৎ নেবার কে মহারাজ ?

অপরূপা। ইনি গড়কাশিমপুরের রাজা—স্মরণ সিং।

লোকেশ। তাহলে মহারাজ ?

অপরূপা। ওঁর বন্ধু। গড়কাশিমপুরের পাশে পলাশ বাটীতে আমার স্বামীর জন্মস্থান। মহামারীতে ওর বাবা-মা একদিনে মারা যায়। বাল্যকাল হতে দাদার সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব ছিল। তাই দাদা ওকে রাজপ্রাসাদে আনে। দাদাই আমাদের বিয়ে দেয়। তার কিছুদিন পরে গয়নার লোভে দাদার দেহরক্ষী ভকত সিং অন্নপ্রাশনের

দিন রাজকুমারকে চুরি করে পালিয়ে যায়। ছেলের শোকে মহারাণী মারা যায়। পত্নী-পুত্রের শোক ভুলতে বন্ধুর হাতে রাজ্যভার তুলে দিয়ে দাদা যায় ভারত-ভ্রমণে। সে আজ বাইশ বছরের কথা।

আনন্দ। অপরূপার কথা সত্য নয় লোকেশ। স্মরণ সিং আমাকে রাজ্য বিক্রয় করে ভারত-ভ্রমণে যায়।

স্মরণ। আনন্দ!

অপরূপা। মহারাজ!

ভাগ্যধর। সে দলিলে আমি সাক্ষী আছি।

অপরূপা। আর—আর আমি আছি আপনার জালিয়াতির সাক্ষী।

স্মরণ। জালিয়াৎ—শয়তান—

আনন্দ। চিৎকার করে দলিলে তোমার হস্তাক্ষরকে তুমি মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে না স্মরণ সিং। ভাগ্যধরের কৌশলে আর আমার বুদ্ধির জোরে আজ আমি রাজা আর তুমি পথের ভিখারী।

স্মরণ। চোপরাও শয়তান! আমার হস্তাক্ষর জাল করে সুবাদারকে ঘুষ দিয়ে রাজ্যটা নিজের নামে করেছ বলে বুদ্ধির বাহাদুরিতে আর ববল বাজিও না। মনে রেখো—স্মরণ সিং মোঘল-সম্রাট সাজাহানের পরিচিত লোক। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর দিল্লীর দরবারে তাঁর প্রদত্ত রাজা উপাধি পত্র আজও আমার সঙ্গে আছে। আর আছে সম্রাটের দেওয়া আমার বীরত্বের পুরস্কার এই পিস্তল। সুবাদারের দরবারে এরাই প্রমাণ করবে তোমার জালিয়াতি। আমি শেষবার বলছি আনন্দ, জাল দলিল আমার হাতে তুলে দিয়ে অন্যায়ের ক্ষমা প্রার্থনা কর। নতুবা স্মরণ সিংয়ের আসল মূর্ত্তি দেখতে পাবে। কি চাও, শীঘ্র বল—আমার মেয়ে দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে।

অপরূপা। এতক্ষণ বলনি কেন দাদা? আমি তাকে নিয়ে আসছি।

[প্রস্থান।

ভাগ্যধর। আপনি আবার বিয়ে করেছেন নাকি?

স্মরণ। হ্যাঁ।

ভাগ্যধর। তাহলে স্ত্রীও সঙ্গে আছে?

স্মরণ। না, সে মৃতা।

সাবিত্রীর হাত ধরিয়া অপরূপা আসিল।

অপরূপা। দুয়ারে দাঁড়িয়ে কেন মা? প্রাসাদে এস—এ যে তোমারই ঘর-বাড়ী।

লোকেশ। [স্বগত] একি! সাবিত্রী!

অপরূপা। তোমার নাম কি মা?

সাবিত্রী। সাবিত্রী।

অপরূপা। তোমার শরীর কি ভাল নেই?

স্মরণ। না অপরূপা, সাবিত্রী সন্তানসম্ভবা।

লোকেশ। কুমারী মেয়ের সন্তান!

স্মরণ। সাবিত্রী কুমারী নয় লোকেশ, বিবাহিতা।

ভাগ্যধর। তাহলে সিঁথিতে সিঁদুর নেই কেন?

স্মরণ। নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে ফিরে পাবার আশায়—সাবিত্রী মা-ভগবতীর চরণে সিঁদুর মানৎ করেছে।

অপরূপা। জামাইয়ের কি নাম দাদা?

স্মরণ। লোকেশ্বর রায়।

লোকেশ। এ ওঁর মেয়ে নয় মহারাণি!

আনন্দ। তুমি একে চেনো লোকেশ?

লোকেশ। কোথায় যেন দেখেছি মহারাজ, মনে—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—ওকে দেখেছি ঢাকায় রূপের হাটে।

সাবিত্রী। বাবা!

লোকেশ। এ বারাঙ্গনা। বিশেষ কাজের জন্যে আমি সেদিন পথ দিয়ে আসছিলুম—আমাকে হাটের খরিদ্দার ভেবে ও অনেক ডাকাডাকি করেছিল। বলি দেহের বেসাতি ছেড়ে ভদ্রলোকের মেয়ে সেজে তুমি গড়কাশিমপুরে এসেছ পশার জমাতে? মহারাজ, পতিতাকে প্রাসাদ হতে দূর করে দিন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এ আপনার বন্ধুর কন্যা নয়, ভ্রষ্টা পতিতা বারাঙ্গনা।

স্মরণ। স্তব্ধ হ শয়তান! [লোকেশের গলার জামা ধরিল]

সাবিত্রী। বাবা!

স্মরণ। যাও শয়তান, ধর্ম্ম যদি থাকে তাহলে এর প্রতিফল একদিন পাবে। আনন্দ, আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি।

আনন্দ। ভ্রষ্টার হাত ধরে আমার প্রাসাদ হতে বেরিয়ে যাও স্মরণ সিং।

স্মরণ। [বজ্রকণ্ঠে] আনন্দময়! [পিস্তল ধরিল]

অপরূপা। দাদা! [পদতলে বসিল]

স্মরণ। অপরূপা! ছোটবোনটি আমার! পিতৃমাতৃহীনা তুই আমার মায়ের কোলে মানুষ হয়েছিলি। আমি তোকে আনন্দের জীবনে প্রতিষ্ঠা করে তোর সুখের ঘর বেঁধে দিয়েছিলুম। ওঠ বোন, আমি রাজ্য চাই না। আনন্দকে আমি ক্ষমা করলুম। [তুলিল] আনন্দ, রাজসিংহাসন আমি চাই না—শুধু তোমার প্রাসাদের এক কোণে আমি একটু আশ্রয় চাই।

আনন্দ। পাবে না।

স্মরণ। ভাগ্যধর, নিরাশ্রয়কে একটু আশ্রয় দাও।

ভাগ্যধর। আমি সংসার বেঁধে ধর্ম্মের নাম নিয়ে দিন কাটাই, ও পাপকে আমি ঘরে জায়গা দোব না। লোকেশের কথা শুনে মনে হচ্ছে—যাকে আপনি মেয়ে বলে পরিচয় দিচ্ছেন, ও মেয়ে নয়—আপনার রক্ষিতা।

[প্রস্থান।

স্মরণ। ভাগ্যধর!

সাবিত্রী। আর যে শুনতে পারি না বাবা! চরিত্রের অপবাদ আর যে সইতে পারি না। তুমি এখান থেকে চল বাবা। আশ্রয় না পাই গাছতলায় থাকবো।

লোকেশ। তোমার মত রূপবতীর আবার আশ্রয়ের ভাবনা কি? পাপের হাটে রূপের পণ্য সাজিয়ে বসগে। যৌবনের জৌলুষে কত রাজা-জমিদার খদ্দের জুটবে। আবার একটু নাচগান শিখলে মোঘল-সুবাদারের রংমহলে ডাক পড়বে। দুদিনেই নসীব ফিরে যাবে। মিথ্যা পরিচয়ে আর পাতানো সম্পর্ক নিয়ে তুমি লোক-সমাজে ঘর বাঁধতে পারবে না।

[প্রস্থান।

আনন্দ। যাও স্মরণ সিং, পাপিনীর হাত ধরে নরকে নেমে যাও। গড়কাশিমপুরে তুমি আশ্রয় পাবে না।

অপরূপা। আর অপমান কুড়িও না দাদা। সাবিত্রীকে নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ কর। তোমার মত মহতের আশ্রয়ের অভাব হবে না। যাও দাদা, ভাবছ কি?

স্মরণ। ভাবছি অপরূপা, আনন্দ এমন শয়তান হল কি করে?

যাকে আমি সহোদরের মত ভালবাসতুম—তোর মত শান্তশীলা স্নেহময়ীকে যার জীবনে প্রতিষ্ঠা করলুম, আজ সে এমন বেইমান হল কি করে? পিতামাতার অভাব—আশ্রয়হারার দুঃখ—অনাহারের বেদনা দূর করে যাকে আমি বন্ধু বলে বুকে আশ্রয় দিয়েছিলুম, আজ সে আমাকে নিরাশ্রয় করবে—একথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি অপরূপা। চল সাবিত্রি, গড়কাশিমপুরে আমাদের স্থান হবে না। আমার ভাগ্য মুখ ফিরিয়েছে—বন্ধু দ্বার বন্ধ করেছে—ভ্রাতৃতুল্য প্রজাগণ ভুলে গেছে তাদের জ্যেষ্ঠ সহোদরকে। [সাবিত্রীর হাত ধরিয়া অগ্রসর]

গীতকণ্ঠে বিনয় আসিল।

বিনয়। **গীত।**

আমি তোমা ভুলি নাই।
মনের বীণায় প্রভাত সন্ধ্যায় তব পুণ্য নাম গাই।
দীনের কুটিরে এসো গো দেবতা,
মুছাব তোমার বেদনার ব্যথা,
আঁখিজল ঢালি ধুয়ে দোব কালি, প্রীতিঘরে দোব ঠাই।

স্মরণ। তুমি কে?

বিনয়। আপনার প্রজা হরিসাধন রায়ের ছেলে, আমার নাম বিনয়। দিদিমণিকে নিয়ে আসুন মহারাজ।

আনন্দ। সাবধান বিনয়! আমার শত্রুকে আশ্রয় দিলে মরবে।

বিনয়। [অপরূপাকে দেখাইয়া] এই অভয়া মা থাকতে বিনয় আর মৃত্যুর ভয় করে না। আসুন মহারাজ।

আনন্দ। বিনয়!

বিনয়। বিনয় আপনার ফেলে দেওয়া কর্ত্তব্যই পালন করছে রাজা। আপনার আশ্রয়দাতা মহান্ দেবতাকে আপনারই পদতল হতে কুড়িয়ে নিয়ে অপমানের ধুলো ঝেড়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে ভক্তির মন্দিরে।

[প্রস্থান।

স্মরণ। যাবার সময় সতর্ক করে যাচ্ছি আনন্দ। প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে তুমি বিনয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে যেও না। তোমার ঐ নব নিযুক্ত দেওয়ানের কূট মন্ত্রণায় আপন স্বার্থরক্ষায় আমাকে দুনিয়া হতে সরিয়ে দিয়ে আমার এই স্নেহের দুলালীকে গ্রামছাড়া করার আগে একবার স্মরণ করো—এই স্মরণ সিংয়ের শক্তি। লোভের মোহে ধর্ম্ম হারিয়ে জালিয়াতিতে রাজ্য নিয়েছ, কিন্তু ক্রোধের পদাঘাতে যদি এই আগ্নেয়গিরিকে নড়িয়ে দাও, তাহলে তার অগ্নিস্রোতে তোমার জীবন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সাবধান।

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। আমার কথাও শুনে রাখুন রাজা, আজ লোকেশ রায়ের কথায় বারাঙ্গনা ভেবে যার চরিত্রে আপনি কলঙ্কের কালি ছিটিয়ে দিলেন, সংসারে যদি ধর্ম্ম থাকে, তাহলে তার শুভ্র আলোকে একদিন বুঝতে পারবেন, আমি কে?

[প্রস্থান।

অপরূপা। বলে যাও সাবিত্রি, তুমি কে? [গমনোদ্যোগ]

আনন্দ। [হাত ধরিয়া] বারাঙ্গনা।

অপরূপা। না। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি স্মরণদার কাছে যাব। জিজ্ঞাসা করব সাবিত্রী কে?

আনন্দ। স্মরণের সঙ্গে বুঝি তোমার গোপন প্রণয় ছিল অপরূপা?

অপরূপা। মহারাজ! [কর্ণে অঙ্গুলী দান]

আনন্দ। তাই আজ তাকে দেখেই প্রণয়-সমুদ্র একেবারে উথলে উঠেছে।

অপরূপা। বলো না—বলো না স্বামি, ও পাপ কথা মুখে এনো না। অপরূপা দ্বিচারিণী নয়।

আনন্দ। বিশ্বাস করব সেইদিন—যেদিন স্মরণ সিংকে বিস্মরণ হয়ে আমার সঙ্গে করবে তার মরণ-কামনা।

[প্রস্থান।

অপরূপা। না-না, আমি পারব না। উপকার ভুলে আমি তার মৃত্যু-কামনা করতে পারব না। ওগো স্বামি! এতবড় শাস্তি আমাকে দিও না। আমার নারীত্ব যাচাই করতে পরীক্ষার আগুনে তুমি আমার ভক্তি প্রীতি আর কৃতজ্ঞতাকে দগ্ধ করো না। আদেশ ফিরিয়ে নাও স্বামি। বিশ্বাস কর—অপরূপা মনে-প্রাণে তোমার।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

বিনয়ের বাড়ী।

[পৃথিবীর বুকে ভীষণ দুর্য্যোগ বহিতেছিল। ঝড় বৃষ্টি ও বজ্রপাতে পৃথিবী থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। ঘরের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যাইতেছিল।]

কালো বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া লোকেশ আসিল।

লোকেশ। ওঃ, ভীষণ দুর্য্যোগ! দুরন্ত ঝড়ের সঙ্গে মুষলধারে বারিপাত হচ্ছে—মুহুর্মুহুঃ বজ্র পতনে পৃথিবীটা থরথর করে কেঁপে উঠছে। এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যে গড়কাশিমপুরের বুক থেকে —কে? না, মানুষ নয়, ও ঝড়ের শব্দ। এই দুর্য্যোগে কেউ জেগে নেই। আমার অভীষ্ট সিদ্ধির পথ মুক্ত। ওই যে ঘরের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সাবিত্রী তাহলে জেগে আছে। [দ্বারে তিনবার টোকা মারিল]

নেপথ্যে সাবিত্রী। কে?

লোকেশ। [চাপা স্বরে] আমি।

নেপথ্যে সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। হ্যাঁ, দ্বার খোল সাবিত্রি।

দ্বার খুলিয়া সাবিত্রী আসিল।

লোকেশ। [সাবিত্রীর দুটি হাত ধরিয়া] আমাকে বিশ্বাস কর সাবিত্রি।

সাবিত্রী। তোমাকে কোনদিন অবিশ্বাস করিনি লোকেশ।

মনে পড়ে প্রথম যেদিন তুমি আমার ঘরে এসেছিলে, সেদিনও এমনি দুর্যোগ ছিল?

লোকেশ। হ্যাঁ—কাকীমার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমার গলায় ফুলের মালা দিয়েছিলে। তোমার গলায় মালা দিয়ে কাকীমার সামনে আমি শপথ করেছিলুম তুমি আমার স্ত্রী।

সাবিত্রী। তবে কেন আমাকে অগ্নি নারায়ণ সাক্ষী করে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে স্ত্রী বলে আমাকে গ্রহণ করলে না লোকেশ?

লোকেশ। কাকাবাবুর ভয়ে। তুমি বিশ্বাস কর সাবিত্রি।

সাবিত্রী। সাবিত্রীর সাধনাকে সত্য কর লোকেশ। মিথ্যা পরিচয় আর আমি বইতে পাচ্ছি না।

লোকেশ। কাল আমি তোমাকে শাস্ত্র মতে বিবাহ করব সাবিত্রি।

সাবিত্রী। সত্যি বলছ লোকেশ?

লোকেশ। তোমার মাথা ছুঁয়ে দিব্বি করছি। কি—তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না? ও—এখনও বুঝি অভিমান যায়নি? একি, তুমি কাঁদছ?

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। কেঁদো না সাবিত্রি! বিয়ে করে আমি তোমার সব কলঙ্ক মোচন করব। খোকা কেমন হয়েছে সাবিত্রি?

সাবিত্রী। তোমার মতই দুষ্টু হয়েছে। চোখে ঘুম নেই, কেবল দুষ্টুমি আর দুষ্টুমি।

লোকেশ। একবার—

সাবিত্রী। খোকাকে কোলে নেবে? একটু দাঁড়াও, আনছি।

[প্রস্থান।

লোকেশ। খোকা আমার মত দুষ্টু হয়েছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শিশুকে লইয়া সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। দুষ্টু ছেলে, বাপের কোলে উঠে এবার শান্ত হও।
[শিশুকে লোকেশের কোলে দিল]

লোকেশ। খোকার কি নাম রেখেছ সাবিত্রি?

সাবিত্রী। বিজয়।

লোকেশ। বাঃ, সুন্দর নাম হয়েছে।

সাবিত্রী। বাবাকে ডাকবো লোকেশ?

লোকেশ। না, থাক—রাত্রে আর তাকে বিরক্ত করো না। কাল সকালে আমি নিজে এসেই বিয়ের কথা বলব।

সাবিত্রী। আজই তুমি চলে যাবে?

লোকেশ। আমি তোমাকে বিবাহ করতে আসিনি সাবিত্রি।

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। এসেছি দুর্য্যোগের রাত্রে দুনিয়ার বুক হতে আমার কলঙ্কের চিহ্ন মুছে দিতে।

সাবিত্রী। কি বললে? খোকাকে—

লোকেশ। হত্যা করব।

সাবিত্রী। বাবা—বাবা!

লোকেশ। মর—মর হতভাগ্য শিশু।

সাবিত্রী। খোকা—খোকা—

লোকেশ। [শিশুকে ভূতলে আছাড় মারিল]

ঝড়ের বেগে তালাদ রহিম আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া শিশুকে তুলিয়া লইল।

লোকেশ। তালাদ রহিম!

তালাদ। [উঠিয়া] নিজের রক্তে গড়া সন্তানকে তুমি নিজের হাতে হত্যা করছো বাবুসায়েব। [শিশুকে সাবিত্রীর কোলে দিল]

লোকেশ। ও আমার সন্তান নয়—ও জারজ।

সাবিত্রী। লোকেশ!

তালাদ। বাবুসায়েব! [তালাদের ভয়াল কণ্ঠস্বরে লোকেশের বুক কাঁপিয়া উঠিল] তোমার কথা ফিরিয়ে নাও বাবুসায়েব! শয়তানি ছেড়ে মানুষ হও। রাজাবাবুকে জাগিয়ে তোল। আমি পুরোহিতকে ডেকে আনি। প্রতিবেশীদের সংবাদ দিই। সবার সামনে মন্ত্র পড়ে তুমি মা-লক্ষ্মীর সিঁথিতে সিঁদুর দাও। বৌ-ছেলে সঙ্গে নিয়ে নবগ্রামে ফিরে গিয়ে সুখে সংসার কর। কথা রাখ বাবুসায়েব।

লোকেশ। না।

তালাদ। তাহলে মা-লক্ষ্মীর ঘর ছেড়ে আমি তোমাকে যেতে দোব না বাবুসায়েব। তুমি অন্যায় করে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে, আর মা-লক্ষ্মী সারাজীবন লোক-সমাজের ঘেন্না কুড়ুবে কেন? ধর্ম্ম, ভগবান, মানুষ সবার কাছে তুমি রেহাই পেলেও আজ তালাদ রহিম তোমাকে ছেড়ে দেবে না।

লোকেশ। গায়ের জোরে তুই আমার মনকে বাধ্য করতে পারবি না তালাদ। সাবিত্রী কোনদিন আমার স্বীকৃতি পাবে না। [গমনোদ্যোগ]

স্মরণ সিং আসিল।

স্মরণ। তবে সাবিত্রীর স্বামী হয়ে সন্তানের জন্মদান করেছিলে কেন?

সাবিত্রী। বাবা!

স্মরণ। সাবিত্রীকে যদি পত্নী বলে স্বীকার করবে না, তবে দুর্যোগের রাতে তার ঘরে এসেছ কেন লোকেশ?

লোকেশ। আমার কলঙ্ক মুছে দিতে।

স্মরণ। লম্পট! শয়তান! আজ আমি তোমার শয়তানির শেষ করব।

সাবিত্রী। লোকেশকে আমি ক্ষমা করেছি বাবা।

স্মরণ। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। লোকেশকে আমি ভালবাসি। ওর দেওয়া অপমান অপবাদ আর উপেক্ষায় আমি ভেঙ্গে পড়িনি বাবা। আমরণ হাসি-মুখে আমি এ কলঙ্ক বয়ে বেড়াব, তবু লোকেশকে আমি অভিশাপ দিতে পারব না। তালাদ রহিম,—

তালাদ। মা-লক্ষ্মি!

সাবিত্রী। আজ তুমি আমার খোকার জীবন রক্ষা করেছ। আমার কাছে কথা দাও—লোকেশের হিংসার ছুরি হতে চিরদিন তুমি এমনি ভাবেই আমার খোকাকে রক্ষা করবে?

স্মরণ। কার হাতে সন্তানের জীবনভার তুলে দিচ্ছ মা? ও ডাকাত—লোকেশের চেয়েও শয়তান।

সাবিত্রী। বিশ্বের চক্ষে হয়তো তাই। কিন্তু আমার চক্ষে ও মানুষ। আমার দুঃখ ওর মহত্ত্বকে জাগিয়ে তুলেছে বাবা। আমার অপমান ওকে পাগল করেছে। আমার অশ্রু ভাসিয়ে দিয়েছে ওর দস্যুবৃত্তিকে। পিতার স্নেহ নিয়ে ও এসেছে আমার কলঙ্ক মোচন করে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আমাকে লোকেশের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে। এমন স্নেহময় মানুষ কখনও ডাকাত হতে পারে না বাবা।

তালাদ। তোমার বিশ্বাস আমি রাখব মা-লক্ষ্মি!

সাবিত্রী। তবে কথা দাও তালাদ।

তালাদ। আমি তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি মা-লক্ষ্মি! আজ হতে তালাদ রহিম তোমার সেবক, দেশের বন্ধু, আর এই বাবুসায়েবের ছেলে দাদাবাবুর গোলাম। দাদাবাবুকে আমি বুকে করে মানুষ করব। রাজাবাবু লেখাপড়া শেখাবে, আমি শেখাব যুদ্ধ-বিদ্যা। রূপে গুণে বিদ্যায় বীরত্বে দাদাবাবু যখন দেশের মাথার মণি হবে, তখন দেখব বাবুসায়েব, মা-লক্ষ্মী আর দাদাবাবুকে তুমি বৌ-ছেলে বলে স্বীকার কর কিনা?

লোকেশ। তোর এই আকাশকুসুম কল্পনা কোনদিন সত্য হবে না তালাদ। ওদের আমি কোনদিনই স্বীকার করব না। ছলে বলে অথবা কৌশলে যেমন করে পারি দুনিয়ার বুক থেকে আমার কলঙ্কের স্মৃতিচিহ্ন মুছে দিয়ে নতুন বিবাহ করে গড়কাশিমপুরে রচনা করব আমি সুখের সংসার।

[প্রস্থান।

তালাদ। তালাদ তোমার সুখের পথে কাঁটা ছড়িয়ে দেবে বাবু-সায়েব। মা-লক্ষ্মী বেঁচে থাকতে তোমাকে আর নতুন বৌ ঘরে আনতে দেবে না। [গমনোদ্যোগ]

সাবিত্রী। তালাদ রহিম!

তালাদ। বাবুসায়েবকে আমি তোমার মতই প্রাণ দিয়ে ভালবাসি মা-লক্ষ্মি; তাই আমি তার পাছে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াই। দিনরাত খোদার চরণে তার সুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু বাবুসায়েব মানুষ হল না। তোমাদের রক্ত নিতে বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠল। আমি আর ওর কাছে থাকব না মা-লক্ষ্মি। যতদিন না বাবুসায়েক

তোমাকে বৌ বলে স্বীকার না করে, ততদিন আমি থাকব মা তোমার জীবন ও ধর্ম্মের দ্বারে জাগ্রত প্রহরী। [গমনোদ্যোগ]

স্মরণ। তালাদ রহিম!

তালাদ। রাজাবাবু!

স্মরণ। লোকেশ হিন্দু, তুমি মুসলমান। তুমি দস্যু, লোকেশ শয়তান। লোকেশ লম্পট, তুমি উচ্ছৃঙ্খল। আমি জানতে চাই, লোকেশকে তুমি গড়কাশিমপুরে এনে প্রতারক আনন্দময়ের কাছে চাকরী করে দিয়েছ কেন? তোমার উদ্দেশ্য কি?

তালাদ। একদিন সেকথা জানতে পারবে রাজাবাবু! আমি বাবুসায়েবের বন্ধু নই—শত্রু।

স্মরণ। শত্রু!

তালাদ। আমি তার সর্ব্বনাশ করেছি রাজাবাবু! আমার জন্যে বাবুসায়েব—না-না, আমাকে মাফ করুন রাজাবাবু, আর আমি বলতে পারব না। বাবুসায়েব শুনলে দুঃখে পাগল হয়ে যাবে, মা-লক্ষ্মী ঘেন্নায় মুখ ফেরাবে, রাগের বশে তুমিও হয়তো আমাকে খুন করবে। বাবুসায়েবকে মানুষ না দেখে আমি মরতে পারব না। সত্যি কথা গোপন রেখে আমাকে তুমি বাঁচতে দাও রাজাবাবু—বাঁচতে দাও।

[প্রস্থান।

স্মরণ। আমার ধারণাই ঠিক সাবিত্রি। তালাদ রহিমই লোকেশকে শয়তান করেছে।

সাবিত্রী। না বাবা, নবগ্রামে তালাদ রহিমকে আমি কোনদিন দেখিনি। শুধু বাবা আর লোকেশের মুখে ওর দস্যুতার কথাই শুনেছি। তালাদের উপর বিশ্বাস হারিও না। ভুল করে লোভে

পড়ে কিম্বা দায়গ্রস্ত হয়ে যে পাপ ও করেছে, চোখের জলে সে পাপ ওর ধুয়ে গেছে বাবা। দস্যু তালাদ আজ সত্যিকারের মানুষ। সংশয় দূর কর বাবা। হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে ওকে তোমার প্রীতির কোলে টেনে নাও।

স্মরণ। নোব মা। তালাদকে আমি আর অবিশ্বাস করব না। তোমাকে সৌভাগ্যের আসনে প্রতিষ্ঠা করতে লোকেশের অত্যাচারও আমি মুখ বুজে সহ্য করব। তুমি আমার ব্যথিত জীবনের সান্ত্বনা। বাইশ বছর ভারতের তীর্থ পর্য্যটন করে যে দুঃখ আর শোকের জ্বালা আমার শীতল হয়নি, তোমাকে পেয়ে সে জ্বালা আমার জুড়িয়ে গেছে। তোমার পিতা তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, আমি তোমাকে মেয়ের মত চিরদিন আমার স্নেহের বুকে রেখে দোব মা। আমার সাধনা তোমাকে সৌভাগ্যবতী করবে। আমার শিক্ষায় দীক্ষায় তোমার পুত্র মানুষ হবে। বাইশ বছর পরে বীরত্বের শক্তিতে আনন্দ রায়কে প্রতারণার শাস্তি দিয়ে গড়কাশিমপুরের রাজসিংহাসনে বসাব আমার দৌহিত্র বিজয় রায়কে।

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। বাইশ বছর পরে আমার বিজয় রাজা হবে। আমি হবো রাজমাতা। রাজপ্রাসাদে থাকবো—কত সম্মান পাব—কত উপঢৌকন আসবে। আনন্দের নহবৎ বাজবে, দেউলে জ্বলবে সুখের প্রদীপ, গড়ের কামান করবে শক্তির ঘোষণা। নব নৃপতির জয়গানে মুখরিত হবে আকাশ বাতাস। আর পুত্রের গৌরবে আমি—

নেপথ্যে। [অট্টহাসি]

সাবিত্রী। ওকি! আমার সুখের কল্পনাকে পদাঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে সমাজ ধর্ম্ম ও সংস্কার বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসছে। ওগো সমাজ,

তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করে আমি ভুল করেছি। ওগো সংস্কৃতি, তোমাকে অগ্রাহ্য করে গোপনে লোকেশকে স্বামিত্বে বরণ করে আমি তোমার অমর্য্যাদা করেছি। ওগো ধর্ম্ম, তোমাকে বিস্মৃত হয়ে কুমারী-জীবনে আমি পুরুষকে আত্মদান করেছি, তোমরা আমাকে অভিশাপ দাও, আমার সন্তানকে ক্ষমা কর। আমি রাজ-মাতা হব না, অপরাধীর মত চিরদিন অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থাকব, চোখের জলে করব আমার মহাভুলের প্রায়শ্চিত্ত।

[প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য ;

ভাগ্যধরের বাড়ী।

খাতাহস্তে অমৃত আসিল।

অমৃত। বাইশ বছরে দুনিয়ার অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হল, কিন্তু কেরানীর ভাগ্যের রং আর বদল হল না। সেই সকাল হতে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কলম পেষা—মনিবের দাঁত খিঁচুনি খাওয়া—অভাবের কামড় আর বাড়ীতে গিয়ে গিন্নীর কাংস-কণ্ঠের হুঙ্কার শোনা। ঘরে গিন্নীর মনস্তুষ্টি আর বাইরে মনিবের খোসামোদ। স্বাধীনতার নাম গন্ধ নেই। কেবল পরাধীনতার ঠোক্কর। মন চায় সত্য পথে চলতে, কিন্তু সংসার আর চাকরী সাজায় মিথ্যেবাদী। দেখা যাক্ ঠোক্কর খেতে খেতে কেরানীর জীবন কোথায় গিয়ে শেষ হয়। তাইতো, মনিব-কন্যা কোথায় গেলেন? জানি না হিসেবের খাতা নিয়ে তীর্থের কাকের মত আর কতক্ষণ তার পথ চেয়ে থাকব? [খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল]

গুণবতী আসিল।

গুণবতী। বাবা! বাবা!

অমৃত। [নমস্কার করিয়া] আজ্ঞে, তিনি কানাই সামন্তকে ভিটেছাড়া করতে গেছেন।

গুণবতী। [কক্ষমধ্যস্থিত আসনে বসিয়া] টাকা ধার নিয়ে কে

দিতে পারে না তাকে সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে পথেই নামতে হয়।

অমৃত। আজ্ঞে, হিসেব মত কানাই সামন্ত তার দেনা পরিশোধ করেছিল। বিজয়কে সাহায্য করার জন্যে মিথ্যে করে বাবু তাকে—

গুণবতী। থামুন—

অমৃত। আজ্ঞে—

গুণবতী। বিজয়ের নাম আমার কাছে করবেন না।

অমৃত। আজ্ঞে, সে যে নাম করার মতই ছেলে।

গুণবতী। তাহলে মনে মনে তার নাম জপ করবেন। আমার সামনে তার নাম উচ্চারণ করলে আপনারই ক্ষতি হবে। বিজয় আমাদের শত্রু।

অমৃত। জানি।

গুণবতী। কি জানেন?

অমৃত। রাজার কাছে ঘুষ নিয়ে আপনার বাবা স্বাক্ষর জাল করে বিজয়ের দাদু স্মরণ সিংকে ভিখারী সাজিয়েছেন। ভবিষ্যতে বিজয় কিম্বা স্মরণ সিং এই জালিয়াতি প্রমাণ করলে আপনাদের সর্ব্বনাশ হবে। এইজন্য আপনার বাবা আজ বাইশ বছর তাদের ধ্বংস করবার অনেক চেষ্টা করছেন। কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

গুণবতী। আপনি আমার বাবাকে উপহাস করছেন?

অমৃত। আজ্ঞে না, শাস্ত্রের কথা বলছি।

গুণবতী। শাস্ত্রের কথা বলবার জন্যে আপনাকে রাখা হয়নি।

অমৃত। আজ্ঞে না, চক্রবৃদ্ধিহারে টাকার সুদ কষে ছয়কে নয় করে তেজারতি ব্যবসার খতিয়ান লেখবার জন্যেই দয়া করে এই অমৃত ঠাকুরকে চাকরী দিয়েছেন।

গুণবতী। হ্যাঁ, আপনার কাজ দশএর পাশে শূন্য বসিয়ে আমাদের আয় বৃদ্ধি করা। আলোক দাশের দেনার হিসেব কি করেছেন দেখান।

অমৃত। এই যে দেখুন। [খাতা খুলিয়া দেখাইল]

গুণবতী। এ কি! এ ভাবে সুদ কষেছেন কেন?

অমৃত। আজ্ঞে, সুদ কষার আর্য্যা-অনুযায়ী ঠিকই কষেছি।

গুণবতী। ঠিককে বেঠিক করেননি কেন?

অমৃত। আজ্ঞে, সাদা কাগজে কালি চাপিয়ে আলোক দাশের জীবনে অন্ধকার ডেকে আনতে আমার হাত কেঁপে উঠল, তাই বেঠিক করতে পারিনি।

গুণবতী। অত ধর্ম্মভয় যদি, তবে চাকরী করতে এসেছেন কেন?

অমৃত। আজ্ঞে, পেটের জ্বালায়।

গুণবতী। মনিবের মন না জোগালে পেটের জ্বালা মিটবে না। যান—যা বলেছিলুম, তাই করে আসুন; নইলে আমি আজই আপনাকে ছাঁটাই করব।

অমৃত। আপনার হাতে ধরি—টাকার লোভে আলোক দাশের আলো নিভিয়ে দেবেন না।

গুণবতী। আপনি করবেন কিনা আমি জানতে চাই!

অমৃত। আজ্ঞে, করছি। তবে একটা অনুরোধ—

গুণবতী। বলুন।

অমৃত। গরীবের কিছু বেতন বৃদ্ধি করুন।

গুণবতী। বেতন বাড়বে না।

অমৃত। আজ্ঞে, এতে যে সংসার চলে না।

গুণবতী। আপনার সংসার চলবে কি না আমি তা দেখবো না; আমি দেখবো আমার আয়। আপনার অসুবিধা হয় আপনি চাকরী ছেড়ে দিতে পারেন। আপনার মত কত বেকার একটা চাকরীর জন্যে কুকুরের মত ধনী মালিকদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তোষামোদ করছে, টাকা থাকলে আপনার মত চাকরের অভাব হবে না।

অমৃত। আজ্ঞে হ্যাঁ, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না, যুগে যুগে ধনী মালিকরা এই কথাই বলে এসেছেন।

গুণবতী। যান, খতেন ঠিক করে আনুন।

অমৃত। আজ্ঞে—আনছি। আপনি ততক্ষণ একমনে নিজের খতেনটা হিসেব করে ফেলুন।

গুণবতী। আমার খতেন মানে?

অমৃত। জীবন-খাতার জমা খরচের খতেন। ওটা নিজেকেই দেখতে হয়। তাই বলছি—ব্যবসায়ী খতেনে আমি দেখি আপনার আয় ব্যয়, আর জীবন-খতিয়ানে আপনি দেখুন আপনার দেনা-পাওনার হিসাব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গুণবতী। আমার দেনা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অমৃত। আমার কথা উপহাসে উড়িয়ে দেবেন না মনিবকন্যা। একান্তে বসে একমনে একটিবার জমা খরচের ঘরে ঠিক দিয়ে দেখুন জীবনের বেচা-কেনার ব্যবসায় কি হল, লাভ না লোকসান।

[প্রস্থান।

গুণবতী। লোকটা পাগল নাকি? আমাকে বলে লাভ লোকসানের হিসাব দেখতে। ধনীর মেয়ে আমি—সুখশান্তি আনন্দে আমার জীবন পরিপূর্ণ। [প্রাসাদ পার্শ্বস্থ বৃক্ষে কোকিল ডাকিয়া উঠিল] ওই কোকিল

ডাকছে। কুহুস্বরে ধরার মানুষদের জানিয়ে দিচ্ছে ঋতুরাজের আগমন বার্ত্তা। [পুনঃ কোকিল ডাকিল]

গুণবতী। গীত :

(মোর) যৌবন ফুলবনে ফাগুন এল।
পরাণ পাপিয়া বিরহে দহিয়া পথ চেয়ে বলে চোখ গেল।
মাতাল ফাগুন বুকে আগুন জ্বালায়,
মরম ময়ূর নাচে মিলন আশায়,
মোর ফুল বাগিচায় বৃথা মধু ঝরে যায়,
অলি প্রিয়তম ভালবাসা মম কার মধুলোভে ভুলে গেল।

খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। অলি এসেছে ফুলরাণি!

গুণবতী। ফুল তো এখনও রাণী হয়নি কুমার, আজও যে সে কুমারী।

খুশীলাল। কিন্তু মধুর লোভে মত্ত অলি এসেছে ফুলকুমারি।

গুণবতী। অলিকে আজ শূন্য হাতেই ফিরে যেতে হবে।

খুশীলাল। মনের পিপাসা কবে মিটবে ফুলকুমারি?

গুণবতী। বর হয়ে ফুলকুমারীর বরমাল্য নিয়ে রাজকুমার যেদিন তাকে রাণী করবে।

খুশীলাল। সেদিন আর বেশী দূরে নয় ফুলকুমারি। বসন্ত এসেছে, ফুলে ফুলে প্রজাপতি রং ছড়াচ্ছে, প্রকৃতির বীণায় বেজে উঠেছে ঋতুরাজের নৃত্যছন্দ, মধুমাসের মধুলগ্নে নহবতে এবার আমাদের মিলন-রাগিণীও বেজে উঠবে।

গুণবতী। সত্যি বলছ কুমার?

খুশীলাল। সত্যি। মা পাগল হয়ে না গেলে পিতা সামনের লগ্নেই বিয়ের স্থির করতেন।

গুণবতী। মহারাণী পাগল হয়ে গেছেন!

খুশীলাল। হ্যাঁ, গুণময় কোথা?

গুণবতী। কে জানে! কোন গাঁজা গুলির আড্ডায় হয়তো বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে, আর না হয়—বিজয়ের সঙ্গে কোলাকুলি করছে। জিজ্ঞাসা করি কুমার, একটা পতিতার ছেলেকে বন্ধু বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে তোমাদের লজ্জা হয় না? যার নাম উচ্চারণ করতে ঘেন্না হয়, মহারাণী তার সঙ্গে চান রাজকন্যার বিয়ে দিতে? আমি হলে তার সঙ্গে আত্মীয়তা ত দূরের কথা—তার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াতাম না।

বই বগলে নির্ম্মাল্য আসিল।

নির্ম্মাল্য। অত অহঙ্কার করিসনি দিদি—টিকবে না।

গুণবতী। দেখ নির্ম্মাল্য, ছেলে মুখে বড় কথা বলবি তো মার খাবি।

নির্ম্মাল্য। বড় কথা আমি বলিনি দিদি—বইয়ে লেখা আছে।

গুণবতী। কি লেখা আছে?

নির্ম্মাল্য। গীত:

অহঙ্কারের পতন আছে, পাপের আছে ক্ষয়।
বলছে কবি সমস্বরে মিথ্যার হয় না জয়।
ধন-অর্থের অহঙ্কারে,
মানুষকে যে ঘৃণা করে,
সত্য শিবের অভিশাপে দর্প তাহার হয় যে লয়।

গুণবতী। কবির কথা মিথ্যা।

নির্ম্মাল্য। মিথ্যা! বইয়ে যা লেখা আছে, গুরুমশাই যা বললেন, সব মিথ্যা?

খুশীলাল। দিদিকে অপমান করতে নেই নির্ম্মাল্য।

নির্ম্মাল্য। আমি অপমান করিনি কুমার। বইয়ে যা পড়ি, আমি তাই করতে চাই। কিন্তু দিদি করতে দেয় না।

গুণবতী। বল মিথ্যাবাদি, তোকে আমি কোন কাজ করতে দিইনি?

নির্ম্মাল্য। সেদিন পড়ছিলুম—'অন্ধজনে দয়া কর।' এমন সময় এক অন্ধ ভিখারী দুয়ারে এসে ভিক্ষে চাইলে। আমি তোমায় ভিক্ষা দিতে বলায় তুমি বললে—অন্ধকে তাড়িয়ে দিয়ে দুয়ার বন্ধ করে দেগে।

গুণবতী। ঠিকই বলেছিলুম। আর আমি যা বলব, তোকে তাই করতে হবে।

নির্ম্মাল্য। না। আমি যা পড়ব, তাই করব। তোর কথা শুনব না। [প্রস্থান।

গুণবতী। না শুনলে পিঠের চামড়া তুলে নোব। মা বেঁচে নেই, আমার কাছে আদর চলবে না।

খুশীলাল। আমাকে আদর করবে তো গুণবতি?

গুণবতী। করব—বিজয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ করলে।

খুশীলাল। বিজয়কে আমি ত্যাগ করেছি গুণবতি!

গুণবতী। কবে?

খুশীলাল। স্মরণ সিং যুদ্ধে যাবার পর। শুধু আমি নয়, হাসিকেও আর মিশতে দিই না।

গুণবতী। শুনে সুখী হলুম কুমার!

গুণময় আসিল।

গুণময়। গুণবতি! গুণবতি! আরে হবু ভগ্নীপতি যে!! নমস্কার। তা এ বাড়ী হতে গুণবতীর বিদেয়-বাজনা কবে বাজছে বন্ধু?

খুশীলাল। খুব শীগগির গুণময়।

গুণবতী। তোমাকে বিদেয় না করে আমি বিদেয় হব না দাদা।

গুণময়। দেখছো খুশীলাল, তোমার বাগ্‌দত্তা আমার গুণবতী বোনের গুণের বহরটা একবার দেখছ? কান ভাঙানীতে বাবাকে দিয়ে দাদাকে ত্যাজ্যপুত্র করে বোন যাবে শ্বশুর-বাড়ী। বুঝতে পারছো, গুণবতী আমার সুভদ্রা বোন নয়—কুটকুটে কুটিলা।

গুণবতী। দাদা!

গুণময়। মাকাল ফল দেখেছ খুশীলাল? দেখতে সুন্দর, কিন্তু তার ভেতরে বিষ। ভুল করে মুখে দিলেই একেবারে গোকুল অন্ধকার। সরে যাও খুশীলাল, ওই কুটকুটে বিচুটি পাতা গায়ে লাগলে জ্বলে জ্বলে মরবে।

খুশীলাল। গুণময়,—

গুণবতী। আমি বিচুটি মাকাল ফল আর তুমি কি?

গুণময়। গুণময়। আমার গুণ—

গুণবতী। থাক্। আর গুণের বর্ণনা করতে হবে না। এখুনি বাড়ী থেকে বেরোও।

গুণময়। উঁহুঃ! "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"।

খুশীলাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, গুণময় খুব রসিক গুণবতি।

গুণবতী। ও নির্গুণ বায়স।

গুণময়। আর তুই গুণবতী কোকিলা। তোর কণ্ঠের মিষ্টিস্বরে জগৎ মুগ্ধ না হলেও আমার বন্ধু খুশীলাল মুগ্ধ হয়।

খুশীলাল। সত্যি গুণময়।

গুণময়। তুমি তাহলে মুগ্ধচিত্তে গুণবতীর গুণকীর্ত্তন কর বন্ধু। হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা শুনে রাখ। তিন নিয়ে জগৎ। সত্ব রজঃ তমঃ। আমার বোন গুণবতী তমোগুণে পরিপূর্ণা—মানে ওর মন অন্ধকারাছন্ন।

গুণবতী। হোক, তাতে তোমার কি? তুমি আমার দোষগুণের বিচার করবার কে?

গুণময়। আমি তোর পূজনীয় দাদা।

গুণবতী। আমি তোমাকে দাদা বলে মানি না।

গুণময়। আমাকে না মানিস, আমার একটা কথা অন্ততঃ মানিস।

খুশীলাল। কি কথা গুণময়?

গুণময়। তোমায় বলিনি বন্ধু। অবশ্য আজ সেকথা তোমারও শুনে রাখা দরকার।

খুশীলাল। তোমার ভাল কথা শোনবার আমার অবসর নেই গুণময়; কাছারিতে কাজ আছে। আমি আসি গুণবতি।

গুণবতী। আবার কবে আসবে কুমার?

খুশীলাল। যেদিন বিয়ের ফুল ফুটবে, সেইদিন।

[প্রস্থান।

গুণময়। তোমার বিয়ের ফুল আর ফুটবে না বন্ধু।

গুণবতী। আজ তুমি গাঁজা-টাঁজা খেয়েছ নাকি?

গুণময়। না গুণবতি, নেশা আমার কাছে হারাম। সত্যি

বলছি, তোদের মত আমার কোন নেশা নেই। মানে আমি তোদের মত দিনরাত নেশার ঝোঁকে বুঁদ হয়ে থাকি না।

গুণবতী। কী—আমি নেশায় দিনরাত বুঁদ হয়ে থাকি?

গুণময়। হ্যাঁ, টাকার নেশায়।

গুণবতী। দাদা!

গুণময়। হ্যাঁ, যে কথাটা বলছিলুম, বলি শোন। গুণবতি, কথাটা যদি মনে না থাকে, তাহলে দেওয়ালের গায়ে লিখে রাখ। শোন—

মারলে মার খেতে হয় কাঁদালে হয় কাঁদতে;
অপমানে ঠেলবি যাকে তাকেই হবে সাধতে।

গুণবতী। আমি দেশবিখ্যাত ধনীর মেয়ে, আমাকে মারবে কে?

গুণময়। হাতীকে মশা কে ষে—সেই নিয়তি।

গুণবতী। নিয়তিকে আমি ভয় করি না।

গুণময়। করবি কি করে? তুই তো মানবী নোস—বাঘিনী।

গুণবতী। দেখ দাদা, যা-তা বললে ভাল হবে না বলছি।

গুণময়। বাবা যার সুদখোর কসাই, বোন যার হিংসাময়ী পাষাণী, তার ভাল কস্মিন কালেও হয় না।

ভাগ্যধর আসিল।

ভাগ্যধর। কি বললি কুলাঙ্গার?

গুণময়। আমি কুলাঙ্গার, আর তুমি বুঝি কুলের গৌরব বাবা? বুকে হাত দিয়ে বল দেখি—পিতৃ-পিতামহের কুলকে অঙ্গার করেছে কে? আমি না তুমি?

গুণবতী। দাদা, বাবাকে তুমি অপমান করছ?

গুণময়। যে বাবা ছেলের আদর্শকে গলা টিপে মারে, সে বাপ কখনও ছেলের কাছে সম্মান পায় না গুণবতি।

ভাগ্যধর। কি বললি? আমি তোর আদর্শকে—

গুণময়। হত্যা করেছ। আমার সরল মনকে দুর্নীতির পথে চালিত করতে না পেরে আমাকে বঞ্চিত করেছ পিতৃস্নেহ হতে। মানুষের বুকে শয়তানির ছুরি বসিয়ে আমি তোমার অর্থের প্রাচুর্য্য বৃদ্ধি করতে পারিনি বলে পদাঘাতে তুমি আমাকে আবর্জ্জনার মত কোণঠাসা করে রেখেছ। তোমার ঘৃণার পদাঘাত আমাকে করেছে পিতৃদ্রোহী।

ভাগ্যধর। আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র করব কুলাঙ্গার। বেরিয়ে যা—এখনি বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে।

গুণময়। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করবে বাবা? কিন্তু আমি তোমাকে ত্যাগ করবো না।

ভাগ্যধর। তার মানে?

গুণময়। ছিনে জোঁকের মত আমি তোমার রক্ত চুষে কানাই সামন্তের মত সর্ব্বহারাদের জীবন রক্ষা করব।

ভাগ্যধর। গুণময়!

গুণবতী। বাবা, আজ তুমি রাজাকে বলে দাদাকে ত্যাজ্যপুত্রের দলিল তৈরী কর।

গুণময়। গুণবতি, অথান্ত ভেবে—

আজ যারে কচ্ছিস অবহেলা,
একদিন তাকেই করতে হবে জপমালা।

নেপথ্যে বিজয়। গুণময় বাড়ী আছ?

গুণময়। আছি—এস।

বিজয় আসিল।

গুণময়। আরে, বিজয় যে! সমাজের গণ্ডী ভেঙে তুমি যে হঠাৎ সহকারী সমাজপতির বাড়িতে ঢুকে পড়লে? পালাও,—পালাও, ছোঁয়া লেগে সমাজপতির জাত যাবে হে।

বিজয়। আমি তোমার বাবার কাছে এসেছি গুণময়!

ভাগ্যধর। আমার অনুমতি না নিয়ে তুমি বাড়ীতে এসেছ কেন?

বিজয়। বড় বিপদে পড়ে এসেছি।

গুণময়। কি বিপদ বিজয়?

বিজয়। খাজনার জন্যে পাইকরা বড্ড গালাগালি করছে। দাদু যুদ্ধে গেছে। তালাদ বাড়ী নেই। গড়কাশিমপুরে—[ভাগ্যধরকে বলিল] আপনি ছাড়া গহনা বন্ধক রেখে আর কেউ টাকা ধার দেয় না। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি—আপনি এই [একটি হার বাহির করিয়া] হারটা বন্ধক রেখে যদি আমাকে পঁচিশ টাকা দেন, তাহলে বড্ড উপকার হয়।

গুণবতী। বেশ্যার হার আমরা স্পর্শ করব না।

বিজয়। গুণবতি!

গুণময়। গুণবতীর গুণের অন্ত নেই বিজয়!

বিজয়। দয়া করে আমাকে বিপদ হতে রক্ষা করুন।

গুণবতী। বাবা, চাকর ডেকে এই ছোটলোকটার ঘাড় ধরে পথে নামিয়ে দিয়ে বলে দাও, বেশ্যার ছেলে হয়ে ও যেন কোনদিন কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে প্রবেশ না করে।

বিজয়। চাকর ডাকতে হবে না গুণবতি, আমি নিজেই যাচ্ছি।

ভাগ্যধর। যেতে হবে না, হার দাও।

বিজয়। আপনি হার বন্ধক রেখে আমাকে টাকা দেবেন?

ভাগ্যধর। হ্যাঁ, হার দাও। [বিজয় হার দিল, ভাগ্যধর লইল]

গুণময়। বাঃ, মুক্তোর মালা!

ভাগ্যধর। আসল নয়—নকল মুক্তো।

বিজয়। আপনি ভাল করে দেখুন, ও নকল মুক্তো নয়।

গুণময়। ভবের হাটে যে নিজে নকল, সে আসল চিনবে কি করে বিজয়?

ভাগ্যধর। জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দোব শূয়ার।

গুণময়। তবু গুণময়ের মুখ স্পষ্ট বলতে ছাড়বে না বাবা। হার নিয়ে চলে এস বিজয়, আমি টাকা দোব। হস্তাক্ষর জাল করে দেব-তুল্য মহারাজকে যে ভিখারী সাজাতে পারে, তার কাছে দয়া মেলে না বিজয়—মেলে শুধু প্রতারণার কশাঘাত। চলে এস বিজয়।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

গুণবতী। এই ছোটলোকের সঙ্গে মিশে তুমিও ছোটলোক হয়ে গেছ দাদা।

গুণময়। ঠিক বলেছিস গুণবতি! যদি পারিস, তুইও আমার মত এই ছোটলোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব কর। এর ছোঁয়ায় তোর ছোট মন বড় হবে—মরা গুণ জেগে উঠবে—মন হবে অমূল্য মাণিক। সংসারে যদি বড় হতে চাস গুণবতি, তাহলে এই ছোটলোকের পায়ে নত হয়ে ছোট হ।

[প্রস্থান।

গুণবতী। তুমি জন্ম জন্ম হও দাদা! ছোটলোককে আমি ঘৃণা করি।

বিজয়। হার ফিরিয়ে দিন।

ভাগ্যধর। হার পাবে না। [গমনোদ্যোগ]

বিজয়। পাব না কেন?

ভাগ্যধর। নকল হার দিয়ে প্রতারণার জন্য আমি তোমাকে শাস্তি দোব।

বিজয়। হার দিন। [হাত ধরিল]

ভাগ্যধর। বিজয়!

বিজয়। মিষ্টি কথায় বলছি, আমাকে ঠকিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন না—হার দিন।

ভাগ্যধর। না।

বিজয়। তাহলে আপনার প্রতারণা করা হাত দুখানা আমি ভেঙে গুঁড়িয়ে দোব। [জোর করিয়া হার কাড়িয়া লইল]

গুণবতী। এর শাস্তি কি জানো?

বিজয়। জানি—অত্যাচার, উৎপীড়ন। রাজা আর দেওয়ানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তোমার বাবা আমাদের অনেক শাস্তি দিয়েছে। আমাদের সমাজে একঘরে করার জন্যে বিনা চিকিৎসায় বিনয় মামার স্ত্রী-পুত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেছে। দুর্নাম কলঙ্ক আর অপবাদ সইতে না পেরে আমার মা আজ বাইশ বছর অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আছে। দাদু কাছে ছিল, কিন্তু ভাগ্য তাকেও পাঠিয়ে দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে।

ভাগ্যধর। ভগবান আমাদের আশা এতদিনে পূর্ণ করেছেন। সুজার সঙ্গে মীরজুমলার তুমুল সংঘর্ষ বেধেছে। প্রতিদিন শত শত সৈন্য রণাঙ্গনে মৃত্যুবরণ করছে।

গুণবতী। স্মরণ সিং-এর মৃত্যু-সংবাদ গড়কাশিমপুরে পৌঁছবার

সঙ্গে সঙ্গে তালাদকে বন্দী করে এই শত্রুকে তুমি শেষ করবে বাবা।

বিজয়। তোমাদের হাতে আমার মরণ নেই গুণবতি। রাজা দেওয়ান আর তোমার বাবা হিংসার কাঁটা ছড়িয়ে আমার অগ্রগতির পথ রোধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেননি। দাদুর আদর্শ মাথায় নিয়ে সবার দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে আমার অগ্রগতি আজ সগৌরবে এগিয়ে চলেছে জয়ের পথে। অত্যাচারের পায়ে আমি কোনদিন মাথা নত করিনি, আজ প্রতারকের কাছেও হার মানবো না। জালিয়াতের পদপ্রান্তে পড়ে ভিক্ষা চাইব না দয়া আর অনুগ্রহ।

গুণবতী। তবে টাকার জন্যে আমাদের দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছ কেন?

বিজয়। অর্থ ভিক্ষা করতে আসিনি গুণবতি, এসেছি অলঙ্কারের বিনিময়ে অর্থ ঋণ নিতে।

গুণবতী। দূর হয়ে যা অস্পৃশ্য কুকুর।

বিজয়। কুকুরের স্পর্শে তোমার প্রাসাদ অপবিত্র হয়েছে গুণবতি! গঙ্গাজল দিলে সে আবার পবিত্র হবে। কিন্তু কুকুরের নিঃশ্বাসে তোমার দেহের পবিত্রতা যে নষ্ট হয়েছে, তাকে পবিত্র করতে তোমার সামনে ফেলে যাচ্ছি আমার দুই চোখের দুই ফোঁটা ব্যথার অশ্রুজল।

[প্রস্থান।

গুণবতী। চোখের জল নয় বিজয়, আমি তোমার রক্ত চাই। বাবা, বিজয়ের নামে রাজার কাছে অভিযোগ কর। আমি মামার বাড়ী হতে ফিরে এসে যেন দেখতে পাই বিজয় মৃত্যুর শৃঙ্খলে বন্দী। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভাগ্যধর। আজ যাচ্ছিস, কবে ফিরবি গুণবতি?

গুণবতী। পরশু ফিরে আসবো।

ভাগ্যধর। অনেক দূর পথ—সঙ্গে লোকজন নিয়ে যাবি তো?

গুণবতী। না। শুধু শিবিকার বাহকরা থাকবে।

ভাগ্যধর। অন্ততঃ নির্ম্মাল্যকে সঙ্গে নিয়ে যা মা।

গুণবতী। কাউকে দরকার নেই বাবা, আমি একাই যাব। হ্যাঁ, ফিরে এসে যেন বিজয়ের ছিন্নশির দেখতে পাই।

[প্রস্থান।

ভাগ্যধর। বিজয়কে বন্দী করবো গুণবতি! তাকে হত্যা করে আমি দুর্ভাবনা হতে মুক্ত হবো। সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক, লোকচক্ষে বিজয় স্মরণ সিং-এর দৌহিত্র। স্মরণ সিং যদি রণস্থলে না মরে, তাহলে গড়কাশিমপুরের প্রজারা তাকে মাথায় তুলে নেবে। বিজয় জীবিত থাকলে একদিন প্রজাশক্তিবলে আনন্দময়কে পরাজিত করে সুবাদারের দরবারে প্রমাণ করবে আমার জালিয়াতি। ভাগ্যধর, শত্রুধ্বংসের সহজ পথ আবিস্কার কর। [গমনোদ্যাগ]

ব্যস্তভাবে অমৃত আসিল।

অমৃত। বাবু—বাবু, সব শেষ হয়ে গেল।

ভাগ্যধর। কি শেষ হল অমৃত?

অমৃত। আপনার সিন্দুকের টাকা।

ভাগ্যধর। কি বললে?

অমৃত। বড়বাবু চাবি ভেঙ্গে একটা দু-হাত লম্বা তবিলে টাকা ভর্ত্তি করে নিয়ে সরে পড়ল।

ভাগ্যধর। তুমি বাধা দাওনি কেন?

অমৃত। বুঝে দেখনু—বাপের টাকা ছেলে লুঠ করছে, তাতে আমার বাধা দেওয়া অন্যায়।

ভাগ্যধর। থাম ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির!

অমৃত। আজ্ঞে, আমি সুধাময়ের পুত্র অমৃত।

ভাগ্যধর। তুমি বিষ।

অমৃত। আজ্ঞে—

ভাগ্যধর। তোমাকে লুঠের সাক্ষ্য দিতে হবে।

অমৃত। আজ্ঞে, আমি তো দেখিনি।

ভাগ্যধর। মিথ্যাবাদি! এই বললে তোমার সামনে টাকা লুঠ হল—

অমৃত। আজ্ঞে, তখন আমি ভয়ে চোখ বুজে সত্যকে ডাকছিলুম।

ভাগ্যধর। তুমি তাহলে রাজার কাছে সত্যিকথা বলবে না?

অমৃত। সত্য মারা গেছে বাবু।

ভাগ্যধর। তাহলে আমার টাকা লুঠ করতে গুণময়কে তুমিই যুক্তি দিয়েছ?

অমৃত। আজ্ঞে না বাবু। শুধু বলেছি, লুঠের টাকা লুঠ করলে দোষ হয় না।

ভাগ্যধর। বেরিয়ে যাও।

অমৃত। আজ্ঞে, একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে।

ভাগ্যধর। কি কথা?

অমৃত। বড়বাবু সিন্দুকের দলিল, হাতচিঠি, খৎ আর ব্যবসার সমস্ত খাতাপত্র ফাঁকে বার করে আগুন দিয়েছেন।

ভাগ্যধর। সর্ব্বনাশ হল অমৃত। যাও—যাও, জল ঢেলে আগুন নেভাও। আমার খাতাপত্র বাঁচাও। যাও অমৃত, দাঁড়িও না—আগুন নেভাও!

অমৃত। ও আগুন ত জল ঢেলে নেভানো যাবে না বাবু।

ভাগ্যধর। কেন?

অমৃত। ও আপনার দুর্ভাগ্যের আগুন।

[প্রস্থান।

ভাগ্যধর। দুর্ভাগ্য! হ্যাঁ, গুণময় আমার পুত্র নয়, দুর্ভাগ্য। বিজয়, স্মরণ সিং, তালাদ রহিম সবার আগে আমি ধ্বংস করবো আমার দুর্ভাগ্যকে।

[প্রস্থান।

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য

লোকেশের কক্ষ।

[কক্ষমধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি ছিল]

লোকেশ বলিতেছিল।

লোকেশ। দুর্ভাগ্যের ধ্বংস করে আমি অধিকার করব সৌভাগ্যের সিংহাসন। বাইশ বছরের স্বপ্ন এবার সত্য হবে। স্মরণ সিং জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে, মহারাজ প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত, অত্যাচারে মহারাণী উন্মাদিনী, রাজপুত্র খুশীলাল আমার হাতের পুতুল। এই সুযোগ আমি ছাড়ব না। খুশীলালকে শিখণ্ডীর মত সামনে রেখে—না-না-না, আগে তার বুকে কঠিন আঘাত হানবো। যদি সেই আঘাতে খুশীলাল উন্মাদ হয়তো ভাল, আর না হয়, আমার ভাগ্যের পাশা খেলায় তার কিস্তিতেই করব আমি বাজিমাৎ। হা-হা-হা—কে? কে তুমি? বিজয়? মায়ের কাছে পিতৃপরিচয় পেয়ে আনন্দে তুমি

আমাকে প্রণাম করতে এসেছ? না-না, আমার স্বীকৃতি পাবে না। তুমি আমার পুত্র নও, কলঙ্ক—অভিশাপ। বাইশ-বছর ধরে বহু চেষ্টাতেও আমি কলঙ্ক মুছে দিতে পারিনি। [কোষবদ্ধ তরবারি লইয়া বেগে তরবারি মুক্ত করিল] আজ আমি—[আঘাতোদ্যত]

তালাদ রহিম আসিল।

তালাদ। বাবুসায়েব!

লোকেশ। ও, তালাদ, তুই! [তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল]

তালাদ। কাকে হত্যা করতে তরবারি হাঁকিয়েছিলে বাবুসায়েব?

লোকেশ। তোর দাদাবাবুকে।

তালাদ। দাদাবাবু তো এখানে আসেনি বাবুসায়েব। তাহলে তুমি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছ?

লোকেশ। স্বপ্ন নয় তালাদ, কল্পনায় তাকে সামনে রেখে আমি অস্ত্রাঘাত করছিলুম।

তালাদ। বাইশ বছরেও তোমার মনের পরিবর্ত্তন হল না বাবুসায়েব? মনের খেয়ালে যাকে পৃথিবীতে আনলে, তাকে ছেলে বলে বুকে তুলে নিতে পারলে না?

লোকেশ। তাকে পুত্র বলে আমি কোনদিনই বুকে তুলে নোব না তালাদ, শত্রুর মত তাকে আমি ধরার বুকে সমাধি দোব।

তালাদ। তোমার দেহে তো শয়তানের রক্ত নেই বাবুসায়েব, তবে তুমি এমন শয়তান হলে কেন?

লোকেশ। তুই আমার রক্তের পরিচয় জানিস?

তালাদ। না—তুমি নবগ্রাম জমিদারের বাড়িতে মানুষ হয়েছ শুধু এইটুকুই জানি।

লোকেশ। জগদীশ রায়ের সঙ্গে আমার রক্তের সম্বন্ধ নেই। যাক, তুই আজ হঠাৎ এসে পড়লি, ব্যাপার কি তালাদ?

তালাদ। কাছারিতে বিনয়বাবুর নামে খাজনা দিতে এসে শুনলুম তুমি নাকি বাৎসরিক রাজস্ব দিতে ঢাকায় যাচ্ছ। রাজাবাবুর খবরটা জেনে আসবার জন্যে আমি তোমাকে অনুরোধ করতে এলুম।

লোকেশ। আমি স্মরণ সিং-এর মৃত্যুকামনা করি।

তালাদ। [চিৎকার করিয়া] বাবুসায়েব! না-না, দোষ আমার। আমার জন্যই তুমি এমন শয়তান হয়ে উঠেছ।

লোকেশ। তালাদ!

তালাদ। তালাদ তোমার দুষমন বাবুসায়েব। এই দুষমনকে হত্যা করে তুমি মানুষ হও। তালাদের রক্তে তোমার মনের কালি ধুয়ে ফেল বাবুসায়েব।

খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। দেওয়ান মশাই! একি! তালাদ রহিম, তুমি এখানে?

লোকেশ। ভিক্ষে করতে এসেছে কুমার।

খুশীলাল। শত্রুকে আমি বন্দী করব।

তালাদ। তার আগে আমার একটা কথার উত্তর দাও রাজকুমার। তোমার ভাল মনকে এমন কালো করলে কে? কার কথায় তুমি দাদাবাবুর সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করলে? কার উস্কানিতে রাজকন্যাকে তার জীবন থেকে সরিয়ে নিলে? কার কু-যুক্তিতে শত্রু ভাবলে তোমার ওস্তাদ তালাদ রহিমকে?

খুশীলাল। উত্তর পাবে না।

তালাদ। তাহলে তালাদ রহিমকেও বন্দী করতে পারবে না কুমার।

খুশীলাল। কী, আমার গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে—

তালাদ। তোমার দম্ভকে পদাঘাত করে তালাদ রহিম সাবধান করে যাচ্ছে—বাপের মত পরের ধনে ধনী হয়ে টাকার গরবে ধর্ম্মকে ফাঁকি দিয়ে পাপের পাশা খেলায় জয়ী হতে যেও না। জেনে রেখো, তালাদ রহিম তোমার চেয়েও পাকা খেলোয়াড়। বাবুসায়েবের কু-মন্ত্রণায় দাদাবাবু আর রাজাবাবুর অনিষ্ট করতে গেলে তালাদ রহিম এমন ঘুঁটি চালবে—যার চালে ভিখারী সেজে তোমাদের রাস্তায় নামতে হবে। আর শয়তানি ভুলে চোখের জলে বাবুসায়েবকে করতে হবে এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত। [গমনোদ্যোগ]

লোকেশ। তালাদ!

তালাদ। আজ তুমি নিজের হাতে যে আগুন জ্বালছ বাবু-সায়েব, সেদিন চোখের জলে সাগর বইয়ে দিলেও সে আগুন নেভাতে পারবে না। ওগো বাবুসায়েব, ভিখারী তালাদ রহিম কর-জোড়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছে। তাকে তোমার স্নেহ-প্রীতি ভিক্ষা দাও। শয়তানি ভুলে যাও, মানুষের দুনিয়ায় মানুষ হয়ে তুমি দুহাত ভরে কুড়িয়ে নাও মানুষের সেলাম।

[প্রস্থান।

খুশীলাল। শত্রুকে ছেড়ে দিলেন দেওয়ান মশাই?

লোকেশ। তালাদ ভিখারী কুমার।

খুশীলাল। ভিখারীর ঔদ্ধত্য অসহ্য।

লোকেশ। তালাদ নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ। ওর গর্জ্জন আছে, বিষ নেই।

বিষধর ভুজঙ্গ হল বিজয়। তার কাছ হতে রাজকন্যাকে তফাৎ রেখো, আর তুমিও তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করো।

খুশীলাল। আপনার কথামত বিজয়ের সঙ্গ আমি ত্যাগ করেছি। হাসিকেও প্রাসাদে আটক রেখেছি। তার বিয়ের জন্যে পিতা ঘটক নিযুক্ত করেছেন।

লোকেশ। বিজয়কে বন্দী কিম্বা হত্যা করতে না পারলে রাজ-কন্যার বিয়ে দিতে পারবে না কুমার।

খুশীলাল। বিজয়কে আমি হত্যা করব দেওয়ান মশাই। কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না।

লোকেশ। যেন প্রকাশ্য স্থানে হত্যা করতে যেও না কুমার। প্রতিদিন গোধূলি বেলায় সে নদীর ঘাটে বসে তার নিরুদিষ্ট পিতার আগমন প্রতীক্ষা করে। তুমি পেছন হতে পিস্তলের একটা গুলিতে—[নেপথ্যে অপরূপার আর্ত্তনাদ] ওকি! কে আর্ত্তনাদ করে উঠলো কুমার?

খুশীলাল। মনে হয়, মা।

উন্মাদিনী অপরূপা আসিল।

অপরূপা। স্মরণদা—স্মরণদা, তুমি আমাকে বাঁচাও।

খুশীলাল। মা, তুমি আবার তার নাম করছ?

অপরূপা। স্মরণদার পড়বার ঘরে তুমি কে? [লোকেশের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ] ঠিক স্মরণদার মত দেখতে! তুমি—ও, চিনেছি তুমিই সেই শয়তান লোকেশ রায়। তুমি স্মরণদার ঘরে কেন? বেরিয়ে যাও। কী, আমার কথা গ্রাহ্য হচ্ছে না বুঝি? জানো আমি স্মরণদার বোন!

চাবুকহস্তে আনন্দময় আসিল।

আনন্দ। ও-নাম ভুলে যা স্বৈরিণি। [অপরূপাকে চাবুক মারিল]

অপরূপা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, শুনছো—শুনছো দেওয়ান, বোন হয়ে দাদার নাম করেছি বলে স্বামী আমাকে বলছে স্বৈরিণী। সারা-জীবন দেবতা জ্ঞানে প্রীতির ফুলে যার পূজো করলুম, সেই স্বামী আজ আমাকে চাবুক মারছে। পাপের কাছে জীবন বিক্রয় করেছে, অপবাদ দিয়ে আমাকে বলছে পাপিনী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বলুক—সবাই আমাকে পাপিনী বলুক। তবু আমি স্মরণদাকে ভুলতে পারব না।

খুশীলাল। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি স্মরণ সিংয়ের নাম কর কেন?

অপরূপা। তোর পিতার মত আমি বেইমান নই খুশীলাল।

আনন্দ। চুপ কর পাপিনি! [চাবুক প্রহার]

[অপরূপার আর্ত্তনাদ]

লোকেশ। উন্মাদিনীকে চাবুক মারবেন না মহারাজ। নিরস্ত হন।

আনন্দ। স্মরণের নাম না ভুললে স্বৈরিণীকে আমি খুন করবো লোকেশ।

অপরূপা। ওই আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে বাংলার প্রান্তরে বেজে উঠল সমর-তূর্য্য। বিদ্রোহী সুজার সঙ্গে মীরজুমলার ভীষণ সংঘর্ষ বেধে গেল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে মীরজুমলার আহ্বানে সুজার দমনে ছুটে গেল গড়কাশিমপুরের রাজা—আমার দাদা স্মরণ সিং। দেখ—দেখ লোকেশ, স্মরণদার তরবারিতে সুজার সৈন্যেরা প্রাণহীন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওই যে প্রাণভয়ে

সুজা বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আনন্দে মীরজুমলা স্মরণদাকে বীরত্বের পুরস্কার দিচ্ছে। ওকি! উদ্যত পিস্তল হস্তে সুজা স্মরণদাকে গুলি করতে ছুটেছে! স্মরণদা—স্মরণদা, শত্রু—শত্রু। ওই যা—সুজার গুলিতে আমার দাদা মরে গেল! হাঃ-হাঃ-হাঃ! স্মরণদার মৃত্যুতে সাবিত্রী আর বিজয়ের চোখে ঝরছে অশ্রুর বাদল। সেই কান্নাকে উপহাস করে বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসছে জালিয়াৎ ভাগ্যধর আর এই শয়তান!

আনন্দ। চুপ কর ব্যভিচারিণি! [চাবুক মারিল]

অপরূপা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ধর্ম্মের বিষাণ বেজে উঠেছে; আর ভয় নাই। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দরবারে আরম্ভ হয়েছে জালিয়াতির বিচার। কি আনন্দ—কি আনন্দ! স্মরণদা এবার রাজা হবে, আর এই জালিয়াৎ শয়তান যাবে রসাতলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [করতালি]

খুশীলাল। মা!

অপরূপা। কে আমাকে মা বলে ডাকলে? তুই? হাসি? না—না, তুই তো হাসি নয়। তুই এই জালিয়াতের ছেলে শয়তান। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা। আমাকে মা বলে ডাকলে আমি তোকে গলা টিপে মারবো।

লোকেশ। মহারাণীকে প্রাসাদে রেখে এস কুমার।

খুশীলাল। এস মা।

অপরূপা। যাব না। স্মরণদার ঘর ছেড়ে আমি একপাও যাব না। সে বিজয়গৌরবে ফিরে আসবে। আমি তাকে মালাচন্দন নিয়ে বরণ করব। তার কপালে ভাইফোঁটা দোব। জগৎসংসার আমাকে পাপিনী বললেও আমি তার ছোটবোন। মেরো না গো, আমাকে চাবুক

মেরো না। ব্যভিচারিণী বলো না। আমাকে অবিশ্বাস করে তুমি উপকারী বন্ধুর উপর প্রতিশোধ নিও না।

খুশীলাল। পাগলামি রেখে প্রাসাদে এস।

আনন্দ। উন্মাদিনীকে চাবুক মারতে মারতে প্রাসাদে নিয়ে যাও খুশীলাল। [চাবুক দিল] ওকে কক্ষে রুদ্ধ করে রাখ। অন্ধকারে বসে দিনরাত ও স্মরণ সিংয়ের নাম জপ করুক।

খুশীলাল। এস—

অপরূপা। যাব না।

খুশীলাল। না গেলে চাবুক মারব।

অপরূপা। তা মারবি বৈকি! তুই যে পাপের মন্ত্রে দীক্ষিত। স্বার্থের জন্যে তুই যে ন্যায় ও সত্যের গলা টিপে মেরেছিস। শয়তানির বিষে বিষাক্ত করেছিস প্রীতি-ভালবাসাকে। এবার মাকে চাবুক মেরে তোর পাপের মাত্রা পূর্ণ কর।

খুশীলাল। চুপ করে আমার সঙ্গে এস।

অপরূপা। তোরাও পিতাপুত্রে শয়তানি ছেড়ে স্মরণদার পৌত্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর।

খুশীলাল। আবার সেই শত্রুর নাম?

অপরূপা। যতদিন জীবন থাকবে ততদিন উপকারীর নাম ভুলব না।

খুশীলাল। ভুলতেই হবে। [চাবুক প্রহার]

~~লোকেশ। কুমার!~~ ——

অপরূপা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! দেখছ দেওয়ান, ছেলে আমাকে চাবুক মারছে। হাঃ-হাঃ হাঃ, অপঘাতে মরবি খুশীলাল। মায়ের অভিশাপে তুই অপঘাতে মরবি।

খুশীলাল। এস উন্মাদিনি, রুদ্ধ কক্ষে বসে যত পার অভিশাপ দাও। [হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল]

অপরূপা। হাসি কাঁদছে! বিজয়ের অদর্শনে আমার হাসি কাঁদছে। ওগো স্বামি, তুমি আমাকে চাবুক মার—বন্দী কর, যা খুশী শাস্তি দাও, শুধু হাসিকে তুমি বিজয়ের জীবন থেকে সরিয়ে নিও না। এই শয়তান তাকে প্রাসাদে আটকে রেখেছে।

খুশীলাল। চুপ কর পাগলি! [চাবুক মারিল]

অপরূপা। শোন স্বার্থপরের দল, তোমরা যতই বিষ উদ্‌গিরণ কর, বিজয়ের জয়যাত্রার পথ রোধ করতে পারবে না। বিজয় সত্যাশ্রয়ী—তার সহায় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর।

[অপরূপাকে লইয়া খুশীলালের প্রস্থান।

লোকেশ। মহারাণী হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কেন মহারাজ?

আনন্দ। জানি না লোকেশ। বাইশ বছর হাসি-খুসীতেই সংসার করে এল, দু-মাস আগে আওরঙ্গজেবের ডাকে স্মরণ সিংয়ের যুদ্ধযাত্রার সংবাদ শুনে রাণী পড়ল অসুখে। তারপর সুরু হল এই পাগলামি।

লোকেশ। ভাল করে চিকিৎসা করান মহারাজ।

আনন্দ। ব্যভিচারিণী মরুক লোকেশ। তার জন্যে আমি চিন্তা করি না। আমার চিন্তা শুধু স্মরণ সিংয়ের জন্যে।

লোকেশ। স্মরণ সিং যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাজ। যদি সে ফিরেই আসে, তাতে ভয় পাবার কি আছে?

আনন্দ। মোঘল বাদশা আওরঙ্গজেবের পত্র তুমি কি পড়নি লোকেশ?

লোকেশ। পড়েছি মহারাজ। পত্রে লেখা ছিল সুজাকে বন্দী

অথবা হত্যা করবার জন্য গড়কাশিমপুররাজ স্মরণ সিং সসৈন্যে যেন সুবাদার মীরজুমলাকে সাহায্য করেন। সম্রাটের আদেশ-পত্র স্মরণ সিংয়ের কাছে পৌঁছে দেবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একাই যুদ্ধযাত্রা করেছেন।

আনন্দ। যুদ্ধশেষে মীরজুমলার মারফৎ স্মরণসিং আমার জালিয়াতির কথা সম্রাটের কাছে নিশ্চয়ই প্রকাশ করবে লোকেশ! তারপর কি হবে?

লোকেশ। কিছুই হবে না মহারাজ। সম্রাটের আদেশে সত্যাসত্য জানবার জন্য মীরজুমলা যখন আপনাকে আহ্বান করবেন, তখন আপনি তার সামনে দাখিল করবেন বিক্রয়-কোবলা দলিল।

আনন্দ। কিন্তু তার স্বাক্ষর যে জাল।

লোকেশ। জাল স্বাক্ষর প্রমাণ করবে কে মহারাজ?

সহসা গীতকণ্ঠে উদ্‌ভ্রান্তের বেশে বিনয় আসিল।

বিনয়। **গীত:**

সত্য সনাতন।

রোষানলে যার হল ছারখার মহাদর্পী দুর্য্যোধন।

লোকেশ। এটা দ্বাপর যুগ নয় বিনয়—কলি।

বিনয়। **পূর্ব্বগীতাংশ:**

কালের প্রবাহ হোক না প্রবল,

পাপ-বিষধর ঢালুক গরল,

পুণ্য পরশে হইবে সরল (যার) সবার উপরে আসন।

আনন্দ। বিনয়কে বন্দী কর লোকেশ।

বিনয়। বিধাতার কর্ম্মশালায় আপনারও শৃঙ্খল তৈরী হচ্ছে মহারাজ।

লোকেশ। তুমি মহারাজকে ভয় দেখাতে এসেছ বিনয়?

বিনয়। না। আমার দুর্দ্দশাটা আপনাদের একবার দেখাতে এসেছি দেওয়ান মশাই। চেয়ে দেখুন আপনাদের প্রতিহিংসায় বিনয়ের আজ কি দুর্দ্দশা। বিনা দোষে আপনারা আমাকে দুঃখ দিয়েছেন, আপনাদের দুঃখ দেবেন সত্য সনাতন। [প্রস্থানোদ্যোগ]

লোকেশ। সত্য নেই বিনয়।

বিনয়। আছে কিনা বুঝতে পারবেন মহারাজ, স্মরণ সিং যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে ফিরে আসার পর।

[প্রস্থান।

লোকেশ। স্মরণ সিং আর ফিরবে না বিনয়।

আনন্দ। অনিশ্চিতের উপর বিশ্বাস করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না লোকেশ। বিপদকে জয় করবার অস্ত্র তৈরী কর। রাজস্ব দিতে ঢাকায় উপস্থিত হয়ে স্মরণ সিংয়ের সংবাদ নাও। যদি শোন, স্মরণ সিং বিজয়-গৌরবে ফিরে আসছে, তাহলে গুপ্তঘাতক নিয়োজিত করে ঢাকা হতে ফেরবার পথে গুপ্তহত্যা কর। আমার সৌভাগ্যের মহাশত্রুকে জগৎ হতে সরিয়ে দাও।

[প্রস্থান।

লোকেশ। শুধু স্মরণ সিং নয় আনন্দ রায়, লোকেশের লোভের ছুরি কাউকে জীবিত রাখবে না। সবার মৃত্যুতে হবে লোকেশ রায়ের ভাগ্যের পট পরিবর্ত্তন। কে?

অবগুণ্ঠনবতী সাবিত্রী আসিয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল।

লোকেশ। সাবিত্রি! তুমি হঠাৎ আমার ঘরে! স্মরণ সিং যুদ্ধে গেছে বলে বিরহের তাড়নায় আমার কাছে অভিসারে এসেছ বুঝি?

[সাবিত্রী নিরুত্তর ; তাহার দুই চোখে অশ্রুবন্যা বহিতেছিল]
কাঁদছ সাবিত্রি ?

সাবিত্রী। তুমি যে আমাকে কান্নার ব্রত দিয়েছ লোকেশ। শান্তির তার ছিন্ন করে তুমি যে আমার জীবন দুঃখের আর্ত্তনাদে ভরিয়ে তুলেছ। নিজের হাতে আমার সুখের তরীকে তুমি অকুলে ভাসিয়ে দিলে। ওগো কাণ্ডারি! আমি কি সারাজীবন এমনিভাবে দুঃখের সাগরে ভেসে বেড়াব? হাল ধরে তুমি আমাকে কূলে তুলবে না? দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তুমিও কি সারাজীবন আমার শিরে হানবে কলঙ্কের বজ্র? আমার কান্নার কি শেষ হবে না?

লোকেশ। তুমি মিছে কাঁদছ সাবিত্রি। তোমার আবার দুঃখ কি? স্বামী পুত্র সংসার তোমার সবই তো আছে।

সাবিত্রী। আর বিষ ঢেলো না লোকেশ। আমাকে পাগল করো না।

লোকেশ। লোকেশ মানুষ নয় সাবিত্রি, বিষধর ভুজঙ্গ। তার কণ্ঠের তীব্র বিষ তোমাদের ধ্বংস করবে।

সাবিত্রী। সংহার মূর্ত্তি সংবরণ কর দেবতা। সাবিত্রীর পূজা নাও। [পদতলে বসিল]

লোকেশ। তোমার পূজা নিষ্ফল সাবিত্রি। দেবতা সদয় হবে না। তোমার চরিত্রে নূতন করে কলঙ্ক দিতে রক্ষী প্রহরীদের আমি কক্ষে আহ্বান করব।

সাবিত্রী। লোকেশ! [উঠিল]

লোকেশ। আমার ঘরে তোমাকে দেখে সবাই মনে করবে— বিজয়ের মা কলঙ্কিনী!

সাবিত্রী। আমি চলে যাচ্ছি লোকেশ।

লোকেশ। স্বেচ্ছায় তুমি আমার কাছে এসেছ সাবিত্রি, আমি তোমাকে যেতে দোব না।

সাবিত্রী। আমি তোমাকে বিজয়ের কথা বলতে এসেছিলুম লোকেশ। পিতার জন্যে সে আকুল আগ্রহে প্রতিদিন নদীর ঘাটে যায়। বিজয়কে সত্য কথা বলার জন্য আমি তোমার কাছে অনুমতি নিতে এসেছিলাম লোকেশ।

লোকেশ। বিজয় আমার পুত্র নয়।

সাবিত্রী। লোকেশ!

লোকেশ। তুমি আমার স্ত্রী নও—রক্ষিতা। [হাত ধরিতে উদ্যত]

সাবিত্রী। কুৎসিত মন নিয়ে তুমি আমাকে স্পর্শ করো না লোকেশ। [পিছাইতে লাগিল]

লোকেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কোথা যাবে সাবিত্রি! নির্জ্জনকক্ষে আমি তোমাকে—[হস্ত ধরিতে উদ্যত হইল]

ঝড়ের বেগে তালাদ রহিম আসিয়া
উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইল।

তালাদ। [বজ্রকণ্ঠে] বাবুসায়েব!

সাবিত্রী। তা'লাদ!

তালাদ। ঘরে চল মা। এতদিন দেবতা জ্ঞানে তুমি যাকে আত্মদান করেছিলে, আজ সে দেবতা নেই, হয়েছে জানোয়ার।

সাবিত্রী। তালাদ। বাবা!

তালাদ। বাবুসায়েবের কাছে আর তুমি এসো না মা। দূর হতেই ওর পায়ে প্রণাম দিও। পশুর পায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে

এসে তুমি আর অপমান কুড়িও না মা—অপমান কুড়িও না। এস মা।

[অগ্রে তালাদ, পশ্চাতে সাবিত্রী চলিয়া গেল।

লোকেশ। হল না! তালাদের জন্যে প্রতিশোধ নেওয়া হল না। সাবিত্রি, পুত্রকে তুমি সুখী করতে পারবে না। বিষমন্ত্রে খুশীলালকে শত্রু করেছি—রাজকন্যাকে সরিয়ে নিয়েছি, এবার বিজয়ের জীবন-পথে ছড়িয়ে দোব আমার বাইশ বছরের পুঞ্জীভূত ক্রোধানল।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

নদীর ঘাট।

বিজয় নদীর দিকে চাহিয়া বলিতেছিল।

বিজয়। বাইশ বছর কেটে গেল পিতা ফিরে এল না। এই নদীর বুকে প্রতিদিন কত নৌকা ভেসে গেল, কত যাত্রী এল গেল, এই পারঘাটে কত মানুষের পদচিহ্ন পড়ল, কিন্তু পিতা আর ফিরে এল না। প্রতিদিন নদীর পানে চেয়ে থাকি পিতা ফিরে আসবে। মায়ের চোখের জল শুকিয়ে যাবে—দাদুর মুখে হাসি ফুটবে—আমার স্বপ্ন সফল হবে। বল—বল ওগো স্রোতস্বিনি, কবে কতদিনে তোমার ঘাটে পড়বে আমার পিতার পদচিহ্ন; কবে ঘুচবে আমার মায়ের দুঃখ?

ধীরে ধীরে হাসি আসিয়া বিজয়ের স্কন্ধে হাত দিল।

বিজয়। একি! হাসি! তুমি এসেছ!

হাসি। তোমায় ভুলে থাকতে পারলুম না বিজয়। তাই প্রাসাদ ছেড়ে চুপি চুপি তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি।

বিজয়। ভাল করনি হাসি।

হাসি। তুমি আমাকে চাও না বিজয়?

বিজয়। চাই, কিন্তু পাব না।

হাসি। নিশ্চয় পাবে।

বিজয়। আমি বামন আর তুমি আকাশের চাঁদ।

হাসি। আকাশের চাঁদ মাটিতে নেমে তোমাকে মালা দিতে এসেছে বিজয়।

বিজয়। মালা!

হাসি। বাবা আর দাদার বাধা ঠেলে দু-মাস তোমার কাছে আসতে পারিনি বলে তুমি সব ভুলে গেছ বিজয়?

বিজয়। আমি কিছুই ভুলিনি হাসি। তোমার প্রীতি, খুশীলালের ভালবাসা, আর মহারাজের কঠোর আদেশ ভোলবার নয়।

হাসি। বিজয়!

বিজয়। তুমি আমার জীবনে কেন এলে হাসি? কেন গাঁথলে প্রীতির মালা? অপমানের জ্বালা যে আজও আমার শীতল হয়নি।

হাসি। বিজয়!

বিজয়। যেদিন মহারাজ আমাকে অপমান করে প্রাসাদ হতে তাড়িয়ে দেন, সেদিন খুশীলাল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—"বিজয়, দুঃখে হাসিকে ভুলে যাসনি। হাসি তোর।"

হাসি। আজ দাদা তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ করলেও আমি বলছি বিজয়, হাসি তোমার। মালা পর।

বিজয়। ভেবে দেখ হাসি, আমাদের মিলনের পথে কত বাধা! তোমাতে আমাতে কত ব্যবধান।

হাসি। বিজয়, আমি তোমার কাছেই আছি। চেয়ে দেখ কোন বাধা নেই—ব্যবধান নেই—ঐশ্বর্য্য আর আভিজাত্যের অহঙ্কার নেই। আছে শুধু প্রীতি প্রেম আর ভালবাসা। হাসিকে তোমার বলে গ্রহণ কর বিজয়।

বিজয়। কিন্তু মহারাজ যদি তোমার অন্যত্র বিয়ের সম্বন্ধ করেন?

হাসি। আমি বিয়ে করব না।

বিজয়। যদি জোর করে বিয়ে দিতে চান?

হাসি। তাহলে পালিয়ে এসে আমি তোমার গলায় বরমাল্য দোব।

বিজয়। সত্যি বলছ হাসি?

হাসি। সত্যি—সত্যি—সত্যি! বিশ্বাস হয়েছে তো?

বিজয়। হয়েছে।

হাসি। তাহলে আমার মালা পর। [অঞ্চল মধ্যে লুকায়িত ফুলের মালা লইয়া বিজয়ের গলায় পরাইয়া দিল]

বিজয়। এবার তুমি পর হাসি শপথের মালা! [গলা হইতে মালা খুলিয়া হাসির গলায় দিল]

জগদীশ আসিল।

জগদীশ। ওহে ছোকরা! ওটা কি হল? [দুজনে অবাক বিস্ময়ে জগদীশের পানে চাহিয়া রহিল]

বিজয়। আজ্ঞে—

হাসি। মালাবদল।

জগদীশ। ও, গোপন বিয়ে? মানে—ডুবে ডুবে জল খাওয়া? দাঁড়াও, শিবের বাবাকে বলছি।

হাসি। আজ্ঞে—

জগদীশ। বলি, কদ্দিন এই গোপন অভিসার চলছে বিনোদিনি?

হাসি। ছেলেবেলা হতে।

জগদীশ। হুঁ! কি হে, তুমি যে একদম চুপচাপ। ইনির মুখে তো কথার ফোয়ারা ছুটছে!

বিজয়। আজ্ঞে, আপনি—

জগদীশ। দাদু!

হাসি। দাদু!

জগদীশ। রক্তের সম্বন্ধ না থাকলে বুঝি দাদু হওয়া যায় না?

হাসি। হ্যাঁ, যায়। কিন্তু তুমি—মানে আপনি—

জগদীশ। তুমি হল দাদু আর আপনি হল ভবঘুরে?

[উভয়ের হাসি]

জগদীশ। হাসছ যে?

হাসি। আপনি—

জগদীশ। আবার!

হাসি। ভুল হয়ে গেছে। [মুচকি হাসি হাসিল]

জগদীশ। ওহে দাদুভাই, এই মুচকি হাসির নামটা কি বল তো? আমায় দেখে পর্য্যন্ত কেবল ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। বল তো দাদুভাই, এই দেখন হাসির নাম—

হাসি। হাসিরাশি রায়, পিতা শ্রীআনন্দময় রায়, সাকিম গড়-কাশিমপুর, পরগণা—

জগদীশ। পেকে গেছে!

হাসি। কি পেকে গেছে দাদু—

জগদীশ। মুচিতে।

হাসি। হাঃ হাঃ হাঃ।

জগদীশ। হাসির মুখে হাসির তুবড়ি মানিয়েছে ভাল। ওহে রসিকা রাজ-নন্দিনি, তোমার এই রসিকচূড়ামণি নাগরটির নাম কি?

বিজয়। বিজয়। আমি গরীবের ছেলে।

জগদীশ। তাহলে তফাৎ থাকো।

বিজয়। কেন?

জগদীশ। অসবর্ণ বিয়ে হবে না।

হাসি। বিজয় আমাদের স্ববর্ণ দাদু।

জগদীশ। কিন্তু গরীব। আজকের দিনে বর্ণ জাত নয়—টাকা, বুঝলে দিদিভাই? তাই বলছি, যতক্ষণ না দাদুভাই যদস্তু হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব এই মন্ত্র বলে তোমার পাণিগ্রহণ করছে, ততক্ষণ তোমরা একসঙ্গে মেলামেশা করো না।

হাসি। কেন দাদু?

জগদীশ। এই অবাধ মেলামেশার ফল অনেক ক্ষেত্রে কুফল আনে দিদিভাই।

হাসি। আমাদের সুফল ফলবে দাদু।

জগদীশ। প্রজাপতি ঠাকুর তাই করুক। কি জানো দিদিভাই, বিয়ের আগে তোমাদের মত প্রেম-পাগলা যুবক-যুবতীদের দেখলে বুকটা ভয়ে দুরদুর করে ওঠে।

বিজয়। ভয় করে কেন দাদু?

জগদীশ। তোমাদের মত অতি আধুনিক আর আধুনিকার

ভুলের গুঁতোয় আজ আমি বাইশ বছর এই ভবঘুরের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওঃ—

[জগদীশ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, হাসি ও বিজয় ধরিয়া ফেলিল]

বিজয়। কি হল দাদু!

জগদীশ। জীবনের দুঃখের কাহিনী বলতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে গেল দাদুভাই।

হাসি। থাক দাদু। যেকথা বললে তুমি ব্যথা পাও, সেকথা, আমরা শুনতে চাই না।

জগদীশ। কিন্তু তোমার সেকথা শোনা খুবই দরকার দিদিভাই। হ্যাঁ, খুবই দরকার।

হাসি। কেন দাদু?

জগদীশ। তোমার মত সেও তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। তাদের আমি বিয়ের সব ঠিক করেছিলুম। ভাবী স্বামী ভেবেই সে গোপনে করেছিল তাকে আত্মদান। মিলনের ফলে কুমারী-জীবনেই হয়েছিল সে সন্তানসম্ভবা।

হাসি। তারপর তাদের বিয়ে হয়েছিল দাদু?

জগদীশ। না; বিয়ের দুদিন আগে লম্পট শয়তান আমার মেয়েকে কলঙ্কের পাঁকে ডুবিয়ে আমার বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

বিজয়। আর আপনার মেয়ের কি হল?

জগদীশ। সেই রাত্রেই আমি তাকে প্রাসাদ থেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছিলুম। একটু আশ্রয়ের জন্যে সে আমার পায়ে ধরে কত কেঁদেছিল, কত কাকুতি মিনতি করেছিল কিন্তু আমি তাকে আশ্রয় দিইনি। মা আমার কাঁদতে কাঁদতে জন্মের মত প্রাসাদ

ছেড়ে চলে গেল। আর আমি পিতৃত্ব হারিয়ে পুত্রস্নেহ ভুলে যক্ষের মত আভিজাত্য আর সম্মানকে আঁকড়ে ধরলুম।

বিজয়। কোথায় গেল?

জগদীশ। জানি না। তাই বলছি দিদিভাই, যৌবনের পিছল পথে একটু সামলে চলো। একটু সংযমী হও। খেয়াল-খুশীর হাতে নিজেকে ছেড়ে দিও না। বিয়ের আগে দুজনে এভাবে মেলামেশা করো না দিদিভাই। এর ফল সব সময় সব ক্ষেত্রে সবার কাছে ভাল হয় না। আমার কথায় তোমরা রাগ করো না দিদিভাই। ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি তোমাদের প্রেম সত্য হোক, সার্থক হোক, পবিত্র হোক। [গমনোদ্যোগ]

বিজয়। কোথা যাচ্ছ দাদু?

জগদীশ। দুঃখের ঘরে ফিরে যাচ্ছি দাদুভাই।

হাসি। কোথায় তোমার ঘর দাদু?

জগদীশ। আর একদিন বলব দিদিভাই। আবার আমি আসব। তোমাদের নামধাম জেনে যাচ্ছি, এখানে দেখতে না পাই তোমাদের বাড়ী যাব। সন্ধ্যে হয়ে এল দিদিভাই! তোমরা ঘরে যাও। আর যত তাড়াতাড়ি পারো দাদুভাইকে বিয়ের পবিত্র বাঁধনে বেঁধে তোমার প্রেমের দুর্গে আবদ্ধ করো। প্রেম-পাগল ভ্রমরকে বিশ্বাস করো না দিদিভাই, দেরী হলে হয়তো মধুর লোভে অন্য ফুলে চলে পড়বে। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

হাসি। হাঃ-হাঃ-হাঃ, দাদু খুব রসিক।

বিজয়। আর আমি বুঝি বে-রসিক?

হাসি। না, তুমি রসের সাগর।

বিজয়। আর তুমি—

হাসি। কি?

বিজয়। বলব, কাছে এস।

হাসি। না! [সরিয়া যাইতেছিল]

বিজয়। পালাবে কোথা? [হাত ধরিয়া বুকের মাঝে জড়াইয়া ধরিল]

খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। হাসি!

[খুশীলালের কণ্ঠস্বর শুনিয়া দুজনে দুইদিকে সরিয়া গেল]

হাসি। দাদা!

খুশীলাল। বিজয়ের কাছে এসেছিস কেন?

হাসি। কোনদিন বিজয়ের কাছে আসতে তুমি তো বারণ করনি দাদা?

খুশীলাল। আর কোনদিন বিজয়ের সঙ্গে মিশবি না।

হাসি। বিজয়ের সঙ্গে মিশতে একদিন তুমিই তো বলেছিলে দাদা।

খুশীলাল। আজ নিষেধ করছি।

হাসি। বিজয়কে আমি ভুলতে পারবো না।

খুশীলাল। এ জীবনে বিজয়কে পাবি না হাসি।

বিজয়। জিজ্ঞাসা করি খুশীলাল, আমার প্রতি হঠাৎ তুমি এমন বিরূপ হয়ে উঠলে কেন?

খুশীলাল। উত্তর পাবে না।

বিজয়। খুশীলাল, কৈশোরে মহারাণীর আদেশে মহারাজের নিষেধ সত্ত্বেও তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলে। যৌবনে তুমিই দিয়েছিলে

হাসির সঙ্গে আমার অবাধ মেলামেশার অধিকার। তোমার সদিচ্ছা চেয়েছিল আমাদের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে বন্ধুত্বের বন্ধন অচ্ছেদ্য করতে। আজ নিজের হাতে সে প্রীতির তার ছিন্ন করে হাসিকে আমার জীবন হতে সরিয়ে নিচ্ছ কেন? আমার অপরাধ কি বন্ধু?

খুশীলাল। তুমি ভিখারী।

হাসি। দাদা!

খুশীলাল। চলে আয় হাসি। ভিখারীর ছোঁয়া লাগলে আমাদের বংশমর্য্যাদা ম্লান হয়ে যাবে।

বিজয়। সেদিন এই মর্য্যাদা কোথায় ছিল খুশীলাল?

খুশীলাল। স্তব্ধ হও ভিখারি।

বিজয়। হুঁসিয়ার রাজপুত্র! তোমার অর্থ আর ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার আমার দীনতাকে বারবার আঘাত করলে আমি সইব না।

খুশীলাল। সইতে হবে ভিখারি।

বিজয়। সাবধান করি খুশীলাল। আভিজাত্যের মুকুট পরে অর্থের প্রাচুর্য্যে বসে আমার উপর শক্তির চাবুক চালাতে এসো না। বন্ধুত্ব না চাও, সরে যাও—আমি দুঃখ করব না। হাসির সঙ্গে বিয়ে দিতে না চাও, তাতেও আমি ভেঙ্গে পড়ব না খুশীলাল। কিন্তু আমার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত করলে আমি তোমার মর্য্যাদা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দোব।

খুশীলাল। তার আগেই আমি তোমাকে খুন করব। [পিস্তল বাহির করিল]

গুণময় আসিল।

গুণময়। খুশীলাল! খুশীলাল! আরে তোমার হাতে পিস্তল কেন?

বিজয়। খুশীলাল আমাকে খুন করছে গুণময়।

গুণময়। বল কি হে খুশীলাল, এত প্রেম, এত ভাব, এত ভালবাসা সব ভুলে গিয়ে তুমিও বাপের হাত রাখলে ?

হাসি। আমার বাবা কি করেছিল গুণদাদা ?

গুণময়। মায়ের মুখে শুনেছিলুম—তোমার বাবা আশ্রয়দাতা বন্ধু মহারাজ স্মরণ সিংহকে গুলি করতে পিস্তল, হাঁকিয়েছিল। কি হে হবু সম্বন্ধি ভায়া, বাপের কথা শুনে লজ্জায় যে মাথা নত করলে ? গুলি চালাও। বিজয়ের হাসিকে ছিনিয়ে নিয়েছ—এবার তার জীবনের আলো নিভিয়ে দিয়ে বাপের সুনাম রক্ষা কর।

খুশীলাল। চোপরাও অপদার্থ।

গুণময়। আমি চুপ করলেও নিয়তি চুপ থাকবে না বন্ধু। প্রকৃতির রাজ্যে অন্যায় করে তুমিও রেহাই পাবে না। তোমার বাপের পাপে তোমার মা পাগল হয়ে গেছে। একবার আমাদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে এস, পাপের দংশনে আমার বাবা—মানে তোমার হবু শ্বশুরমশাই কি রকম আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

বিজয়। তোমার বাবার কি হয়েছে গুণময় ?

গুণময়। গুণবতী লুঠ হয়ে গেছে বিজয়।

বিজয়। গুণবতী লুঠ হয়ে গেছে !

গুণময়। শিবিকারোহণে মামার বাড়ী হতে গড়কাশিমপুরে ফেরবার পথে মোঘলরা গুণবতীকে লুঠ করেছে বিজয়।

বিজয়। গুণবতী মোঘলের হাতে।

গুণময়। শিবিকার বাহকরা রক্তাক্ত দেহে ফিরে এসেছে। দুঃসংবাদ শুনে বাবা বুক চাপড়ে মড়া-কান্না কাঁদছে।

খুশীলাল। আর তুমি আনন্দে করতালি দিয়ে লাফাচ্ছ !

গুণময়। আমি যে অপদার্থ বন্ধু! দুর্দ্ধর্ষ মোঘলের হাত থেকে ভগ্নীকে উদ্ধার করতে পারব না, তাই মনের দুঃখ বুকে চেপে আমি তোমাকে সংবাদ দিতে এসেছি। রাজশক্তি বলে গুণবতীকে তুমি রক্ষা কর খুশীলাল।

খুশীলাল। একজন নারীর জন্য আমি মোঘলের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না। রাজত্ব থাকলে অমন গুণবতী আমার অনেক মিলবে গুণময়। চলে আয় হাসি। [হাসির হাত ধরিয়া টানিল]

হাসি। না-না, আমি বিজয়কে ছেড়ে যাব না। বিজয়—বিজয়!

খুশীলাল। এ জীবনে বিজয়কে তুই পাবি না হাসি।

[টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

বিজয়। বিজয় তোমার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করবে হাসি, তোমার জন্য চিরমুক্ত থাকবে তার প্রেমের দুয়ার।

গুণময়। সব ওলট-পালট হয়ে গেল বিজয়। খুশীলাল তোমার হাসিকে কেড়ে নিয়ে গেল, আর অত্যাচারী মোঘল কেড়ে নিলে আমার গুণবতী বোনকে।

বিজয়। মোঘলের হাত থেকে গুণবতীকে আমি উদ্ধার করব গুণময়।

গুণময়। তুমি কি বলছ বিজয়? সে তোমাকে—

বিজয়। অপমান করেছে—আঘাত হেনেছে—কুকুরের মত দূর দূর করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বলে তার বিপদে আমি নীরব থাকতে পারব না গুণময়।

কলসী কক্ষে সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। কার বিপদ হয়েছে বিজয়?

বিজয়। মা! জল নিতে এসেছ? একটু আগে এলে হাসির সঙ্গে দেখা হত।

সাবিত্রী। হাসি এসেছিল বিজয়? খুশীলাল তাকে তোর কাছে আসতে দিলে? ওকি! মুখ নীচু করে আছিস কেন? কি হয়েছে?

গুণময়। হাসিকে খুশীলাল কেড়ে নিয়ে গেছে মা।

সাবিত্রী। তার জন্যে দুঃখ করিসনি বিজয়! হাসি যদি তোর হয়, তাহলে নিশ্চয়ই তাকে পাবি। শত খুশীলাল তোদের মিলন-সূত্র ছিন্ন করতে পারবে না। বিপদের কথা কি বলছিলি বাবা?

বিজয়। গুণবতীর বড় বিপদ মা।

সাবিত্রী। কি হয়েছে গুণবতীর?

গুণময়। মামার বাড়ী হতে গড়কাশিমপুরে আসবার পথে মোঘলেরা তাকে লুঠ করেছে মা।

সাবিত্রী। এ সংবাদ মহারাজ আর খুশীলালকে জানিয়েছ গুণময়?

গুণময়। জানিয়েছি মা। দুজনেরই এক কথা—গুণবতীর জন্যে ওরা মোঘলের সঙ্গে বিবাদ করবে না।

সাবিত্রী। কাপুরুষ। বিজয়!

বিজয়। আমি গুণবতীকে উদ্ধার করব মা।

সাবিত্রী। শুধু গুণবতীর উদ্ধার নয় বিজয়, অত্যাচারী মোঘলকে লাম্পট্যের সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে।

বিজয়। পায়ের ধুলো দাও মা!

সাবিত্রী। ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই বাবা, তোর শক্তি সাহস আর বীরত্বে গুণবতী যেন বিপদমুক্ত হয়। বাড়ী আয়, তোর দাদুর পিস্তল নিয়ে ঢাকা যাত্রা করবি।

[প্রস্থান।

গুণময়। ওগো মায়েরা, দেখ কেমন আদর্শ মায়ের আদর্শ ছেলে। পরকে বিপদ হতে উদ্ধার করতে মা কেমন হাসিমুখে নিজের সন্তানকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। অত্যাচারীর দণ্ড বিধানে আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছে—অত্যাচারীর ধ্বংসের অস্ত্র। তোমরাও আশীর্ব্বাদ কর মায়েরা, বন্ধু বিজয় যেন বিজয়ী হয়।

[প্রস্থান।

বিজয়। মায়ের আশীর্ব্বাদে অত্যাচারীকে আমি জয় করব—দণ্ড দেব গুণময়। কৃতান্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়ব মোঘলের বুকে। অস্ত্রাঘাতে বিলাস-কক্ষে রক্তের নদী বইয়ে গুণবতীকে উদ্ধার করে মোঘলের রক্তে ঢাকার মাটিতে লিখে দোব বাঙ্গালীর বীরত্বের পরিচয়।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

রংমহল।

অগ্রে মির্জ্জাবেগ পশ্চাতে লোকেশ আসিল।

মির্জ্জা। আপনার রাজভক্তির পরিচয় পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি দেওয়ান। [আসনে উপবেশন] আপনার সেলামী আর উপঢৌকন পেয়ে খুশীতে আমার দিল ভরে উঠেছে।

লোকেশ। জাঁহাপনার চরণে এ দীনের একটা প্রার্থনা আছে।

মির্জ্জা। কি চাও বল?

লোকেশ। গড়কাশিমপুরের রাজ-সিংহাসন। অবশ্য তার জন্য জাঁহাপনার চরণে আমি দশহাজার টাকা নজরানা দোব।

মির্জ্জা। গড়কাশিমপুরের রাজা স্মরণ সিং নয়?

লোকেশ। না—আনন্দ রায়।

মির্জ্জা। আনন্দ রায়! তবে আওরঙ্গজেব সৈন্য দেবার জন্য গড়কাশিমপুর-রাজ স্মরণ সিংকে আদেশপত্র দিয়েছিলেন কেন?

লোকেশ। সম্রাট জানেন, স্মরণ সিং গড়কাশিমপুরের রাজা। কিন্তু স্মরণ সিং যে আনন্দ রায়কে তার রাজ্য বিক্রয় করেছেন, সুদূর দিল্লীতে বসে এ সংবাদ তিনি জানবেন কি করে?

মির্জ্জা। কিন্তু স্মরণ সিং সম্রাটের আদেশপত্র পাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই মীরজুমলার সঙ্গে বিদ্রোহী সুজার দমনে ছুটে গেছেন। মনে হয়, গড়কাশিমপুর রাজ্য বিক্রয় সংবাদের মধ্যে কিছুটা রহস্য—কিছুটা গোলমাল আছে। যাক্—আনন্দ রায় কি তবে দেউলে হয়ে পড়েছেন?

লোকেশ। না।

মির্জ্জা। তবে আপনি কেমন করে রাজা হবেন?

লোকেশ। জাঁহাপনার অভয় পেলে আমি—

মির্জ্জা। শয়তানিতে রাজ্যটা হস্তগত করবেন—এইতো?

লোকেশ। আজ্ঞে, জাঁহাপনা যদি—

মির্জ্জা। বেশ, রাজ্যলাভের জন্য আপনার সমস্ত অন্যায় আমি ক্ষমা করব।

লোকেশ। দীনের প্রতি জাঁহাপনার অসীম করুণা।

মির্জ্জা। তবে হ্যাঁ, আমি দিল্লী ফিরে যাবার আগেই আপনি কাজ শেষ করবেন।

লোকেশ। আপনার যখন অভয় পেয়েছি, তখন আমি কাউকেই আর ভয় করি না জাঁহাপনা। শয়তানির ছুরিতে আনন্দ রায়ের

জীবনে মৃত্যুর ঝঞ্ঝা তুলে নজরানা নিয়ে গেলাম শীঘ্রই আসবে জাঁহাপনাকে সেলাম দিতে।

[প্রস্থান।

মির্জ্জা। বাংলায় এসে অসির ঝন্‌ঝনা আর মরা মানুষের আর্ত্তনাদ ছাড়া এতদিন কিছুই শুনতে পাইনি। দেওয়ান লোকেশ রায়ের দৌলতে আজ শুনতে পেয়েছি আসরফীর সুর আর বাঙ্গালী আওরতের নূপুরধ্বনি। রক্ষি, সরাব আর বাঈজী।

সরাবপাত্রহস্তে গাহিতে গাহিতে বাঈজী আসিল।

বাঈজী। গীত :

এনেছি রঙ্গীন সুরা মনভোলা গান।
পিও মধু ওগো বঁধু, খুশী কর প্রাণ।
মধুহীন ঝরা ফুলে ভালবাস যদি,
মনোসুখে তব বুকে রব নিরবধি;
মিটাইতে তব আশা—দোব মোর ভালবাসা,
ত্যজিব না তোমা, নিশি হলে অবসান।

মির্জ্জা। [সরাব পান করিয়া] তোমাকে আর প্রয়োজন হবে না। তুমি যাও। [কুর্ণিশ করিয়া বাঈজীর প্রস্থান] রক্ষি, নূতন আওরৎ।

গুণবতী আসিল।

গুণবতী। [একটু দূর হইতে] ওগো, আমাকে যবনের হাতে তুলে দিও না। ছেড়ে দাও—আমাকে ছেড়ে দাও।

মির্জ্জা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গুণবতী। কে তুমি?

মির্জ্জা। দেখছ না—প্রেমিক পুরুষ ; প্রেমের নেশায় মশগুল হয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছি। [অগ্রসর]

গুণবতী। সাবধান মোঘল, বাঙ্গালী মেয়ের গায়ে হাত দিও না।

মির্জ্জা। কেন—তোমার গায়ে আগুন আছে নাকি ?

গুণবতী। হ্যাঁ, তার উত্তাপে তুমি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মির্জ্জা। বেশ—তোমার কথাই পরীক্ষা করে দেখি। [ধরিতে উদ্যত]

গুণবতী। সুবাদার সাহেব—সুবাদার সাহেব !

মির্জ্জা। হাঃ-হাঃ-হাঃ. মীরজুমলা সুজার নিধনে ব্যস্ত সুন্দরি। দুর্গ সৈন্যশূন্য। মাত্র কয়েকজন রক্ষী ছাড়া এখানে আর কেউ নেই। এস সুন্দরী, নির্জ্জনে নিরালা কক্ষে খুশীমনে আমার পিপাসা মেটাও। [ধরিতে উদ্যত]

উদ্যত পিস্তলহস্তে বিজয় আসিল।

বিজয়। সাবধান কামান্ধ কুক্কুর ! আর এক পা এগুলে আমি তোমায় গুলি করব।

গুণবতী। বিজয় !

বিজয়। ভয় নেই গুণবতি ! আমার হাতে পিস্তল থাকতে পশুর সাধ্য সেই তোমাকে অপমান করে।

মির্জ্জা। কে তুমি অসমসাহসী যুবক ?

বিজয়। বাঙ্গালী।

মির্জ্জা। সংরক্ষিত রংমহলে তুমি প্রবেশ করলে কি করে ?

বিজয়। রক্ষীরা আপনার মত পশু নয়, তাই তারা বাধা না দিয়ে নারীর ধর্ম্ম রক্ষায় আমাকে সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়েছে।

জিজ্ঞাসা করি মোঘল-পশু, বাংলার দানাপানিতে জীবনধারণ করে বাঙ্গালীর মাথার মণি হরণ করবার দুঃসাহস আপনার হল কি করে? ভেবেছেন বুঝি দেশে মানুষ নেই? আপনার মত অত্যাচারী মোঘলের কঠোর শাসন আর শোষণে বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্য ম্লান হয়ে গেছে, বীরত্বের অপমৃত্যু ঘটেছে—না? দেখে নিন্ মোঘল শয়তান, বাঙ্গালীর শক্তি সাহস আর বীরত্ব।

মির্জ্জা। তোমার সাহসের প্রশংসা করি বাঙ্গালী যুবক। স্বীকার করি, বাংলার অসংখ্য মেষের মধ্যে তুমি একজন সিংহ। কিন্তু তুমি পরাধীন। পরাধীন জাতির শাসকের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানো শুধু অন্যায় নয়, গুরুতর অপরাধ। সেই অপরাধে আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলুম।

সশস্ত্র মীরজুমলা আসিতেছিল। কক্ষমধ্যে মির্জ্জাবেগের কথা শুনিয়া দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইল, গুণময় আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া মীরজুমলাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল; মীরজুমলা ইঙ্গিতে তাহাকে একখানি তরবারি আনিতে বলিয়া কালো বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে গুণময় তরবারি আনিয়া মীরজুমলাকে দিয়া চলিয়া গেল।

গুণবতী। বিজয়, তুমি পালাও, আমার জন্য জীবন দিও না।

বিজয়। জীবন দোব না গুণবতি, তোমার অপমানের প্রতিশোধে আমি এই পশুর জীবন নোব।

মির্জ্জা। উদ্ধত যুবক, মৃত্যু তোমার সামনে।

গুণবতী। বিজয়!

বিজয়। নির্ভয় গুণবতি! মায়ের মৃত্যুঞ্জয়ী ছেলে বিজয় মৃত্যুকে জয় করে তোমাকে উদ্ধার করবে এই দুর্গন্ধ নরক হতে।

সর্ব্বাঙ্গ কালো বস্ত্রে ঢাকিয়া মীরজুমলা আসিল। কালো বস্ত্রে তাহার মুখ পর্য্যন্ত ঢাকা ছিল।

মীরজুমলা। মৃত্যুকে জয় করতে পারবে যুবক?

বিজয়। আপনি কে?

মীরজুমলা। তুমি বাহুবলের পরিচয় দিলেই আমার পরিচয় পাবে। বল যুবক, মৃত্যুর সংগ্রামে জয়ী হতে পাববে?

বিজয়। পারব।

মীরজুমলা। তবে পিস্তল দাও। [বিজয় মীরজুমলাকে পিস্তল দিল] তরবারি গ্রহণ করুন রাজপ্রতিনিধি। বাঙ্গালীকে মোঘল-শক্তির পরিচয় দিন। [তরবারি ছুঁড়িয়া দিল, মির্জ্জাবেগ লুফিয়া লইল। পরক্ষণেই মীরজুমলা কটিবদ্ধ কোষ হইতে তরবারি লইয়া] তুমিও তরবারি নাও বাঙ্গালী যুবক। বাহুবলের পরীক্ষা দাও। [বিজয়কে তরবারি দিল]

মির্জ্জা। কে তুই ছদ্মবেশি?

মীরজুমলা। ধর্ম্মের গোলাম।

মির্জ্জা। দাঁড়া রাজদ্রোহি, যুবককে হত্যা করে আমি তোর শিরচ্ছেদ করব।

বিজয়। আগে নিজের শির বাঁচান। [আক্রমণ]

[উভয়ের যুদ্ধ, বিজয়ের প্রচণ্ড আক্রমণে মির্জ্জাবেগের তরবারি হস্তস্খলিত হইল—মির্জ্জাবেগের তরবারির আঘাতে বিজয়ের কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতেছিল]

মীরজুমলা। তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙ্গালী বীর। সত্যই তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী।

বিজয়। লম্পটকে আমি হত্যা করব।

মীরজুমলা। লম্পটের শাস্তির ভার বিচারকের হাতে অর্পণ কর বীর।

বিজয়। বেশ, তাই হোক। আপনার তরবারি নিন।

[বিজয় তরবারি দিল, মীরজুমলা কোষবদ্ধ করিল]

গুণবতী। তোমার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে বিজয়।

বিজয়। পিশাচের রক্ত নেওয়া হল না গুণবতি, আমার রক্ত দিয়ে আমি তোমার অপমানের কালি ধুয়ে দোব।

গুণবতী। তোমার মহত্ত্বের স্নিগ্ধ ধারায় আমার অপমানের জ্বালা জুড়িয়ে গেছে বিজয়।

বিজয়। তবে এস গুণবতি, উজিরের কাছে লম্পটের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আমরা গড়কাশিমপুরে ফিরে যাই। রণক্ষেত্র হতে সুবাদার সাহেব ফিরে এলে এঁর বিচার হবে।

[মীরজুমলার ছদ্মবেশ উন্মোচন]

মীরজুমলা। সুবাদার তোমার অভিযোগ শুনেছে বীর। সেলাম জনাব। [মির্জ্জাবেগকে কুর্ণিশ করিল]

বিজয়। আপনিই বাংলার ভাগ্যবিধাতা? হে মহান্ বঙ্গেশ্বর, গ্রহণ করুন আপনার নির্য্যাতিত সন্তান-সন্ততির আভূমিনত শ্রদ্ধার সেলাম।

[বিজয় ও গুণবতী কুর্ণিশ করিল]

মির্জ্জা। সুবাদার, ছদ্মবেশে শত্রুর ভূমিকা নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্য কি?

মীরজুমলা। বীরের বীরত্ব পরীক্ষা।

মির্জ্জা। স্মরণ রেখো সুবাদার, আমি তোমার সম্রাটের প্রতিনিধি।

মীরজুমলা। প্রতিনিধি বলেই অন্যায় করে এখনো উঁচু মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। নইলে, নারীলোলুপ হীংস্র শয়তানের রক্তে এতক্ষণ রংমহল লাল হয়ে যেতো।

মির্জ্জা। সুবাদার!

মীরজুমলা। জনাব!

মির্জ্জা। বিদ্রোহী সুজার সংবাদ কি?

মীরজুমলা। শাহাজাদা সুজা প্রাণভয়ে সপরিবারে আরাকানের দিকে পালিয়ে গেছে।

মির্জ্জা। আপনি তার পশ্চাদ্ধাবন করেননি কেন?

মীরজুমলা। প্রয়োজন বুঝিনি—তাই।

মির্জ্জা। আচ্ছা, আপনার কথা আমি সম্রাটকে জানাব।

মীরজুমলা। আর আপনার এই লাম্পট্যের চমকপ্রদ কাহিনী বেশ ফলাও করে আমিও পৌঁছে দোব দিল্লীর দরবারে।

মির্জ্জা। নারীকে আমি হরণ করিনি।

বিজয়। গুণবতি!

গুণবতী। মিথ্যা কথা। মুসলমানেরা আমার শিবিকা আক্রমণ করে আমাকে হরণ করেছে।

মীরজুমলা। রাজপ্রতিনিধি!

মির্জ্জা। তারা মুসলমান নয়। [গমনোদ্যোগ]

মীরজুমলা। তবে তারা কে?

মির্জ্জা। জানি না।

মীরজুমলা। তাহলে নারীকে রংমহলে আনলে কে?

মির্জ্জা। এক বাঙ্গালী।

মীরজুমলা। তার পরিচয়?

মির্জ্জা। বাংলার পথে খুঁজে নেবেন। [প্রস্থান।

গুণবতী। একি সত্য জাঁহাপনা?

মীরজুমলা। আমি অনুসন্ধান করব মা। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বিজয়, এ পিস্তল কার?

বিজয়। আমার দাদুর।

মীরজুমলা। তোমার দাদুর নাম কি?

রণবেশে সশস্ত্র স্মরণ সিং আসিল।

স্মরণ। [কুর্ণিশ করিয়া] স্মরণ সিং।

বিজয়। দাদু! [স্মরণ সিংয়ের পদধুলি গ্রহণ]

গুণবতী। আমারও প্রণাম নিন দাদু। [পদধূলি লইল]

স্মরণ। বিজয়! গুণবতি! যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে এসে গুণময়ের মুখে সব কথা শুনে আমি আকুল আগ্রহে জাঁহাপনার আহ্বানের প্রতীক্ষা করছিলুম। গুণময়ের মুখে জাঁহাপনার আহ্বান পেয়ে আমি এসেছি তোমাদের আশীর্ব্বাদ দিতে।

গুণবতী। দাদা এসেছে দাদু?

গুণময় আসিল; তাহার কপালে রক্ত।

গুণময়। তোর উদ্ধারের জন্যে মসজিদে আল্লা ভগবানের পায়ে আমি এতক্ষণ মাথা ঠুকছিলুম গুণবতি।

বিজয়। গুণবতীর জন্যে মাথা ঠুকে তুমি যে কপাল ফাটিয়ে ফেলেছ গুণময়।

গুণময়। আমার ফাটা কপাল ফেটে ফুটিফাটা হয়ে গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই বিজয়, দুঃখ শুধু তোমার জন্যে। গুণবতীর জন্যে কপালকে তুমি যে একেবারে রক্তারক্তি করে ফেলেছ! গুণবতি! এখনও অহঙ্কারের উচ্চাসনে বসে আছিস? নীচে নেমে আয় বোন। ধর্ম্মরক্ষক দেবতার পায়ে মাথা নত করে কৃতজ্ঞতা নিবেদন কর। প্রীতির হস্তে মুছিয়ে দে রক্তধারা। আমাকে শত্রু ভেবে আমার কথা উপহাসে উড়িয়ে দিসনে বোন। চেয়ে দেখ, আমি তোর শত্রু নই।

গুণবতী। আমাকে ক্ষমা কর দাদা। [পদ ধারণ]

গুণময়। পাষাণ গলেছে বিজয়। আমার কপাল ফাটানো সার্থক। [হাত ধরিয়া তুলিল] এই আনন্দের দিনে আপনি নীরব আছেন কেন মহারাজ?

স্মরণ। আমি ও সম্ভাষণের যোগ্য নই গুণময়।

মীরজুমলা। আপনার যোগ্য সম্মান আমি ফিরিয়ে দোব মহারাজ।

স্মরণ। জাঁহাপনা!

মীরজুমলা। যুদ্ধে যাবার আগে আপনার মুখে আমি আনন্দ রায়ের জালিয়াতির কথা সব শুনেছি। একা যুদ্ধে যোগদান করে আপনি সম্রাটের আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করেছেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবও আপনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করবেন না। আপনার রাজভক্তি আর আনন্দ রায়ের জালিয়াতির কথা আমি সম্রাটকে জানাব। বাদশাহী ফৌজের অসির তীক্ষ্ণতা জালিয়াৎ আনন্দ রায়ের চক্রান্তের জাল শত ছিন্ন করে আপনাকে সৌভাগ্যের আসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবে।

স্মরণ। সেই অনাগত সুখের ভবিষ্যৎকে অভিনন্দন জানিয়ে মহান বঙ্গেশ্বরের চরণে প্রার্থনা করি—আপনার মহত্বের শুভ্রালোকে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ অমা রজনীর অবসান হয়ে যদি কোনদিন স্মরণ সিংহের

ভাগ্যাকাশে সুখের সূর্য্য উদিত হয়, তাহলে সেদিন সৌভাগ্যের সিংহাসনে আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই আমার দৌহিত্র বিজয়কে।

বিজয়। দাদু!

স্মরণ। বিজয়! মহত্বের সাধনা, বীরত্বের শক্তি আর গুণের আদর্শে আজ তুমি মানুষের মনের সিংহাসন অধিকার করেছ। ভবিষ্যতে রাজসিংহাসনে বসে দরদী মন নিয়ে মানুষের সেবা করে তুমি রক্ষা করবে আমার সম্মান, আর বঙ্গেশ্বরের দেওয়া এই তরবারিতে আমি রক্ষা করব তোমার সৌভাগ্যের সিংহাসন।

[মীরজুমলাকে কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

গুণময়। আয় গুণবতি জাঁহাপনাকে সেলাম দিয়ে বিজয়ের গুণ-গান গাইতে গাইতে আমরাও বিজয়-গৌরবে গড়কাশিমপুর যাত্রা করি।

মীরজুমলা। একটু দাঁড়াও গুণময়।

গুণময়। জাঁহাপনা!

মীরজুমলা। তোমাকে আমার প্রয়োজন।

গুণময়। গুণময় গুণহীন জাঁহাপনা।

মীরজুমলা। না—তুমি গুণবান্, বুদ্ধিমান্। ভগ্নীর উদ্ধারে বিজয়ের পশ্চাতে মির্জ্জাবেগের সম্মুখে না গিয়ে আমার আগমন সংবাদ পেয়ে তুমি ছুটে গিয়েছিলে। তোমার বুদ্ধির জন্যই মির্জ্জাবেগ আজ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। আমি তোমাকে এই পাঞ্জা দিচ্ছি—প্রয়োজন হলে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। [পাঞ্জা দান, গুণময়ের গ্রহণ।]

গুণময়। প্রয়োজন হবে জাঁহাপনা। শয়তানের ধ্বংস আর মানুষের প্রতিষ্ঠা এই ভাঙাগড়ার অভিনয় আপনি না হলে সম্পূর্ণ

হবে না। পাপ ও ধর্ম্মের সংঘর্ষে আমি হবো সত্যের বার্ত্তাবহ-দূত। [কুর্নিশ করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ]

গুণবতী। দাদা!

গুণময়। অর্থের অহঙ্কারে তুই অন্ধকারে নেমে গেছিস গুণবতি। মহৎকে আশ্রয় করে আলোয় উঠে আসবার জন্যে আমি তোকে ওই মহতের পায়ে রেখে যাচ্ছি। ভুলের কাজল মুছে ভালো চোখে চেয়ে দেখ বোন, সামনে তোর কত আলো।

[প্রস্থান।

মীরজুমলা। পিস্তল নাও বিজয়। [পিস্তল দিল] আর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ গ্রহণ কর এই তরবারি। [নিজ কটী হইতে কোষবদ্ধ তরবারি খুলিয়া বিজয়কে দিল]

বিজয়। [নতজানু হইয়া তরবারি গ্রহণ করিল] জাঁহাপনা!

মীরজুমলা। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার জীবনযাত্রার পথ কুসুমিত হোক। মহত্বের গুণে লাভ কর তুমি মানুষের শুভেচ্ছা আর খোদাতালার আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান।

বিজয়। [উঠিয়া] এস গুণবতি।

গুণবতী। আমাকে ক্ষমা কর বিজয়। [পদ ধারণ]

বিজয়। তুমি আমার কাছে অপরাধ করনি গুণবতি। ওঠ। [হাত ধরিয়া তুলিল]

গুণবতী। তোমার মহত্বের এককণা আমাকে ভিক্ষা দাও বিজয়।

বিজয়। মনে প্রীতির প্রদীপ জ্বাল গুণবতি। মানুষকে ভালবাস। বিষ অমৃত হবে—জীবন হবে আনন্দময়—সফল হবে বড় হবার স্বপ্ন।

গুণবতী। আমাকে তোমার পায়ে ঠাঁই দাও বিজয়।

বিজয়। খুশীলাল তোমার পথ চেয়ে বসে আছে গুণবতি; তুমি তার বাগ্‌দত্তা। বাঞ্ছিতের পায়ে নিজেকে বিলিয়ে দাও। রাজপুত্র-বধূ হয়ে পূর্ণ কর জীবনের চাওয়া। এই কাঙালকে ক্ষমা কর গুণবতি। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গুণবতী। বিজয়!

বিজয়। যদি অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা না হয়, তাহলে বন্ধু বলে আমার হাত ধর গুণবতি। [হাত বাড়াইল]

গুণবতী। বিজয়! বিজয়! [বিজয়ের হাত ধরিল]

বিজয়। বিজয় তোমার দুর্দ্দিনের বন্ধু। রাজরাণী হয়ে সুখের সিংহাসনে বসে এই কাঙাল বন্ধুকে মনে রেখো গুণবতি। সম্মানের উচ্চাসনে বসে এই নিচের বন্ধুকে জানিও তোমার অন্তরের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

[গুণবতীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

—ঃ০ঃ—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদ—কক্ষ।

লোকেশ ও খুশীলাল আসিল।

লোকেশ। রাজকন্যার পাকা দেখা হল কুমার?

খুশীলাল। হ্যাঁ, আপনার নির্ব্বাচিত পাত্র দিলালপুরের জমিদার মহানন্দের সঙ্গেই হাসির বিয়ের ঠিক হয়ে গেল দেওয়ান মশাই। সামনের লগ্নেই বিয়ে।

লোকেশ। যাক্, একটা দুর্ভাবনা গেল। এবার মহারাজ ভাগাধরের কন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ের দিন স্থির করে ফেলুন।

খুশীলাল। গুণবতী মোঘলের হাতে।

লোকেশ। শুনলুম—তোমার বন্ধু বিজয় নাকি তার উদ্ধারে গেছে?

খুশীলাল। আমিও তাই শুনেছি।

লোকেশ। তাহলে মোঘলের ঘর থেকে গুণবতী ফিরে এলেই—

খুশীলাল। দেওয়ান মশাই!

লোকেশ। রাগ করছ কেন কুমার? ও, বুঝেছি—যবনের ঘরে রাত কাটিয়ে আসছে বলে গুণবতীকে তুমি বিয়ে করতে চাও না। তা ও বিয়ে না করাই ভাল কুমার। যবন তার সারা দেহে পাপের কালি মাখিয়ে দিয়েছে। বিয়ে তো দূরের কথা, তার সঙ্গে আজ কথা বলতেও ঘৃণা হয়।

খুশীলাল। আমি গুণবতীর জন্য চিন্তা করিনি দেওয়ান মশাই।

লোকেশ। তবে তোমার চিন্তা কি?

খুশীলাল। রাজ-সিংহাসনের। পিতা আমাকে রাজসিংহাসন দেবেন না।

লোকেশ। ও, তাই নাকি? তাহলে—

খুশীলাল। আপনি একটা উপায় স্থির করুন দেওয়ান মশাই।

লোকেশ। মহারাজ স্বেচ্ছায় সিংহাসন না দেন, তুমি কৌশলে অধিকার কর।

খুশীলাল। কোন কৌশলে—

লোকেশ। মহারাজকে বন্দী করে।

খুশীলাল। পিতাকে বন্দী!

লোকেশ। স্বার্থের কাছে পিতামাতার বিচার নেই কুমার। তার প্রমাণ দিল্লীশ্বর ঔরংজীব। পিতাকে বন্দী করে তিনি বসেছেন দিল্লীর মসনদে। তুমি ঔরংজীবের নীতি অনুসরণ কর কুমার।

খুশীলাল। তাই করব দেওয়ান মশাই। আপনার নির্দ্দেশিত পথেই চলব।

অমৃত আসিল।

অমৃত। রাজকুমার! [নমস্কার করিল]

খুশীলাল। অমৃত যে, সংবাদ কি?

অমৃত। অশুভ।

লোকেশ। তুমি ভাগ্যধরের কর্ম্মচারী নয়?

অমৃত। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

লোকেশ। ভাগ্যধর কোথায়?

অমৃত। ভাগ্যের কাছে ছেলের ধ্বংস আর মেয়ের কল্যাণকামনা করছেন।

খুশীলাল। কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে তুমি আমার কাছে কেন অমৃত?

অমৃত। চাকরীর আবেদন জানাতে।

খুশীলাল। ভাগ্যধরের চাকরী কি হল?

অমৃত। জবাব হয়ে গেছে।

লোকেশ। কেন?

অমৃত। বড়বাবু খাতাপত্র সব পুড়িয়ে দিতেই তাঁর জালজোচ্চুরির ব্যবসার গণেশ উল্টে গেছে।

লোকেশ। শুনেছি তুমিও নাকি জাল করতে জান?

অমৃত। আগে জানতুম না। পেটের জ্বালায় চাকরী করতে এসে দায়ে পড়ে শিখতে হয়েছে। নকল আর জাল করতে না জানলে আজকাল মুহুরীর কাজ মেলে না দেওয়ান মশাই। সরকারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যে অধিকাংশ ব্যবসাদার আজকাল আসল নকল খাতা তৈরী করায়। কিন্তু আমি নিজে নকল নই দেওয়ান মশাই।

খুশীলাল। আমি তোমাকে জানি অমৃত।

অমৃত। তাহলে গরীবকে একটা চাকরী দিয়ে অনাহারের হাত থেকে বাঁচান রাজকুমার।

খুশীলাল। দেওয়ান মশাই?

লোকেশ। তুমি রাজা হলে অমৃতের মত একজন হুঁসিয়ার মুহুরীর প্রয়োজন কুমার।

খুশীলাল। তাহলে অমৃত, সাত দিন পরে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। কেমন?

অমৃত। আজ্ঞে, তাই করব। [গমনোদ্যোগ]

ভাগ্যধর আসিল।

ভাগ্যধর। কুমার! কুমার! এই যে অমৃত। [হাত ধরিল]

অমৃত। একি! আমাকে ধরছেন কেন?

ভাগ্যধর। তুমি চোর।

খুশীলাল। চোর! অমৃত আপনার কি চুরি করেছে?

ভাগ্যধর। টাকা।

অমৃত। মেয়ের শোকে আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবু।

লোকেশ। হওয়াই স্বাভাবিক। একমাত্র মেয়ে দুদিন পরে রাজরাণী হতো। হঠাৎ সে লুঠ হয়ে গেল। লুঠেরা আবার হিন্দু নয়, মুসলমান। হতাশায় দুঃখে পাগল তো হবেই।

ভাগ্যধর। আমি কিন্তু পাগল হইনি দেওয়ান। দুঃখে একটু কাতর হয়েছি মাত্র। রাজকুমার, অমৃত আমার টাকা চুরি করে পালিয়ে এসেছে। আমি একে মহারাজের কাছে নিয়ে যাব।

অমৃত। আপনি তো সাংঘাতিক লোক বাবু! চাকরী খেলেন, অপবাদ দিলেন, আবার শাস্তিও দিতে চান?

ভাগ্যধর। হ্যাঁ, তুমি চোর।

অমৃত। না।

ভাগ্যধর। মিথ্যা বলে রেহাই পাবে না অমৃত। ভুল করে টাকার তবিলটা আমি সিন্দুকের উপর রেখেছিলুম, অভাবের জ্বালায় তুমি সেই তবিল চুরি করেছ।

অমৃত। আমি অভাবী, কিন্তু চোর নই।

ভাগ্যধর। গুণবতী লুণ্ঠিতা, গুণময় নিরুদ্দেশ, নির্ম্মাল্য ছেলে-মানুষ, তুমি ছাড়া এ বাড়ীতে আর কেউ ছিল না অমৃত।

অমৃত। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি।

ভাগ্যধর। মিথ্যাবাদী চোর। [অমৃতের গালে চড় মারিল]

অমৃত। বিনা দোষে আপনি আমাকে মারলেন বাবু?

ভাগ্যধর। টাকা না দিলে আমি তোমাকে কয়েদ খাটাব।

অমৃত। আমি টাকা নিইনি।

শূন্য তবিলহস্তে নির্ম্মাল্য আসিল।

নির্ম্মাল্য। টাকা আমিই নিয়েছি বাবা। এই নাও তবিল। [শূন্য তবিল ফেলিয়া দিল]

ভাগ্যধর। নির্ম্মাল্য, তুই টাকা নিয়েছিস?

নির্ম্মাল্য। হ্যাঁ বাবা।

লোকেশ। কেন নিয়েছ নির্ম্মাল্য?

নির্ম্মাল্য। পাঠশালা হতে ফিরে আসবার সময় দেখলুম, কানাই সামন্ত গাছতলায় বসে কাঁদছে। তার ঘর-বাড়ী বাবা কেড়ে নিয়েছে। ক্ষিধের জ্বালায় তার ছেলেমেয়েরা কাঁদছে, তাই টাকা নিয়ে আমি তাকে দিয়ে এসেছি।

লোকেশ। কি ভাগ্যধর, তোমার ছেলে যে দৈত্য-কুলের প্রহ্লাদ হয়ে দাঁড়াল?

নির্ম্মাল্য। আমি প্রহ্লাদের কথা পড়েছি দেওয়ান মশাই।

ভাগ্যধর। পাজি বদমাস। আজ আমি তোকে চোরের শাসন করব।

নির্ম্মাল্য। আমাকে যত পার শাসন কর বাবা—কিন্তু তুমি—

নির্ম্মাল্য। **গীত।**

মানুষেরে আর কাঁদিও না।
ভুলিয়া সততা, ন্যায় সরলতা, মিথ্যার পূজা সাজিও না।
কাণ পেতে শোন কাঁদে দিদি মোর,
অপমানে তার ঝরে আঁখিলোর,
টাকার নেশায় এই দুনিয়ায় পাপের বিষাণ বাজিও না।

[প্রস্থান।

লোকেশ। ছেলে তোমার নাম ডোবালে ভাগ্যধর।

অমৃত। ধর্ম্ম এবার ভরাডুবি করবে। [প্রস্থানোদ্যোগ]

ভাগ্যধর। অমৃত!

অমৃত। এ মার আপনি একদিন ফিরে পাবেন। দুঃখে অমৃত মরবে না। আপনার উপর ভগবানের মার দেখবার জন্যে সে বেঁচে থাকবে।

[প্রস্থান।

ভাগ্যধর। এই ভিখিরীকে তুমি চাকরী দেবে কুমার?

খুশীলাল। হ্যাঁ।

ভাগ্যধর। ভিখিরীকে প্রশ্রয় দিও না কুমার। চাবুক খেতে যাদের জন্ম, আদর দিলে তারা মাথায় উঠবে। ভিখিরীকে দয়া নয়—দান নয়—সাহায্য নয়, শুধু দাও চাবুকের আঘাত।

আনন্দময় আসিল।

আনন্দ। কাকে চাবুক মারছো ভাগ্যধর?

ভাগ্যধর। ওই ভিখিরী অমৃতকে।

আনন্দ। সুধাময় ঠাকুরের ছেলে অমৃত?

ভাগ্যধর। অমৃতকে আপনি চেনেন মহারাজ?

আনন্দ। এতদিন গরলকেই আমি চিনেছি ভাগ্যধর; আকণ্ঠ পানও করেছি। কোনদিন চোখ মেলে দেখেনি—যা খাচ্ছি তা গরল না অমৃত। যা করছি, তা ন্যায় না অন্যায়। যে পথে ছুটেছি, সে পথ সরল না বন্ধুর।

লোকেশ। আজ হঠাৎ তাকে কেমন করে চিনলেন মহারাজ?

আনন্দ। হাসির বিষণ্ণ মুখ আর রাণীর ব্যথার বিলাপ আজ আমার অন্ধত্বকে দূর করে দিয়েছে লোকেশ, তাই আমি অমৃতকে চিনেছি। লাভক্ষতি বুঝেছি—মাথা নত করেছি ধর্ম্মের পদতলে।

ভাগ্যধর। ধর্ম্মের কাছে আপনি হার মেনেছেন, আমি হার মানব না।

[প্রস্থান।

আনন্দ। আজ না মানো, দুদিন পরে মানতেই হবে ভাগ্যধর। খুশীলাল, লোকেশ, আজই আমি ঢাকা যাত্রা করব।

খুশীলাল। ঢাকা যাবেন কেন পিতা? দেওয়ান মশাই তো রাজস্ব দিয়ে এলেন।

আনন্দ। আমি রাজস্ব দিতে যাব না খুশীলাল, যাব স্মরণ সিংহের সংবাদ নিতে।

খুশীলাল। আমরা থাকতে আজ আপনি হঠাৎ স্মরণ সিংকে স্মরণ করলেন কেন পিতা?

আনন্দ। আজ আমি সত্যের শরণ নিয়েছি খুশীলাল, তাই তাকে স্মরণ করছি।

লোকেশ। আপনার পরিবর্ত্তন দেখে মনে হচ্ছে আপনি অসুস্থ মহারাজ।

আনন্দ। না লোকেশ, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

লোকেশ। না মহারাজ, আপনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। কুমার, তুমি মহারাজের বিশ্রামের ব্যবস্থা কর।

আনন্দ। বিশ্রামের প্রয়োজন নেই খুশীলাল, আমি এখুনি ঢাকা যাব। ঢাকা হতে স্মরণ সিংকে নিয়ে এসে তার রাজ্য তার হাতে তুলে দিয়ে হাসির জন্য তার দৌহিত্রকে আমি ভিক্ষা চেয়ে নোব।

খুশীলাল। আপনি বিজয়ের সঙ্গে হাসির বিয়ে দিতে চান পিতা?

আনন্দ। চাই নয়, বিয়ে দোব।

লোকেশ। কিছুক্ষণ আগে আপনি দিলালপুরের জমিদারের সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকাপাকি করেছেন মহারাজ।

আনন্দ। সে সম্বন্ধ ভেঙে দোব।

খুশীলাল। আমি থাকতে নয়।

আনন্দ। হাসি আমার মেয়ে খুশীলাল।

লোকেশ। ঠিক কথা, এতে তোমার বাধা দেওয়া উচিত নয় কুমার। [আড়চোখে ইঙ্গিত করিল]

খুশীলাল। বেশ, আমি চলে যাচ্ছ।

[প্রস্থান।

আনন্দ। যাও, আমিও বিজয়ের কাছে যাচ্ছি। ভাগ্যধরের কন্যার উদ্ধারে বিজয় ঢাকায় গেছে। আমি সেখানেই তার সঙ্গে দেখা করব।

হাসি আসিল।

হাসি। বিজয় ফিরে এসেছে বাবা।

আনন্দ। তুই কি করে সংবাদ পেলি মা?

হাসি। দাসী বললে, গুণবতীকে উদ্ধার করে বিজয় আর তার দাদু ফিরে এসেছে।

আনন্দ। স্মরণ সিং ফিরেছে? যাক্, নিশ্চিন্ত হলুম। চল মা, আমরা তাদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

হাসি। তুমি বিজয়ের বাড়ী যাবে বাবা?

আনন্দ। হ্যাঁ মা, আমার সঙ্গে আয়।

খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। আমার সঙ্গে আসুন পিতা?

আনন্দ। কোথায় খুশীলাল?

খুশীলাল। কারাগারে।

হাসি। দাদা!

খুশীলাল। কারাগারে পিতার বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছি হাসি।

আনন্দ। খুশীলাল!

লোকেশ। একি কথা কুমার? মহারাজকে তুমি—

খুশীলাল। বন্দী করব। আসুন পিতা, আপনাকে কারাগারে রেখে আমি সিংহাসনে বসব।

আনন্দ। কী—আমাকে বন্দী করে তুমি রাজা হবে খুশীলাল? লোকেশ, বিপদের তূর্যধ্বনি কর—রণসর্দ্দারকে সংবাদ দাও—খুশীলালকে বন্দী কর।

লোকেশ। যাচ্ছি মহারাজ। [গমনোদ্যোগ]

খুশীলাল। সাবধান দেওয়ান মশাই! [পিস্তল ধরিল] এক পা বাড়ালে আমি গুলি করব। শৃঙ্খল নিন। [শৃঙ্খল ছুঁড়িয়া দিল] পিতাকে বন্দী করুন।

হাসি। দাদা, ছেলে হয়ে তুমি বাবাকে বন্দী করবে?

খুশীলাল। হ্যাঁ।

লোকেশ। অন্যায় কাজ হতে বিরত হও কুমার। পিস্তল ফেলে পিতার পদতলে ক্ষমা চেয়ে নাও। উনি তোমার জন্মদাতা পিতা। সিংহাসনের লোভে ভুলে যেও না কুমার—সেই পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতাহি—

খুশীলাল। আপনি বন্দী করবেন কিনা আমি তাই জানতে চাই।

আনন্দ। লোভী শয়তানকে বন্দী কর লোকেশ।

লোকেশ। কুমারকে বন্দী করব?

আনন্দ। আমার আদেশ পালন কর দেওয়ান।

খুশীলাল। পিতাকে বন্দী করুন দেওয়ান মশাই!

লোকেশ। না-না, কুমার! আমি তোমার আদেশে অন্নদাতা প্রভুকে বন্দী করতে পারব না। বিপদে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, হাত ধরে যিনি সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছেন, যার স্নেহের সুশীতল ছত্রছায়ায় বাইশ বছর নিরাপদে জীবন কাটাচ্ছি—সেই আশ্রয়দাতা বিপদত্রাতা মহান দেবতাকে আমি বন্দী করতে পারব না।

খুশীলাল। তাহলে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন দিতে হবে।

লোকেশ। আমাকে হত্যা করো না কুমার। আমি তোমার আদেশ নতশিরে পালন করছি। [আনন্দকে বন্দী করিল]

হাসি। অকৃতজ্ঞ—বেইমান!

লোকেশ। আমি নিরুপায় রাজকন্যা।

খুশীলাল। কারাগারে আসুন পিতা।

হাসি। রাজ্যের লোভে বাবাকে তুমি কারাগারে বন্দী করো না দাদা। দুঃখ দিয়ে বাবাকে তুমি পাগল করো না। বাবা,

রাজমুকুট দাদার মাথায় পরিয়ে দিয়ে চল আমরা প্রাসাদ ছেড়ে চলে যাই।

আনন্দ। রাজ্য আর রাজমুকুট আমার নয় মা, স্মরণ সিংয়ের।

লোকেশ। হলেও, বিক্রয়-কোবালা দলিল আর দখলিকার স্বত্বে রাজসিংহাসন আজ আপনার মহারাজ।

আনন্দ। তবু আমি এই লোভী শয়তানকে রাজা বলে স্বীকার করে দেশের সর্ব্বনাশ করব না। খুশীলাল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে চল।

হাসি। মা পাগল, তুমি কারাগারে যাচ্ছ, আমি কার কাছে থাকব বাবা?

খুশীলাল। শ্বশুরবাড়ী থাকবি। নির্দ্ধারিত লগ্নেই আমি তোর বিয়ে দোব!

পাগলিনী অপরূপা আসিল।

অপরূপা। ওগো, তোমরা শাঁক বাজাও, উলু দাও, বর এসেছে, আমার হাসির বর এসেছে। হাসি—হাসি, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? মালা নিয়ে আয়। বিজয় বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে। লগ্ন বয়ে যায়, শুভদৃষ্টি করে বরের গলায় মালা দে! ওই যাঃ! লগ্ন ভস্ম হয়ে গেল। হাঃ-হাঃ-হাঃ, হাসির বিয়ে হল না—হাসির বিয়ে হল না। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

খুশীলাল। চুপ কর্ পাগলি!

অপরূপা। কে? [মুখ হইতে এলোমেলো চুলগুলি সরাইয়া] কে তোমরা?

হাসি। মা!

অপরূপা। ও, তুই আমার হাসি নয়? হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই আমার জীবনের হাসি। কিন্তু আমার খুশী কোথায় গেল? কে কেড়ে নিলে আমার খুশীকে? [আনন্দকে বলিল] তুমি। তুমি আমার হাসিকে ম্লান করেছ, খুশীকে কেড়ে নিয়েছ, আমাকে পাগল করেছ। একি! তোমার হাতে শেকল কেন? হাঃ-হাঃ-হাঃ—[করতালি] পাশা উল্টে গেছে। স্মরণদা—স্মরণদা, দেখবে এস তোমার বন্ধুর ভাগ্যের পরিবর্ত্তন। দর্পের বুকে পতনের পদাঘাত—মহাপাপীর চোখে অনুতাপের অশ্রুধারা—বঞ্চিতের অভিশাপে নির্য্যাতিতের হাহাকার। ধ্বংসের দেবতা জেগেছে। বিশ্বাস কর মানুষ, সংসারে সত্য আছে—ধর্ম্ম আছে—

ছন্নছাড়াবেশে বিনয় আসিল।

বিনয়। আর আছে ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার।

অপরূপা। তার প্রমাণ—আমার স্বামীর হাতের এই শৃঙ্খল। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

বিনয়। মহারাজ বন্দী। বাঃ! বাঃ!

অপরূপা। আনন্দ কর, তোমরা সব আনন্দ কর। করতালি দিয়ে আনন্দের অট্টহাসি হাস। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

আনন্দ। বিনয়, আজ আমার দর্পের অবসান। অন্যায়ের প্রতিফল নিতে আমি কারাগারে যাচ্ছি।

বিনয়। যাবার আগে ওগো অত্যাচারী রাজা—

ভূষণ। **গীত ঃ**

অশ্রুধারায় এই দুনিয়ায় পরিণাম লিখে যাও।
অত্যাচারে নিলে যাহা কেড়ে আজি মোরে ফিরে দাও।

দুনিয়ার হাটে বেসাতি করিলে,
মিথ্যা ছলনায় অনেক হরিলে,
জমা হল কত পুঁজি তার হিসাব করিয়া নাও।

আনন্দ। বিনয়!

বিনয়। মহারাজ! কারার অন্ধকারে বসে অশ্রুমসী আর বেদনার লেখনীতে জীবনের হিসাব করুন। দেওয়ান মশাই, আপনারও হিসেব দেবার দিন আসছে।

[প্রস্থান।

লোকেশ। হিসেব আমি মিলিয়েই রেখেছি বিনয়। রাজকুমার আদেশ করলেই আমি দাখিল করব। যত কাজই আমার থাকুক, হিসাব আমার পড়ে থাকে না। [আনন্দকে লইয়া যাইবার জন্য খুশীলালকে ইঙ্গিত করিল]

খুশীলাল। আসুন পিতা।

হাসি। বাবা—বাবা। [জড়াইয়া ধরিল]

আনন্দ। ছেড়ে দে হাসি। আমাকে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দে। জীবনে আমি অনেক পাপ করেছি মা, আজ তার প্রায়শ্চিত্তের দিন এসেছে; তাই দুঃখের শেকল পরে কারাগারে যাচ্ছি। নিয়তি ডাকছে মা, তার কাছে আমায় হিসেব দিতে হবে! রাণি,—

অপরূপা। খোকা চুরি গেল! স্মরণদার খোকা চুরি হয়ে গেল। ভকত সিংএর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। খোকার আজ অন্নপ্রাশন। স্মরণদা, পয়সার লোভে তোমার দেহরক্ষী ভকত সিং খোকাকে চুরি করে পালিয়েছে। বৌদি—বৌদি! ওই যাঃ—খোকার শোকে বৌদি মরে গেল! নীরব হয়ে গেল আনন্দের নহবৎ। স্ত্রীপুত্রের শোকে স্মরণদা বন্ধুর হাতে রাজ্যভার দিয়ে ভারত-ভ্রমণে যাচ্ছে। গড়-

কাশিমপুরের প্রজারা পথের দুধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আর আমার স্বামী একচোখে হাসছে আর এক চোখে কাঁদছে। একহাতে বন্ধুর করমর্দ্দন করছে, আর একহাতে শানাচ্ছে শয়তানির ছুরি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—শয়তানের কিস্তি পড়েছে, এবার বাজীমাৎ হবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

হাসি। মা, বাবা তোমাকে ডাকছে।

অপরূপা। তোর বাবা? ও—আমাকে চাবুক মারবে বুঝি? দ্বিচারিণী বলে আমাকে বুঝি পদাঘাত করবে?

আনন্দ। না রাণি, ক্ষমা চাইব।

অপরূপা। ক্ষমা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে? খুশীলাল? আমার দেবতাকে তুমি বন্দী করেছ? লোকেশ, তুমি থাকতে আমার স্বামী এই পশুর হাতে লাঞ্ছিত হয় কেন?

লোকেশ। মহারাণি, আমি—

অপরূপা। কূট বুদ্ধিতে তুমি দিনকে রাত কর—শয়তানিতে মানুষকে জাহান্নামে পাঠাও—ভাষার ঐশ্বর্য্যে সতীকে পতিতা বলে জাহির কর, আর বাহুবলে এই পশুর হাত থেকে আমার দেবতাকে রক্ষা করতে পার না? বেশ, না পার আমাকে পিস্তল দাও। এই পশুটাকে—

খুশীলাল। মর পাগলি। [গুলি করিতে উদ্যত]

আনন্দ। [অপরূপার সম্মুখে যাইয়া] আমার বুকে গুলি বিদ্ধ কর খুশীলাল। তোমার হাতেই আমার জীবনের অবসান হোক।

খুশীলাল। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে পিতা। তবে পিস্তলের গুলিতে নয়, কারার নিবিড় অন্ধকারে অনাহারে তিলে তিলে।

[টানিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ]

হাসি। বাবা! বাবা।

আনন্দ। বিজয়ের কাছে পালিয়ে যা মা, স্মরণ সিংএর শরণ নে। এই পাপীর আশ্রয়ে থেকে তোর জীবনের সুখসাধ বলি দিসনি। আমি তোকে স্বাধীনতা দিয়ে যাচ্ছি মা—তার জোরে বিজয়কে স্বামিত্বে বরণ করে তুই সুখী হ। ওরে কে আছিস—স্মরণ সিংকে সংবাদ দে। তাকে বলে আয় মহাপাপী আনন্দ আজ স্মরণ সিংএর শরণাগত।

[অট্টহাস্যে খুশীলাল আনন্দকে লইয়া গেল।

অপরূপা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

হাসি। মা! বাবা কারাগারে চলে গেল। আমি বিজয়ের কাছে যাচ্ছি।

লোকেশ। বিজয়কে ভুলে যাও রাজকন্যা।

হাসি। আপনার আদেশ শুনতে আমি বাধ্য নই।

লোকেশ। রাজকন্যা!

হাসি। কৌশলে দাদাকে হাত করে বাবাকে কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে ভুলে যাবেন না দেওয়ান মশাই, আমি রাজকন্যা আর আপনি আমার পিতার বেতনভোগী কর্ম্মচারী।

[অপরূপা আপন মনেই হাসিয়া উঠিল]

লোকেশ। কী—আমাকে অপমান!

হাসি। ভৃত্য হয়ে শক্তির অহঙ্কারে রাজকন্যাকে আদেশ করলে শুধু অপমান নয়, পিঠে সইতে হবে রাজকন্যার পাদুকাঘাত।

[প্রস্থান।

অপরূপা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমরা দেখছ আমার সৌভাগ্য-সূর্য্যে গ্রহণ লেগেছে? আকাশের সূর্য্য গ্রহের হাত থেকে মুক্তি পায়, কিন্তু আমার সূর্য্য আর মুক্তি পাবে না। এই রাহুই তাকে গিলে খাবে।

লোকেশ। শুধু সূর্য্যকে নয়, তোমাকেও আমি গ্রাস করব। [অপরূপার হাত ধরিল]

অপরূপা। হাঃ-হাঃ-হাঃ, আমার সর্ব্বস্ব গ্রাস করবার জন্যে রাহুর পাপ-রসনাটা লকলক করছে। মর পশু, পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মর।

লোকেশ। এস মহারাণি, আমার কামানলে তোমার নারীত্ব আহুতি দাও। [আকর্ষণ]

সশস্ত্র বিজয় আসিল।

বিজয়। বিনয় মামা! বিনয়—[বিজয়ের আগমনে লোকেশ অপরূপার হাত ছাড়িয়া দিল] একি! দেওয়ান মশাই, আপনি মহারাণীর হাত ধরেছেন কেন?

লোকেশ। তার কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দোব না।

বিজয়। দিতে হবে পিশাচ। [অগ্রসর]

লোকেশ। [ত্বরিতে বিজয়ের কটির অস্ত্র কাড়িয়া লইল]

বিজয়। শয়তান!

লোকেশ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অপরূপা। [করতালি] বাঃ-বাঃ! আলো আঁধারের সংগ্রাম বেধেছে। ন্যায়ের নিধনে অন্যায়ের হাতে গর্জ্জে উঠেছে ধ্বংসের তরবারি। প্রকৃতির বুকে রণবাদ্য বাজছে। নিয়তি হাসছে অট্টহাসি। ওরে, কে আছিস সত্যাশ্রয়ী, ন্যায়ের হাতে অস্ত্র দিয়ে যা। অন্যায়ের ধ্বংস হোক।

বিজয়। মহারাণি!

অপরূপা। ওই—কারাগারে দুঃখের শৃঙ্খল পরে আমার স্বামী

কাঁদছে। খুশীলাল সাজাচ্ছে তার মৃত্যুশয্যা। ওগো, তোমরা দেখবে এস। পাপ করে আমার স্বামী কত কাঁদছে! ও—আমার স্বামীর বিপদে তোমরা সবাই হাসছো? হাস—হাস! আজ তোমাদের হাসবার দিন। হাঃ-হাঃ-হাঃ— [প্রস্থান।

বিজয়। মহারাজ বন্দী!

লোকেশ। তুমিও আমার বন্দী বিজয়।

তরবারিহস্তে হাসি আসিল।

হাসি। বিজয়কে জয় করা অত সহজ নয় শয়তান!

বিজয়। হাসি!

হাসি। তরবারি নাও বিজয়। শয়তানকে হত্যা করে আমার বাবাকে যদি ক্ষমা করতে পার, তাহলে তাকে কারামুক্ত কর।

[তরবারি দিয়া প্রস্থান।

বিজয়। আসুন দেওয়ান মশাই, আমাকে বন্দী করুন।

লোকেশ। বিদ্রূপ রেখে মৃত্যুকে স্মরণ কর শত্রু। [আক্রমণ]

[উভয়ের তুমুল যুদ্ধ, লোকেশের পরাজয়]

বিজয়। মৃত্যু আপনার সামনে দেওয়ান মশাই। আসুন, তাকে আলিঙ্গন দিন। [হত্যায় উদ্যত]

উদ্যত পিস্তলহস্তে খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। মৃত্যু তোমারই শিয়রে বিজয়!

উদ্যত পিস্তলহস্তে জগদীশ আসিল।

জগদীশ। হুঁশিয়ার রাজকুমার!

খুশীলাল। কে?

জগদীশ। বিজয় ভায়ার দাদু। অবাক হয়ে দেখছ কি রাজকুমার? আমি তোমার অপরিচিত হলেও তোমার বোন হাসির পরিচিত। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। দিদিভাইকে সংবাদ দাও—বল, তার পাগলা দাদু এসেছে।

খুশীলাল। হাসির দেখা মিলবে না।

[প্রস্থান।

জগদীশ। না মেলে আর কি করব! পরের উপর তো জোর নেই। একি, লোকেশ! তুমি এখানে?

বিজয়। দেওয়ান মশাইকে আপনি চেনেন দাদু?

জগদীশ। ভালভাবেই চিনি ভাই। আমার জীবনে ওর পরিচয় রক্তাক্ষরে লেখা আছে। ও শয়তানের কথা থাক্ দাদুভাই, তোমার নিজের কথাই বল। গ্রামে এসে শুনলুম তুমি বিনয় মামার খোঁজে রাজবাড়ী এসেছ; তাই আমি তোমাকে রাজবাড়ীতে খুঁজতে এসেছি।

বিজয়। এই দেওয়ান মশায়ের অত্যাচারেই আমার আশ্রয়দাতা বিনয় মামার স্ত্রীপুত্র বিনাচিকিৎসায় তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করেছে দাদু। শত চেষ্টাতেও আমি তাদের মুখে এক ফোঁটা ঔষুধ দিতে পারিনি। একঘরে করে শয়তান আমাকে হত্যা করতে পারেনি বলে আজ কৌশলে বন্দী করতে চায়।

লোকেশ। বন্দী নয়, আমি তোমাকে হত্যা করব।

জগদীশ। তার আগেই আমি তোমার বুকে এই পিস্তলের ছটা গুলি পর পর বিদ্ধ করে বেইমানির প্রতিশোধ নিতে পারি লোকেশ। তোমার রাজশক্তি ছুটে আসবার আগেই আমি তোমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে পারি, শুধু তার জন্য আমি আজও তোমাকে

ক্ষমা করে যাচ্ছি। মন বলছে—তোমাকে যখন পেয়েছি তখন তার দেখা নিশ্চয়ই পাব। চলে এস দাদুভাই, এই শয়তানের সামনে দাঁড়িও না; ও মানুষ নয়—জীবন্ত নরক। ওর নিঃশ্বাসে বিষ আছে। সেই বিষে আমার জীবন আজ বাইশ বছর জ্বলে পুড়ে ছারখার হচ্ছে। শোন লোকেশ, আমি তার সন্ধান করছি। যদি দেখা পাই, যদি শুনি তুমি আজও তাকে স্বীকৃতি দাওনি, তাহলে তোমার নিধনে আমার হস্তে গর্জ্জে উঠবে এই ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

বিজয়। মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন না দাদু?

জগদীশ। মনটা বড় খারাপ দাদুভাই, তাই তোমাদের বাড়ী যেতে পারলুম না। এবার যেদিন আসব, সেদিন তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। আজ আসি দাদুভাই।

[প্রস্থান।

বিজয়। আসুন দাদু! দেওয়ান মশাই! বাইশ বছর ধ্বংসের ছুরি শানিয়েও যাকে আপনি ধ্বংস করতে পারেননি, আজ সেই শত্রুর শক্তির পরিচয় আপনি পেয়েছেন। আশা করি আজকের অপমানে আপনার মন থেকে জিঘাংসা দূর হবে।

লোকেশ। না—আরও প্রবল হবে।

বিজয়। তাহলে এই বিজয়ী শত্রুর সামনে আবার আপনাকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে দেওয়ান মশাই। সেদিন আর মার্জ্জনা পাবেন না। [নিজ তরবারি কুড়াইয়া লইয়া] অচিরেই পাবেন বাইশ বছরের শত্রুতার চরম প্রতিশোধ। নমস্কার।

[প্রস্থান।

লোকেশ। ব্যর্থতা,—ব্যর্থতার দংশনে আমার সর্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিকের

জ্বালা! না—না—না। যন্ত্রণায় কাতর হয়ো না লোকেশ রায়। তোমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চল। কঠিন হস্তে উৎপাটন কর তোমার জীবন-পথের ওই বিষবৃক্ষের মূল। [প্রস্থানোদ্যোগ; একটি করুণ সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিল] কে কাঁদে? সাবিত্রী? না-না, আমি তোমার কান্না শুনব না। আমি তোমাকে স্বীকৃতি দোব না। বিজয়কে পুত্র বলে স্বীকার করব না। আমি তোমাদের ধ্বংস চাই। তোমাদের রক্তে আমি সৃষ্টির বুক হতে মুছে দিতে চাই আমার কলঙ্কের ইতিহাস।

[প্রস্থান।

—:•:—

দ্বিতীয় দৃশ্য ;

বিনয়ের বাড়ীর সম্মুখ।

ভাগ্যধর আসিল।

ভাগ্যধর। গুণবতি—গুণবতি।

তালাদ রহিম আসিল।

তালাদ। দিদিমণি বাড়ীতে আছে।

ভাগ্যধর। গুণবতীকে বিজয় আটকে রেখেছে কেন?

তালাদ। দাদাবাবু দিদিমণিকে আটকে রেখেছে!

ভাগ্যধর। নইলে সে বাড়ী যায়নি কেন?

তালাদ। লজ্জায়।

ভাগ্যধর। মিথ্যে কথা। বিজয় তাকে যেতে দেয়নি। মিষ্টি কথায় বলছি, গুণবতীকে এখনই ছেড়ে দাও, নইলে তুমি কঠিন শাস্তি পাবে।

গুণবতী আসিল।

গুণবতী। কাকে শাস্তি দেবে বাবা, বিজয় যে আমার ধর্ম্মরক্ষক দেবতা।

ভাগ্যধর। ও, দেবতা না একেবারে ভগবান!

গুণবতী। উপহাস করো না বাবা। তুমি জান না বিজয় কত মহৎ।

ভাগ্যধর। বিজয় তোকে যাদু করেছে গুণবতি! তাই তার গুণগানে তুই পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিস। তুই জানিস না মা—এটা বিজয়ের একটা চাল।

তালাদ। হুঁসিয়ার বেইমান! টাকার গরবে দাদাবাবুর নামে মিথ্যে বদনাম দিলে আমি তোমার টাকার গরম ঠাণ্ডা করে দোব।

বিজয় আসিল।

বিজয়। ধনী মহাজনের সঙ্গে ঝগড়া করছ কেন তালাদ দাদা?

তালাদ। ধনী মহাজন বলছে—তুমি জালিয়াৎ।

ভাগ্যধর। হ্যাঁ, বিজয় সাপ হয়ে কামড়ে আবার রোজা হয়ে ঝেড়েছে।

বিজয়। তার মানে?

ভাগ্যধর। মানে, তুমি গুণবতীকে মোঘলের হাতে তুলে দিয়ে আবার লোক দেখানো তুমিই উদ্ধার করেছ।

গুণময় আসিল।

গুণময়। উপকারের পুরস্কার পেয়েছ বিজয়?

বিজয়। পেয়েছি গুণময়।

গুণময়। ও হল গলাকাটা জাত, মানে সুদখোর কসাই। পাঁচ টাকা ধার দিয়ে ভোঁতা কাস্তে করে ও মানুষকে জবাই করে পাঁচশো টাকা আদায় করে।

ভাগ্যধর। গুণময়!

গুণময়। কেউটে সাপ দেখেছ বিজয়? কাল মিশমিশে? জমির আলের গর্ত্তয় লুকিয়ে থাকে। মানুষের ছায়া দেখলে ছোবল মারে। ও সেই কাল-কেউটে। দুধ কলা দিয়ে ওকে যতই পেয়ার কর, তাল পেলে ছোবল মারবেই। ওর ওষুধ কি জানো? লাঠৌষধি!

ভাগ্যধর। আর তোর লুটের শাস্তি কি জানিস? শূল। মহারাজের বিচারে আমি নিজের হাতে তোকে শূলে বসিয়ে দোব।

বিজয়। মহারাজ বন্দী।

ভাগ্যধর। মহারাজ বন্দী!

তালাদ। শুনছ বেইমান, রাজার পরিণাম? বুঝতে পারছ বিচারক আছে? এখনও সময় আছে—ঠগবাজি জালিয়াতি শয়তানি ছেড়ে এই সব ভাল মানুষদের সঙ্গে মিশে আমার মত জাতে ওঠ। নইলে ফাঁকির চাকি দেখিয়ে চিরদিন ধর্ম্মকে ফাঁকি দিলে সব হারিয়ে ফাঁকের ঘরে বসে তোমাকেও কাঁদতে হবে ওই জালিয়াৎ রাজার মত।

[প্রস্থান।

ভাগ্যধর। হুঁ—রাজার মত হলেই হল?

গুণময়। রাজাকে বন্দী করেছে কে বিজয়?

বিজয়। খুশীলাল।

ভাগ্যধর। তবে তো ভালই হয়েছে। আমার ভাবী জামাতাই করবে তোর লুঠের বিচার।

খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। ও সুখের কল্পনা মন হতে মুছে ফেলুন।

ভাগ্যধর। কেন কুমার?

খুশীলাল। আপনার কলঙ্কিনী মেয়েকে আমি বিয়ে করব না।

গুণবতী।
ভাগ্যধর। } কুমার!

বিজয়। তুমি বিশ্বাস কর খুশীলাল, গুণবতী কলঙ্কিনী নয়।

লোকেশ আসিল।

লোকেশ। নয় বললেই ত সমাজ শুনবে না বিজয়! ভাগ্যধরের মেয়ে যে যবনের ঘরে রাত কাটিয়ে এসেছে।

গুণবতী। না-না, তুমি বিশ্বাস কর কুমার, যবন আমাকে স্পর্শ করবার আগেই বিজয় বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ছিনিয়ে নেয়।

খুশীলাল। তোমাকে উদ্ধার করবার পিছনে বিজয়ের অনেক স্বার্থ আছে।

গুণময়। কি স্বার্থ খুশীলাল?

খুশীলাল। উপভোগ।

গুণবতী। বিজয়!

বিজয়। চেয়ে দেখ গুণবতি, বিজয় হিমালয়ের মত স্থির। অপবাদের বজ্র তাকে টলাতে পারেনি।

খুশীলাল। কি করে পারবে? তুমি যে গুণবতীর প্রেমে মজেছ?

গুণময়। সাবধান খুশীলাল! গুণবতীকে বিয়ে না কর তাতে ক্ষতি নেই—কিন্তু মিথ্যা করে তার চরিত্রে কলঙ্ক দিও না। ঘরে যা গুণবতি। খুশীলাল বিয়ে না করে—বাবা বিয়ে না দেয়, আমি তোর বিয়ে দোব। তুই ঘরে যা।

ভাগ্যধর। আয় গুণবতি!

খুশীলাল। সমাজের বিধানটা ভালভাবে ব্যাখ্যা করে ওদের বুঝিয়ে দিন দেওয়ান মশাই।

[প্রস্থান।

লোকেশ। সহকারী সমাজপতিকে সমাজের বিধান জানাতে হয় না কুমার, তবু তুমি যখন বলছ—তখন বলি। ভাগ্যধর, যবনের ঘরে রাত্রি বাস এবং সমাজচ্যুত বিজয়ের সংস্পর্শের অপরাধে তোমার মেয়ে গুণবতী আজ সমাজচ্যুত।

গুণবতী। বাবা! বাবা!

ভাগ্যধর! গুণবতী সমাজচ্যুত!

লোকেশ। সমাজের আদেশ লঙ্ঘন করে তুমি যদি গুণবতীকে আশ্রয় দাও, তাহলে তুমিও সমাজচ্যুত হবে।

ভাগ্যধর। আর যদি গুণবতীকে আশ্রয় না দিই?

লোকেশ। তাহলে সমাজ পাবে। তোমার মুখের কথা শুনেই আমি চলে যাব ভাগ্যধর! বল—কি চাও তুমি? সমাজ না কন্যা?

ভ'গ্যধর। আমি সমাজ চাই।

লোকেশ। সাবাস। যাই—সমাজে তোমার শপথের কথা ঘোষণা করি।

[প্রস্থান।

গুণময়। আমাকে তুমি ত্যাগ করবে বাবা?

ভাগ্যধর। হ্যাঁ, তুই কলঙ্কিনী, তুই বিজয়ের অনুরাগিণী। আমি তোর মুখদর্শন করব না। [গমনোদ্যোগ]

গুণবতী। বাবা—বাবা! [পদতলে পড়িল]

ভাগ্যধর। আমাকে ছুঁস নি কলঙ্কিনি! তোর সব গয়না আমায় খুলে দে।

[গুণবতী একে একে ভাগ্যধরের হাতে তাঁর সব অলঙ্কার খুলিয়া দিল। ভাগ্যধর যাইতে উদ্যত হইল।]

গুণবতী। বলে যাও বাবা, কোথায় থাকব আমি?

ভাগ্যধর। পথে।

[প্রস্থান।

গুণময়। আমিও তোমাকে পথে বসাব স্বার্থপর। কাঁদিসনি গুণবতি, অপমানে আত্মহত্যা করিসনি। বাবা, সমাজ, সংসার, ধর্ম্ম সবাই তোকে ত্যাগ করলেও তোর দাদা তোকে ত্যাগ করবে না বোন। বিজয়, তোমার মহত্ত্বের আশ্রয়ে আমি গুণবতীকে রেখে যাচ্ছি—দেখো ভাই, স্বার্থপর সমাজপতিদের দংশনে আমার এই স্নেহলতা যেন অকালে ঝরে না যায়।

[প্রস্থান।

বিজয়। ওঠো গুণবতি! [হাত ধরিল]

গুণবতী। বিজয়!

সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। ঘরে এস মা।

গুণবতী। আমি তোমাদের দুঃখের কারণ হতে চাই না মা। নিরাশ্রয় হয়ে আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াব, তবু বিজয়ের অপবাদ সইতে পারব না। [গমনোদ্যোগ]

বিজয়। গুণবতি!

গুণবতী। বিজয়! একদিন গুণবতী তোমাকে অনেক অপমান করেছে। তোমার অভিশাপে গুণবতী আজ নিরাশ্রয় সমাজপরিত্যক্তা কলঙ্কিনী।

বিজয়। আমি তোমাকে অভিশাপ দিইনি গুণবতি। তুমি যেও না।

গুণবতী। ওগো মহান, দুঃখ আমাকে ডাকছে। কান্নার ব্রত নিয়ে দুঃখের সাগরে জীবন ভাসিয়ে দেবার আগে তোমার মহত্ত্বের দ্বারে রেখে যাচ্ছি আমার অশ্রুমাখা প্রাণের প্রণাম। [গমনোদ্যোগ]

সাবিত্রী। যেও না গুণবতি, ফিরে এস।

গুণবতী। ওগো মা! তোমার সেবা করে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার সৌভাগ্য আমার হল না। কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে আমি দুর্ভাগ্যের পথে চলেছি মা। তোমাকে প্রণাম করবার সাহস আমার নেই, তাই দুয়ার হতে মাথায় তুলে নিচ্ছি তোমার পবিত্র চরণরেণু। [প্রস্থান।

বিজয়। গুণবতি! গুণবতি!

সাবিত্রী। পিছু ডাকিসনি বিজয়। গুণবতীকে যেতে দে। দুঃখের আগুনে পুড়ে গুণবতী খাঁটি হোক।

বিজয় । কিন্তু গুণময় যে গুণবতীকে আমার কাছে রেখে গেছে মা, ফিরে এলে তাকে আমি কি বলব ?

সাবিত্রী । বলবি—দুর্ভাগ্যের ডাকে গুণবতী দুঃখের স্রোতে ভেসে গেছে ।

বিজয় । দাদু কোথায় গেছে মা ?

সাবিত্রী । অনেক দিন গ্রাম ছাড়া, তাই গ্রামে ফিরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে একবার দেখা করতে গেছে ।

বিজয় । দাদুকে বলে আমি এবার পিতার খোঁজে যাব মা ।

সাবিত্রী । বাবা তার সন্ধান পেয়েছে বিজয় ।

বিজয় । আমি দাদুর কাছে যাচ্ছি মা ।

সাবিত্রী । কেন বিজয় ?

বিজয় । দাদুর কাছে ঠিকানা নিয়ে আমি পিতাকে আনতে যাব মা ।

সাবিত্রী । তিনি তোকে চেনেন না বিজয় । তুই যখন আমার গর্ভে, তখন তিনি বাবার একটা কথার জন্য অভিমান করে চলে যান । বাবা না গেলে তিনি তো আসবেন না বিজয় ।

বিজয় । তবে দাদুকে সঙ্গে নিয়ে আমি আজই পিতাকে আনতে যাব মা ।

সাবিত্রী । তাকে আনবার জন্য বাবাকে আমি অনুরোধ করেছি বিজয় । বাবা বলেছে—যেদিন আমরা পরবাস ছেড়ে নিজের ঘরে যাব, সেদিন তোকে সঙ্গে নিয়ে বাবা তাঁকে আনতে যাবে ।

বিজয় । তবে তুমি আর কেঁদো না মা । পিতার জন্য আর ভেবো না । এবার আমাদের কান্নার অবসান হবে । তোমাকে রাজপ্রাসাদে রেখে দাদুর সঙ্গে আমি পিতার কাছে যাব । দাদুর কথায় পিতার

যদি অভিমান দূর না হয়, তাহলে আমি তার পায়ে ধরে কাঁদব। চোখের জলে তার পা ধুইয়ে পদতলে বসে কেঁদে কেঁদে বলব—ওগো পিতা, ফিরে চল, মিথ্যা অভিমানে আমার দুখিনী মাকে আর কাঁদিও না। দেখা দিয়ে তার কান্নার ব্রত পূর্ণ কর পিতা। [সাবিত্রীর দিকে চাহিয়া] তুমি কাঁদছ মা? কেঁদ না! [নিজ অঞ্চলে মায়ের অশ্রু মুছাইয়া] সম্রাটের আদেশ আর সুবাদারের সাহায্যে আমরা শীঘ্রই রাজপ্রাসাদ অধিকার করে পিতাকে আনতে যাব মা।

সাবিত্রী। হাসির সংবাদ কি বিজয়?

বিজয়। হাসি প্রাসাদে নজরবন্দী মা।

সাবিত্রী। শুনলুম, সামনের লগ্নেই হাসির অন্য পাত্রে বিয়ে হবে।

বিজয়। তার জন্যে আমি দুঃখিত নই মা। তোমার অপমানের চেয়ে হাসিকে না পাওয়ার ব্যথা আমার কাছে তুচ্ছ মা।

সাবিত্রী। বিজয়!

বিজয়। আমার লক্ষ্য হাসিকে নিয়ে সুখী হওয়া নয় মা। ন্যায় ভক্তি আর সততার অস্ত্রে মিথ্যাচারী প্রবঞ্চকের ধ্বংস করে দাদুর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার ও আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা লোকেশ্বর রায়কে ফিরিয়ে এনে তোমাকে মর্য্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা। [প্রস্থান।

সাবিত্রী। ওগো ঠাকুর! আমাকে আর কত কাঁদাবে? ছেলের সঙ্গে আমি আর এমনি ভাবে কতদিন মিথ্যার অভিনয় করব? মুখ তুলে চাও ঠাকুর, লোকেশকে মানুষ কর। আমার সুখের ঘর ভুলের চোরাবালিতে তলিয়ে দিও না। আমার ভালবাসা সত্য কর—সার্থক কর—মধুর কর।

[প্রস্থান।

—:০:—

তৃতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

সরাব পান করিতে করিতে মির্জ্জাবেগ বলিতেছিল।

মির্জ্জা। মধুর এই সরাব। এই মধু পান করতে সুবাদারের নিষেধ। বলে কিনা সম্রাট জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবে। আরে, সম্রাটের আদেশ মানছে কে? দিল্লী বহু দূর। মির্জ্জাবেগ কারও নিষেধ শুনবে না। বাংলায় যতদিন থাকব, ততদিন মনের আনন্দে পান করব নিত্য নূতন ফুলের মধু, আর এই রঙ্গীন সরাব। বাঈজী, সুর তোল। [আসনে বসিয়া সরাব পান]

গীতকণ্ঠে বাঈজী আসিল।

বাঈজী। গীত।

মধু পিয়াসে ভ্রমর আসে, সুর যে ভাসে দখিনা বায়।
ওই উদাসী বাজায় বাঁশী কোন অজানা সুদূর গাঁয়।
জ্যোৎস্না-ঝরা এই ধরাতে
ফুলবাসরে মধুর রাতে
পল্লীবধূ পরাণ-বঁধুরে সোহাগ ভরে ধরিতে চায়।

কুর্ণিশ করিয়া মীরজুমলা আসিল।

মীরজুমলা। বন্ধ কর নৃত্যগীত। যাও।

[কুর্ণিশ করিতে করিতে বাঈজীর প্রস্থান।

মির্জ্জা। বাঈজীকে বিদেয় করলেন কেন সুবাদার সাহেব?

মীরজুমলা। তার আগে আপনিই বলুন—গড়কাশিমপুরের রণসর্দ্দার আপনার কাছে আসছিল কেন?

মির্জ্জা। হয়তো প্রয়োজন ছিল।

মীরজুমলা। কি প্রয়োজন আমি জানি।

মির্জ্জা। কি জানেন?

মীরজুমলা। ঘুষ দিয়ে আপনার সাহায্যে আনন্দ রায়কে হত্যা করে দেওয়ান লোকেশ রায় রাজা হতে চায়।

মির্জ্জা। মিথ্যা কথা।

মীরজুমলা। সত্যের প্রমাণ এই পত্র আর এই ঘুষের টাকা। [একখানি পত্র ও একটি টাকার তহবিল দেখাইল] বিশ্বাস না হয়, পড়ে দেখুন।

মির্জ্জা। এ পত্র আপনি কোথায় পেলেন?

মীরজুমলা। গড়কাশিমপুরের পত্রবাহককে বন্দী করে। অবশ্য তারপর তাকে আমি মুক্তি দিয়েছি। ফিরে গিয়ে মৃত্যুর ভয়ে পত্র-বাহক দেওয়ানকে এই সব সত্য ঘটনা বলবে না। বলবে—পত্র আর টাকা আপনি গ্রহণ করেছেন।

মির্জ্জা। শয়তান!

মীরজুমলা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

মির্জ্জা। এর ফল কি জানেন সুবাদার সাহেব?

মীরজুমলা। আপনিও কি জানেন জনাব, সম্রাটের বিচারে নারী-উপঢৌকন লাভ আর উৎকোচ গ্রহণের শাস্তি কি?

মির্জ্জা। নারী-উপঢৌকন!

মীরজুমলা। হ্যাঁ, পত্রে সেই কথাই লেখা আছে। ও—মদের নেশায় আপনি বুঝি হস্তলিপি পাঠ করতে পারছেন না? তাহলে

আমি পাঠ করছি শুনুন। "জাঁহাপনা! নজরানা পাঠালাম। শীঘ্রই সেদিনের মত নারী উপঢৌকন পাঠাব। গোলামের প্রার্থনা পূর্ণ করবেন। ইতি—আপনার গোলামের গোলাম লোকেশ রায়।" তাহলে লোকেশ রায় সেদিন গুণময়ের ভগ্নীকে উপঢৌকন দিয়েছিল?

মির্জ্জা। আমি জানি না।

মীরজুমলা। ধরা পড়ে গেলেন জনাব। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে উঠেছে। খোদার অভিশাপে আমার সামনে খসে পড়েছে আপনার আর লোকেশ রায়ের মুখোস—

মির্জ্জা। বাজে কথা রেখে কাজের কথা বলুন। যার জন্য সম্রাট আমাকে বাংলায় পাঠিয়েছিল সেই বিদ্রোহী সুজার সংবাদ কি?

মীরজুমলা। গুপ্তচর সংবাদ এনেছে তিনি আরাকানরাজের কাছে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন।

মির্জ্জা। সুজাকে বন্দী করে সম্রাটের হস্তে অর্পণ করবার জন্য আপনি আরাকানে দূত পাঠান।

মীরজুমলা। মীরজুমলা কর্ত্তব্যে উদাসীন নয় জনাব। দায়িত্ব ভুলে সে আপনার মত সুরা আর নারীতে মসগুল হয়ে নেই। শুধু বিদ্রোহী সুজার দমনই নয়—সে বাংলার প্রজাপুঞ্জের সুখ-দুঃখ দেখে, অভাব-অভিযোগ শোনে—বিপদ-আপদে মাথা পেতে দেয়। নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তার কর্ত্তব্যের প্রতিশ্রুতি।

ডাকিতে ডাকিতে গুণময় আসিল।

গুণময়। জাঁহাপনা! জাঁহাপনা! [কুর্ণিশ করিল]

মীরজুমলা। তুমি—

গুণময়। [পাঞ্জা দেখাইল]

মীরজুমলা। ও—তুমি গুণময়? কি সংবাদ?

গুণময়। সুসংবাদ আর দুঃসংবাদ আমি দুটোকেই বহন করে জাঁহাপনার চরণে পৌঁছে দিতে এসেছি।

মীরজুমলা। কি হয়েছে গুণময়?

মির্জ্জা। আমার সামনে হিন্দুর শুভাশুভের আলোচনা চলবে না সুবাদার সাহেব।

গুণময়। হিন্দুর মেয়ে হলে আপনার পাপের খেলা নিশ্চয় চলতো রাজপ্রতিনিধি?

মির্জ্জা। চোপরাও বেয়াদব!

গুণময়। হুঁসিয়ার রাজপ্রতিনিধি! অন্যায় করে চোখ রাঙাবেন না। আপনার রক্তচক্ষুকে এই বাঙালী ভয় করে না। আর এই বাঙালী যেমন নিজেও অন্যায় করে না, তেমনি কারও অন্যায় সে বরদাস্ত করে না।

মির্জ্জা। এত স্পর্দ্ধা তোমার বাঙালি?

গুণময়। বাঙালীর বীরত্ব আর স্পর্দ্ধার কথা শোনেননি রাজ-প্রতিনিধি? বাঙালী বিজয় সিংহ মাত্র সাত শত অনুচর নিয়ে এক দিনে সিংহল বিজয় করেছিলেন। আমিও সেই বিজয় সিংহের জাত। অন্যায় ভাবে চোখ রাঙালে আমি তা সহ্য করব না।

মির্জ্জা। কি করবে তুমি?

গুণময়। আমি আপনার ভগ্নীকে লুঠ করে এনে তার নারীত্ব হরণে হাত বাড়ালে আপনি আমায় যা করতেন।

মির্জ্জা। আমি তোমাকে হত্যা করব। [পিস্তল-ধরিল]

মীরজুমলা। বারুদের স্তূপে অগ্নিসংযোগ করবেন না জনাব—

মির্জ্জা। সুবেদার সাহেব!

মীরজুমলা। এখুনি একটা বিস্ফোরণে এই প্রাসাদ শুদ্ধ আপনিও ভস্মস্তূপে পরিণত হবেন।

মির্জ্জা। প্রলাপ বন্ধ করুন সুবাদার সাহেব।

মীরজুমলা। প্রলাপ নয় জনাব, সত্য বলছি—একজন বাঙালীর শক্তি একটা কামানের গোলার চেয়েও বেশী।

মির্জ্জা। আমি বিশ্বাস করি না। বাঙালীকে আমি পিপীলিকার মত পায়ের তলায় পিষে মারব। অত্যাচারে চূর্ণ করব বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড। কঠোর শাসনে বন্ধ করব বাঙালীর পূজা-পার্ব্বণ উৎসব। জিজিয়া কর অনাদায়ে বন্দী করে এনে জোর করে ধর্ম্মান্তরিত করব। চাবুকের ঘায়ে আদায় করব রাজস্ব আর তীর্থকর। মোঘল রাজত্বে কোন হিন্দু আর মাথা তুলে পথ চলবে না। ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরবে না। অশ্বারোহণ করবে না। জানোয়ারের মত নীরবে নতশিরে সহ্য করবে মোঘলের অমানুষিক অত্যাচার। অন্যথায়—

গুণময়। কি করবেন ?

মির্জ্জা। ঘর জ্বালিয়ে দোব—মেয়েদের কেড়ে এনে বেইজ্জৎ করব—পুরুষদের জীবন্ত গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে আমাদের পয়জার বানাব।

গুণময়। এটা মগের মুল্লুক নয় রাজপ্রতিনিধি।

মির্জ্জা। না, এটা মোঘল-মুল্লুক। এই মুল্লুকের আমরা শাসক, আর তোমরা আমাদের পয়জারলেহনকারী কুত্তা।

[প্রস্থান।

গুণময়। জাঁহাপনা, রাজপ্রতিনিধি নারীদের মান-মর্য্যাদা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন আর প্রতিবাদ করলেই দেবেন জুতোর ঘা ? এই কি মোঘল রাজত্বের নীতি ?

মীরজুমলা। না গুণময়। রাজপ্রতিনিধি তোমার ভগ্নীকে হরণ করেননি।

গুণময়। তবে ?

মীরজুমলা। লোকেশ রায় তোমার ভগ্নীকে হরণ করে মহামান্য প্রতিনিধির চরণে উপঢৌকন দিয়েছিল।

গুণময়। একি সত্য জাঁহাপনা ?

মীরজুমলা। এই পত্র পাঠ করলেই বুঝতে পারবে। [গুণময়কে পত্র দান]

গুণময়। [পত্র পাঠ করত ফিরাইয়া দিয়া] লোকেশ রায়ের জন্যে গুণবতীর ভাগ্যে আজ দুঃখের আগুন জ্বলছে জাঁহাপনা।

মীরজুমলা। গুণবতীর কি হয়েছে গুণময় ?

গুণময়। সমাজের কঠোর শাসনে পিতা তাকে পরিত্যাগ করেছে জাঁহাপনা। গুণবতীকে বিজয়ের কাছে রেখে আমি আপনার চরণে পৌঁছে দিতে এসেছি রাজা আনন্দময়ের বন্দীর সংবাদ।

মীরজুমলা। আনন্দ রায়কে বন্দী করলে কে গুণময় ?

গুণময়। রাজকুমার খুশীলাল। এর মূলেও সেই লোকেশ রায়। আপনার ন্যায়দণ্ড অগ্রাহ্য করে লোকেশ রায় আর কতদিন মানুষের সর্ব্বনাশ করবে জাঁহাপনা ? দুষ্টের দমন কি হবে না ?

মীরজুমলা। হবে গুণময়। দিল্লী হতে স্মরণ সিংহের আবেদন-পত্রের উত্তর আমার কাছে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই লোকেশ রায়ের দণ্ডবিধানে বিজয়ের হস্তে গর্জ্জে উঠবে ন্যায়দণ্ড। [প্রস্থানোদ্যোগ]

গুণময়। লোকেশ রায়কে বিজয় দণ্ড দেবে জাঁহাপনা ?

মীরজুমলা। হ্যাঁ—আগামী দিনের গড়কাশিমপুরের বিচারালয়ের বিচারপতি—স্মরণ সিংয়ের দৌহিত্র বিজয় রায়। [প্রস্থান।

গুণময়। বিজয় রাজা হবে। কিন্তু গুণবতীর কি হবে? খুশীলাল তাকে প্রত্যাখ্যান করলে কে তাকে বিয়ে করবে! সমাজের কঠোর শাসন অগ্রাহ্য করে পত্নীত্বের স্বীকৃতি দিয়ে কে মুছাবে তার চোখের জল? ভগবান! আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না। চাইছি গুণবতীর জন্য। আমাকে দুঃখ দিয়ে গুণবতীকে সুখী করো ভগবান—সুখী করো।

[প্রস্থান।

—:০:—

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

কাঁদিতে কাঁদিতে গুণবতী গাহিয়া যাইতেছিল।

গুণবতী। **গীত।**

বল ওগো ভগবান!
কত সব আর দুখ অনাহার লাঞ্ছনা অপমান!
সুখের স্বপন ভেঙ্গে দিলে হায়,
ভাসালে জীবন দুঃখ-দরিয়ায়,
স্রোতে ভাসা ফুল পাবে নাহি কুল বৃথা হবে এই গান।

[গীতান্তে] ভগবান! আর কত দুঃখ দেবে? দুঃখের দহন আর যে আমি সইতে পারি না।

অমৃত আসিল।

অমৃত। সন্ধ্যেবেলা পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেঁদে ভগবানকে ডাকছ তুমি কে?

গুণবতী। সমাজপরিত্যক্তা অভাগিনী। মানুষ আমাকে নিরাশ্রয় করেছে; তাই ভগবানের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

অমৃত। আপনি মনিবকন্যা নয়? নমস্কার।

গুণবতী। আমাকে উপহাস করছেন?

অমৃত। গরীবেরা কারও দুঃখে উপহাস করে না মনিবকন্যা। আমি আপনাকে সম্মান দিচ্ছি।

গুণবতী। আজ আমি ও সম্মানের যোগ্য নই।

অমৃত। কেন?

গুণবতী। পিতা, সংসার, সমাজ—সবাই আমাকে কলঙ্কিনী বলে পরিত্যাগ করেছে।

অমৃত। জানি, কিন্তু আমি পরিত্যাগ করব না।

গুণবতী। অমৃতবাবু!

অমৃত। আমাকে বাবু আর বলবেন না মনিবকন্যা। নাম ধরে ডাকবেন।

গুণবতী। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

অমৃত। তাহলে যা হয় একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে আমার ঘরে চলুন। গরীব আমি—হয়তো সবদিন আপনাকে খেতে দিতে পারব না। কিন্তু সব সময় আপনার মর্য্যাদা আমি রক্ষা করব। আমার ঘরে আসুন।

গুণবতী। আমি গেলে সমাজ আপনাকে—

অমৃত। একঘরে করবে। ধোপা নাপিত বন্ধ করে আমাকে কঠিন শাস্তি দেবে। তা দিক, তবু এই সন্ধ্যেবেলা আপনাকে পথের মাঝে একা রেখে আমি যাব না।

গুণবতী। আপনি কোথা যাচ্ছেন?

অমৃত। আমার ছেলেকে শ্মশানে রেখে বাড়ী ফিরছি।

গুণবতী। দাদা!

অমৃত। বোন! বড়বাবুর উপর রাগ করে তোমার বাবা আমাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলেন। গরীবের সঞ্চয় ছিল না। দুদিনের মধ্যেই সংসারে অনাহার দেখা দিলো। ছেলেটা অসুখে পড়লো। উপোস করে বৌটার মূর্চ্ছা রোগ এসে জুটলো। সোনা-দানা কিছু ছিল না। তাই ঘটি-বাটী বিক্রি করে অনাহার আর রোগের হাত থেকে বৌ-ছেলেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলুম। একদিন যখন কিছুই আর রইল না, তখন আমার শ্রীদামও চলে গেল। [কান্নায় কণ্ঠরোধ হইল]

গুণবতী। দাদা!

অমৃত। [গামছায় চোখ মুছিয়া] আমার সঙ্গে এস বোন। সন্ধ্যাকে একা মূর্চ্ছিতা রেখে শ্রীদামকে নিয়ে আমি শ্মশানে এসেছিলুম।

বিনয় আসিল।

বিনয়। অমৃত! অমৃত! এই যে অমৃত। আমি তোমাকেই ডাকতে যাচ্ছিলুম।

অমৃত। কেন বিনয়দা?

বিনয়। **গীত ঃ**

তোমার জীবনে রাত্রি নামিছে, সন্ধ্যা চলিয়া যায়।
জনমের সাধ বুকে নিয়ে তারে বিদায় দানিবি আয়।

অমৃত। সন্ধ্যা! আমার জীবনসঙ্গিনী সন্ধ্যা।

বিনয়। **পূর্ব্বগীতাংশ ঃ**

নিভে গেছে দীপ ফুরায়েছে গান,
প্রেমের বীণাটি হল খান খান,
শান্তি সাধনা হল অবসান, দুখেতে মলিবি আয়।

অমৃত। আমার সন্ধ্যাও চলে গেছে বিনয়দা?

বিনয়। আমরা যে গরীব হয়ে জন্মেছি অমৃত। তাই আমাদের বৌ-ছেলে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় অকালে চলে গেল।

[গমনোদ্যোগ]

গুণবতী। বিনয় মামা!

বিনয়। সত্যের আশ্রয় নাও গুণবতি! তাঁর চরণ আঁকড়ে ধর, দুঃখের অবসান হবে।

[প্রস্থান।

গুণবতী। ঘরে চল দাদা, বৌদিকে, একবার দেখবে চল।

অমৃত। এস বোন, সন্ধ্যাকে শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে তুমি আমাকে সাহায্য করবে চল। [গমনোদ্যোগ]

সশস্ত্র খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। দাঁড়াও অমৃত!

অমৃত। রাজকুমার?

খুশীলাল। না, আজ আমি রাজা। দেখছ না মাথায় মুকুট।

অমৃত। মাথায় মুকুট পরলেই রাজা হওয়া যায় না কুমার।

খুশীলাল। অমৃত!

অমৃত। পশুকে মানুষের পরিচ্ছদ পরালে সে কখনও মানুষ হয় না।

খুশীলাল। খুব যে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছ অমৃত। চাকরী নেবে না?

অমৃত। আজ্ঞে না।

খুশীলাল। কেন?

অমৃত। যাদের জন্য চাকরীর প্রয়োজন হয়েছিল, আজ তারা নেই।

খুশীলাল। মানে?

অমৃত। আমার বৌ-ছেলে মারা গেছে।

খুশীলাল। যাক্ না, খেতে না পেয়ে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ও একেবারে মরাই ভাল। তুমি দুঃখ করো না অমৃত। আমার কাছে চাকরী করে আবার তুমি সংসারী হয়ো।

অমৃত। আজ্ঞে, চাকরী আর সংসার দুটোর মধ্যে অমৃত আজ কোনটাই চায় না কুমার। এস বোন।

খুশীলাল। বোন! হাঃ-হাঃ-হাঃ! বৌয়ের বদলে রক্ষিতা রাখবার জন্যে গুণবতীর সঙ্গে তুমি ভাল সম্বন্ধ পাতিয়েছ অমৃত।

গুণবতী। কুমার!

খুশীলাল। সত্যি কথা শুনে অমন চমকে উঠলে কেন গুণবতি? ছোবল মারবে নাকি?

অমৃত। পাপীর সঙ্গে কথা বলো না বোন—চলে এস।

খুশীলাল। গুণবতীকে এই পাপীর সঙ্গেই যেতে হবে অমৃত।

গুণবতী। কুমার!

খুশীলাল। আমি তোমাকে নিতে এসেছি গুণবতি!

গুণবতী। আমাকে নিয়ে যাবে কুমার?

খুশীলাল। হ্যাঁ, তবে বাক্যদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে নয়।

গুণবতী। তবে?

খুশীলাল। প্রতিশোধ নিতে।

গুণবতী। আমি তোমার কি অনিষ্ট করেছি কুমার, যার জন্য তুমি আমার উপর প্রতিশোধ নেবে?

খুশীলাল। আমাকে অবজ্ঞা করে তুমি বিজয়কে ভালবেসেছ।

গুণবতী। এ তোমার ভ্রান্ত ধারণা।

খুশীলাল। তাই আমি চাই তোমার ঐ সুন্দর মুখখানা পাপের কালিতে মলিন করে বিজয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে। এস—[গুণবতীর হাত ধরিল]

গুণবতী। দাদা!

অমৃত। গুণবতীকে ছেড়ে দিন কুমার।

খুশীলাল। না। আমি ওকে উপভোগ করব।

অমৃত। এমন স্বর্গের পারিজাত আপনার মত পশুর উপভোগের জন্যে সৃষ্টি হয়নি রাজকুমার!

খুশীলাল। আমারই জন্য গুণবতীর সৃষ্টি হয়েছে অমৃত। আমিই একে ভোগ করব।

অমৃত। তাহলে বিবাহ করে ভোগ করুন।

খুশীলাল। বিবাহ! হাঃ-হাঃহাঃ—

অমৃত। কুমার!

খুশীলাল। কলঙ্কিনী গুণবতীকে পাশে নিয়ে সভা-সমিতি করা যায় অমৃত, কিন্তু বিবাহ করে জীবনসঙ্গিনী করা যায় না। তাই আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি বিলাস-কক্ষে।

অমৃত। আমি নিয়ে যেতে দোব না। [হাত ধরিতে অগ্রসর]

খুশীলাল। আমার পথ থেকে সরে যাও অমৃত, নইলে আমি তোমাকে—[তরবারি কোষমুক্ত করিল]

গুণবতী। দাদাকে মেরো না কুমার! আমার সর্ব্বস্বের বিনিময়ে তুমি এই মহতের প্রাণভিক্ষা দাও।

অমৃত। না-না, গুণবতি, তোমার নারীত্বের বিনিময়ে আমি জীবন চাই না। গুণবতীকে ছেড়ে দাও কুমার।

খুশীলাল। না। আমি ওকে বারাঙ্গনার মত উপভোগ করে রূপের হাটে বিক্রয় করব।

অমৃত। বাঃ রাজকুমার! চমৎকার তোমার ভালবাসা! আমি দেখেছি, যার গলায় মালা দেবার জন্যে গুণবতী দিনরাত সাধনা করতো—মনের মাঝে আসন পেতে প্রেমের মন্ত্রে করতো যার আবাহন—বররূপে আপনি তাকে বর দিতে আসবেন বলে উজ্জ্বল রাখতো যে ভক্তির পঞ্চপ্রদীপ, আজ তাকেই আপনি বারাঙ্গনা সাজিয়ে রূপের হাটে বিক্রয় করতে চান? বাঃ রাজকুমার! চমৎকার আপনার মনুষত্ব।

খুশীলাল। চুপ কর অমৃত! [তরবারি অমৃতের বক্ষে বিদ্ধ করিল]

অমৃত। ওঃ—

গুণবতী। দাদা!

খুশীলাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার দাদা মৃত্যুর দেশে চলেছে গুণবতি। তুমিও বারাঙ্গনা সাজবে এস। [জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছিল]

গুণবতী। দাদা! দাদা! ভগবান! ভগবান! তুমি আমার নারীধর্ম্ম রক্ষা কর।

[খুশীলাল গুণবতীকে লইয়া গেল।

অমৃত। আমি দুর্ব্বল গুণবতি, তাই তোমাকে পশুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারলুম না। ভগবান! গুণবতীর নারীত্ব তুমিই রক্ষা কর প্রভু! ওঃ, প্রাণ যায়!

জগদীশ আসিল।

জগদীশ। পথের উপর পড়ে আর্ত্তনাদ করছ কে তুমি?

অমৃত। এক গরীব, দুর্ব্বল, অসহায়।

জগদীশ। তোমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত কেন?

অমৃত। জীবন পণ করেও রাজকুমার খুশীলালের পাপ-লালসা হতে আমি ভাগ্যধরের কন্যা গুণবতীর নারীধর্ম্ম রক্ষা করতে পারিনি, তাই মরবার আগে ভগবানের চরণে তার কল্যাণ কামনা করছি। দয়া করে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন!

জগদীশ। ওঠ ভাই। [তুলিল] বল, কি করব?

অমৃত। ছেলেকে শ্মশানে রেখে আমি বাড়ী ফিরছিলুম, বিনয়দা বললে, বাড়ীতে আমার স্ত্রীর মৃতদেহ পড়ে আছে। দয়া করে আমাকে তার পাশে রেখে আসবেন!

জগদীশ। চল ভাই! [অমৃত জগদীশের কাঁধে ভর করিয়া চলিতে লাগিল]

অমৃত। আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

জগদীশ। বিজয়ের কাছে।

অমৃত। আপনি বিজয়ের কাছে যাবেন?

জগদীশ। রাজকন্যা হাসির সঙ্গে আজ বিজয়ের বিয়ে, তাই যাচ্ছি।

অমৃত। রাজকন্যার সঙ্গে বিজয়ের বিয়ে তো হবে না।

জগদীশ। হবে না!

অমৃত। বিয়ে হবে দিলালপুরের জমিদার মহানন্দের সঙ্গে। বিজয়কে বলবেন, অমৃত বলেছে গুণবতী খুশীলালের বিলাস-কক্ষে বন্দিনী।

জগদীশ। বলব। গুণবতীর উদ্ধারে প্রয়োজন হলে আমি বিজয়কে সাহায্য করব:

অমৃত। শ্রীদাম! সন্ধ্যা! একটু দাঁড়াও। আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি। দুঃখের সাধনা শেষ করে আজ আমরা এক সঙ্গে শান্তির স্বর্গে চলে যাব। ওগো পৃথিবি! তোমার চরণে রক্ত আর অশ্রু রেখে দুঃখী অমৃত আজ বিদায় নিচ্ছে। বিদায় জন্মভূমি।

[জগদীশের সাহায্যে প্রস্থান।

—:•:—

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

বিজয়ের বাড়ী।

বিনয় আসিল।

বিনয়। বিজয়! বিজয়!

বিজয় আসিল।

বিজয়। অমৃতের স্ত্রী-পুত্র কোথায় আছে মামা?

বিনয়। তারা নেই বিজয়।

বিজয়। নেই!

বিনয়। অনাহারে আর বিনা চিকিৎসায় মরে গেছে। পত্নী-পুত্রের বিয়োগ-ব্যথা ভুলে গুণবতীকে অমৃত বাড়ী নিয়ে গেছে বিজয়।

বিজয়। অমৃত মহৎ মামা। যাক, গুণবতীর জন্যে আর চিন্তা নেই।

বিনয়। দিদিমণি কোথা গেল বিজয়?

সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। দাদা এসেছ! বাবার দেখা পেলে?

বিনয়। না। তবে তাঁর সন্ধান পেয়েছি।

সাবিত্রী। বাবা কোথায়?

বিনয়। কারাগারে।

বিজয়। দাদু বন্দী!

সাবিত্রী। বিজয়! বাবা—

বিজয়। আমি দাদুকে উদ্ধার করব মা।

বিনয়। না।

বিজয়। মামা!

বিনয়। সৈন্যরা বন্দুক হাতে কারাগার পাহারা দিচ্ছে। সেখানে তোমার একা যাওয়া হবে না বিজয়।

বিজয়। দেওয়ান আর খুশীলাল দাদুকে হত্যা করবে মামা।

বিনয়। না। আজ হাসির বিয়ে। বর এসে গেছে। রাজপ্রাসাদে বিবাহ-উৎসব চলছে। মহারাণী পাগল। রাজা কারাগারে। খুশীলাল নিজে হাসিকে সম্প্রদান করবে। তালাদ রহিমের হাতে মহারাজের জীবনরক্ষার ভার দিয়ে আমি ঢাকা যাচ্ছি। মোঘল-ফৌজ না আসা পর্য্যন্ত তুমি কারাগারের দিকে যেও না বিজয়। দিদিমণি, বিজয়কে আটকে রেখো। আমি যাব আর আসব। [প্রস্থানোদ্যোগ]

সাবিত্রী। অত পথ কি করে যাবে দাদা!

বিনয়। ঝড়ের মত ছুটবো দিদিমণি। তুমি ভেবো না। বিপদে ধৈর্য্য হারিও না বিজয়। আমি আসি। [প্রস্থান।

বিজয়। তুমি অনুমতি দাও মা, আমি যাই।

সাবিত্রী। সেখানে তালাদ রহিম আছে বিজয়, তোর যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

বহুদূর হইতে ডাকিতে ডাকিতে কনে বেশে
হাসি আসিতেছিল।

নেপথ্যে হাসি। বিজয়!

বিজয়। কে ডাকছে মা!

নেপথ্যে হাসি। বিজয়!

সাবিত্রী। হাসির কণ্ঠস্বর বলে মনে হচ্ছে!

নেপথ্যে হাসি। বিজয়!

বিজয়। হাসি আমাকে ডাকছে মা!

হাসি আসিল।

হাসি। বিজয়!

বিজয়। হাসি! আজ তোমার বিয়ে—

হাসি। আমি তোমার কাছে পালিয়ে এসেছি বিজয়। তুমি আমাকে বাঁচাও। [হাত ধরিল] পরের হাতে আমাকে তুলে দিও না।

সাবিত্রী। সুরক্ষিত রাজপ্রাসাদ হতে তুমি কেমন করে পালিয়ে এলে হাসি?

হাসি। দাসীদের সাহায্যে। বিজয়, কথা বলছ না কেন? আমি তো কথা রেখেছি বিজয়। দাদার সহস্র বাধা ঠেলে আমি তোমাকে বরমাল্য দিতে এসেছি।

বিজয়। তুমি কথা রেখেছ হাসি।

হাসি। ছেলেবেলা হতে আমি তোমার গলায় মালা দিয়ে আসছি। আমি জানি তুমি আমার স্বামী। সেদিন নদীতীরে—

বিজয়। সেকথা আমি ভুলিনি হাসি।

হাসি। তবে আমার বলিদানে চুপ করে আছ কেন? বীরত্বের শক্তিতে তুমি শত্রু জয় করতে পার, আর আমাকে দাদার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পার না?

বিজয়। তোমার উপর আমার তো কোন অধিকার নেই হাসি, তুমি যে পরের মেয়ে।

হাসি। পরের মেয়ে বলে যদি তুমি জোর করে বিয়ে করতে না চাও, তাহলে শোন—বাবা কারাগারে যাবার সময় আমাকে বিয়ের স্বাধীনতা দিয়ে গেছে। তার জোরেই আমি এসেছি তোমাকে স্বামিরূপে বরণ করতে। আমার মালা নাও বিজয়।

সাবিত্রী। হাসির বরমাল্য নে বিজয়।

বিজয়। মা!

সাবিত্রী। হাসিকে বিয়ে করে মহারাণীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর বাবা।

বিজয়। রক্ষা করব মা। তোমার আদেশ আমি কোনদিন অমান্য করিনি, আজও করব না।

হাসি। বিজয়!

বিজয়। তোমার বরমাল্য দাও হাসি।

হাসি। মালা নাও দেবতা। [মাল্যদানে উদ্যত]

উদ্যত পিস্তলহস্তে খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। তোর দেবতাকে আমি চূর্ণ করব হাসি। [গুলি করিল]

হাসি। দাদা! [বিজয়কে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলে গুলি তাহার বুকে বিদ্ধ হইল] ওঃ—বিজয়!

বিজয়। }
সাবিত্রী। } হাসি! হাসি!

[বিজয় হাসিকে ধরিল]

বিজয়। লোকেশ রায়! শয়তান! তোমারও দিন ফুরিয়েছে। আমার হাতেই হবে তোমার জীবনের পরিসমাপ্তি।

জগদীশ। না দাদু, তোর পুণ্যে লোকেশ হবে পাপমুক্ত।

বিজয়। কেন দাদু, কেন?

জগদীশ। লোকেশ রায় তোর পিতা।

সাবিত্রী। বাবা! বাবা! [মাথা নত করিল]

বিজয়। [অমুচ্চস্বরে] লোকেশ রায় আমার পিতা! বল মা—আমার পিতা কি লোকেশ্বর রায়? বল মা, দাদুর কথাই সত্য?

সাবিত্রী। সত্য বিজয়! দিনের আলোর মতই সত্য!

বিজয়। ছেলের সঙ্গে এই মিথ্যার অভিনয় কেন মা?

জগদীশ। সে কথা সাবিত্রী বলতে পারবে না বিজয়, আমিই বলছি। লোকেশ আমার প্রতি পালিত। সাবিত্রীর সঙ্গে তার বিয়ে দোব বলে আমি ওদের অবাধ মেলামেশায় কোনদিন বাধা দিইনি। পরিণত বয়সেও না। বিয়ের দিন স্থির হল, এমন সময় সাবিত্রীর হল শরীর খারাপ। কবিরাজ এলেন। সাবিত্রীর নাড়ী দেখে বললেন—

বিজয়। কি দাদু?

সাবিত্রী। বাবা!

জগদীশ। দোষ তোর নয় মা—আমার। মরবার আগে আমার দোষ সংসারের পিতামাতাদের জানিয়ে যাবার সুযোগ দে। শোন দাদু, কবিরাজ বললেন—সাবিত্রী সন্তানসম্ভবা।

বিজয়। তারপর দাদু?

জগদীশ। বিয়ের দুদিন আগে লজ্জায় লোকেশ সাবিত্রীকে ফেলে পালিয়ে এল। ঘৃণায় অপমানে আমিও তোর মাকে তাড়িয়ে দিলুম। তোর মা আজও কুমারী। ওঃ—[সাবিত্রীর বক্ষে ঢলিয়া পড়িল]

বিজয়। দাদু!

সাবিত্রী। বাবা!

জগদীশ। একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি বিজয়।

বিজয়। বলুন দাদু!

জগদীশ। রাজকুমার খুশীলালের হাতে অমৃত নিহত। আর গুণবতী কুমারের বিলাস-কক্ষে বন্দিনী।

বিজয়। গুণবতী বন্দিনী।

জগদীশ। তোর মাকে ক্ষমা করিস দাদু। ~~সব দোষ আমার। আমি যদি ওদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ না দিতুম, তাহলে~~ সাবিত্রী—ওঃ, ভগবান। পারের আলো দেখাও প্রভু! ভুলের অন্ধকারে আমি দিশেহারা, পথহারা। [প্রস্থান।

সাবিত্রী। বাবা! আজও আমি লোকেশের স্বীকৃতি পাইনি। আজও আমি তার প্রতীক্ষা করছি। বাবা চলে গেল। বিজয়, আমি লোকেশের কাছে যাব।

বিজয়। শয়তানের কাছে যেও না মা। সে তোমাকে সম্মান দেবে না।

সাবিত্রী। তার স্বীকৃতি না পাই সারা জীবন্ তার জন্য কাঁদব বিজয়, তবু তাকে আমি অভিশাপ দোব না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বিজয়। জগৎ তাকে অভিশাপ দিচ্ছে মা।

সাবিত্রী। তোর মাতৃভক্তি যদি সত্যি হয় বিজয়, তাহলে তুই মায়ের সাধনায় বিঘ্ন ঘটাসনি বাবা।

বিজয়। কিন্তু মা, সে যে দেশ ও দশের শত্রু।

সাবিত্রী। হলেও সে তোর জন্মদাতা,—পিতা।

[প্রস্থান।

বিজয়। তাই হবে মা! তোমার সাধনায় আমি বিঘ্ন ঘটাব না। পিতার স্বীকৃতি না পাই, তোমার সেবা করে আমি সন্তানজন্ম সার্থক করব। [গমনোদ্যোগ]

গুণময় আসিল।

গুণময়। বিজয়! বিজয়!

বিজয়। এসেছ গুণময়!

গুণময়। উঠোনে ও কার মৃতদেহ বিজয়?

বিজয়। আমার মাতামহ নবগ্রামের জমিদার জগদীশ রায়ের। লোকেশ রায়ের গুলিতে নিহত।

গুণময়। জমিদার জগদীশ রায় তোমার মাতামহ? তাহলে স্মরণ সিং—

বিজয়। কেউ নয়। আমার পিতা কে জানো গুণময়?

গুণময়। কে বিজয়?

বিজয়। লোকেশ রায়! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গুণময়। লোকেশ রায় তোমার পিতা!

বিজয়। আর লোকেশ রায়ের হাতে আমার দাদু স্মরণ সিং বন্দী।

গুণময়। মহারাজ বন্দী!

বিজয়। খুশীলালের হাতে অমৃত নিহত। আর গুণবতী—

গুণময়। গুণবতী কোথায় বিজয়?

বিজয়। খুশীলালের বিলাস-কক্ষে বন্দিনী।

গুণময়। গুণবতী বন্দিনী!

বিজয়। আরও একটা সংবাদ আছে গুণময়, খুশীলালের পিস্তলে হাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গুণময় । বিজয় !

বিজয় । আমার হাসি—হাঁ, বিয়ের-বাসর হতে পালিয়ে এসে আমাকে বরমাল্য দিচ্ছিল, কিন্তু দেওয়া হল না, খুশীলালের গুলিতে—

গুণময় । হাসি নিহত ।

বিজয় । এতগুলো ঘটনার মূলে কে আছে জানো ?—আমার পিতা লোকেশ রায় । হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গুণময় । তুমি অমন করে হাসছ কেন বিজয় ? তুমি কি পাগল হলে ?

বিজয় । না বন্ধু, আমি পাগল হইনি । আজ আমি পিতৃপরিচয় পেয়েছি—পিতার সন্ধান মিলেছে, আজ আমার বড় আনন্দের দিন । যার রক্তে আমি অপমানের কালি ধুয়ে ফেলবার সঙ্কল্প করেছিলুম, আজ তারই পায়ে আমি ভক্তির অঞ্জলি দোব । পদতলে প্রণাম দিয়ে বলব, পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম—হাঃ হাঃ-হাঃ—

গুণময় । গুণবতীকে উদ্ধার করবে না বিজয় ?

বিজয় । হ্যাঁ—হ্যাঁ, আনন্দে গুণবতীর কথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম গুণময় । আমি তাকে উদ্ধার করব । মা—মা, আমার তরবারি দাও—খুশীলালকে আমি হত্যা করব ।

[প্রস্থান ।

গুণময় । বিজয়কে পাগল করো না ভগবান ! ওর মনে শান্তি দাও—শান্তি দাও ।

[প্রস্থান ।

[নেপথ্যে বিজয়ের অট্টহাসি]

—:০:—

দ্বিতীয় দৃশ্য

দরবার-কক্ষ।

বিনয় গাহিতেছিল।

বিনয়। গীত

ওগো মালিক! জাগো মেহেরবান!
কান পেতে শোন ভেসে আসে কত ব্যথিতের আহ্বান।
কতই নালিশ জমা হল পায়,
প্রার্থনা-গান বাতাসে মিলায়,
ঝরে অবিরল কত আঁখিজল গলিল না তব প্রাণ?

মির্জ্জাবেগ আসিল।

মির্জ্জা। গান বন্ধ কর ভিখারী।

বিনয়। আপনিই আমাদের মালিক?

মির্জ্জা। না। সকালবেলা এমন চিৎকার করছ কেন?

বিনয়। মালিকের ঘুম ভাঙাচ্ছি।

মির্জ্জা। হিন্দুর ডাকে মুসলমান সুবাদারের ঘুম ভাঙবে না।

বিনয়। আমরা হিন্দু বলে জাঁহাপনা—

মির্জ্জা। তোমাদের নালিশ শুনব না। তুমি যাও।

বিনয়। মালিককে সেলাম না দিয়ে আমি একপাও নড়ব না।

মির্জ্জা। তাহলে মালিকের দেখাও পাবে না।

বিনয়। চিরদিন পেয়েছি—আজও পাব।

মির্জ্জা। বেরিয়ে যাও ভিখারী।

বিনয়। না, যাব না।

মির্জ্জা। কী, তোমার এত বড় সাহস—যে আমার আদেশ অগ্রাহ্য কর?

বিনয়। আজ্ঞে, সাহস না থাকলে দরবারে এসে গান গাইব কেন?

মির্জ্জা। তোমাকে দরবারে প্রবেশাধিকার দিলে কে?

বিনয়। ভূতপূর্ব্ব সুবাদার সাহেব। এই তার হুকুমনামা। [হুকুমনামা দিল]

মির্জ্জা। ও, তুমিই সভা-নায়ক বিনয় রায়? সুবাদারকে গান শোনাতে এসেছ?

[নেপথ্যে রাজ-আগমনের তূর্য্যনিনাদ হইল]

মীরজুমলা আসিয়া মির্জ্জাবেগকে কুর্ণিশ করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। বিনয় কুর্ণিশ করিল।

বিনয়। আপনিই আমাদের মালিক?

মীরজুমলা। তোমার নাম বিনয় রায়?

বিনয়। হ্যাঁ জাঁহাপনা।

মীরজুমলা। ব্যথার সঙ্গীতে তুমিই আমায় নালিশ জানাচ্ছিলে?

বিনয়। জাঁহাপনা সর্ব্বজ্ঞ।

মীরজুমলা। উজীরের কাছে তোমার পরিচয় পেলুম। তুমি ভূতপূর্ব্ব সুবাদারের সভা-গায়ক। আমি তোমার নালিশ গ্রহণ করলুম হিন্দু।

বিনয়। তাহলে বন্দী স্মরণ সিংকে রক্ষা করুন জাঁহাপনা।

মির্জ্জা। স্মরণ সিং বন্দী!

বিনয়। হ্যাঁ, লোকেশ রায় তাকে বন্দী করেছে।

মীরজুমলা। নির্ভয় বিনয়। বাংলার জাগ্রত রাজশক্তি স্মরণ সিংকে রক্ষা করবে। রক্ষি, ভাগ্যধরকে দরবারে হাজির কর।

বিনয়। ভাগ্যধর এসেছে জাঁহাপনা?

মীরজুমলা। হ্যাঁ। আমার কাছে সে তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছে। [মির্জ্জাবেগকে বলিল] এর পরেও কি আপনি আমায় হিন্দুদের বিপদে উদাসীন থাকতে বলবেন জনাব?

অনুতপ্ত ভাগ্যধর আসিল।

ভাগ্যধর। আপনি উদাসীন থাকলে সর্ব্বনাশ হবে জাঁহাপনা।

মির্জ্জা। তুমি কে?

ভাগ্যধর। গড়কাশিমপুরের প্রজা, নাম শ্রীভাগ্যধর রায়।

মীরজুমলা। আপনার অপরাধের স্বীকৃতি-পত্র আমি পাঠ করেছি।

ভাগ্যধর। তবুও দরবারের কাছে আমি নিজ মুখে স্বীকার করছি জাঁহাপনা, রাজা আনন্দ রায়ের কথায় স্মরণ সিংয়ের হস্তাক্ষর আমিই জাল করেছি। রাজা আনন্দ তার মহাপাপের দণ্ড পেয়েছে জাঁহাপনা।

মীরজুমলা। জানি, আনন্দ রায় বন্দী।

ভাগ্যধর। কারাগারে অনাহারে তার মৃত্যু হয়েছে জাঁহাপনা।

বিনয়। এক শয়তান মরেছে, আর এক শয়তান ধরা দিতে এসেছে। বাঃ—বাঃ! ভগবানের কি সুন্দর বিচার! জাঁহাপনা, লোকেশ রায় এদের চেয়েও শয়তান! তার ধ্বংস না হলে বহু প্রাণ অকালে বিনষ্ট হবে।

ভাগ্যধর। আমাকে দণ্ড দিয়ে আপনি স্মরণ সিংয়ের জীবন রক্ষা করুন জাঁহাপনা।

মীরজুমলা। চেয়ে দেখুন জনাব, ভাগ্যধরের পরিবর্ত্তন। অসৎ

পথে যে একদিন লাখ লাখ টাকা রোজগার করে ধনী হয়েছিল—মিথ্যা অন্যায় আর অধর্ম্মের জোরে পরমার্থ ভুলে যে অর্থকে সার ভেবে তাচ্ছিল্য করেছিল খোদার বিচারকে, সেই মিথ্যাচারী জালিয়াৎ আজ আমার কাছে ছুটে এসেছে তার অপরাধের দণ্ড নিতে।

মির্জ্জা। প্রমাণ পেয়েছেন, জালিয়াৎকে দণ্ড দিন।

মীরজুমলা। ভাগ্যধর দণ্ড পাবে জনাব। কিন্তু আপনাকেও অপরাধের দণ্ড নিতে আজ দিল্লী ফিরে যেতে হবে।

মির্জ্জা। আমি যাব না।

মীরজুমলা। স্বেচ্ছায় না গেলে আমি আপনাকে বন্দী করে—

মির্জ্জা। কী—আমাকে তুমি বন্দী করবে?

মীরজুমলা। হ্যাঁ, সম্রাটের আদেশ। এই তাঁর হুকুমনামা। [হুকুমনামা দেখাইল]

মির্জ্জা। আপনি আমাকে বাঁচান সুবাদার সাহেব।

মীরজুমলা। উপায় নেই জনাব। বিচারকের কাছে নালিশ পৌঁছে গেছে। আপনার যাবার আয়োজন প্রস্তুত! চলে আসুন জনাব। গোলামের কসুর মাফ করুন।

মির্জ্জা। কসুর আপনার নয় সুবাদার সাহেব, আমার। অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে দণ্ড গ্রহণের জন্য বাঙলা ছেড়ে যাবার আগে আপনার মহত্ব, মানবপ্রীতি আর সমদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে আপনার মহান আদর্শকে জানিয়ে যাচ্ছি আমার অনুতপ্ত অন্তরের আদাব। হে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার বঙ্গভূমি, তুমিও গ্রহণ কর মা আমার শ্রদ্ধার সেলাম। [প্রস্থান।

মীরজুমলা। বাংলার রাজনৈতিক আকাশ হতে একটা দুষ্ট গ্রহ খসে পড়ল।

বিনয়। জাঁহাপনা!

মীরজুমলা। স্মরণ সিংয়ের উদ্ধারে মোঘল-ফৌজ বহুক্ষণ আগেই গড়কাশিমপুর অভিযান করেছে বিনয়। রক্ষি,—[রক্ষী আসিল] ভাগ্যধরকে বন্দী কর। [রক্ষী বন্দী করিল] একে জল্লাদের হস্তে অর্পণ করে আমার আদেশ জানাও—এই জালিয়াতের হাত দুটো কেটে টুকরো টুকরো করে পথের মাঝে ছড়িয়ে দিক।

ভাগ্যধর। আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিন জাঁহাপনা।

মীরজুমলা। মৃত্যু হলে তো এক মুহূর্ত্তেই শান্তি পাবে ভাগ্যধর। তাই আমি তোমার বাহু ছেদনের আদেশ দিলাম। তোমার পরিণাম দেখে জালিয়াৎ মুনাফাখোর কালোবাজারী ধনী মালিকরা বুঝুক জালিয়াতির পরিণাম কত ভীষণ। যাও, জালিয়াতির দণ্ড গ্রহণ করে বাকী জীবন অনুতাপের জ্বালায় হাহাকার কর। বিনয়!

বিনয়। জাঁহাপনা!

মীরজুমলা। ধর, আমার শুভেচ্ছা সহ বিজয়ের এই বাদশাহী ফারমান।

[বিনয়ের হাতে ফারমান দিয়া প্রস্থান।

বিনয়। মহান বঙ্গেশ্বরের জয় হোক। হে বাদশাহী ফারমান, গ্রহণ কর দীন বিনয়ের শ্রদ্ধার সেলাম। [প্রস্থান।

ভাগ্যধর। গুণময়! গুণবতি! তোদের অভিশাপ ব্যর্থ হয়নি। অর্থ ঐশ্বর্য্য আর সমাজ আমাকে পরিণামের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তোদের শাস্তি দিয়ে আজ আমি চলেছি মহাপাপের শাস্তি নিতে।

[রক্ষী ভাগ্যধরকে লইয়া গেল।

—:•:—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের সম্মুখ।

[নেপথ্যে বন্দুকের গুলির শব্দ]

সশস্ত্র স্মরণ সিং ও তালাদ রহিম আসিল।

স্মরণ। মোঘল-ফৌজের কাছে রাজসৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করেছে তালাদ। কিন্তু লোকেশ আর খুশীলাল কোথায় গেল? তুমি প্রাসাদ-দ্বার অবরোধ করে দাঁড়াও তালাদ রহিম, আমি লোকেশ আর খুশীলালের সন্ধান করি।

তালাদ। দাদাবাবুর দেখা পাচ্ছি না কেন রাজাবাবু? এই সংগ্রামে তার যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণের কথা। কোথায় গেল তবে দাদাবাবু?

স্মরণ। বিজয়ের জন্যে আমিও চিন্তিত তালাদ। লোকেশ আর খুশীলালকে বন্দী করে আমি বিজয়ের খোঁজ নোব।

[গমনোদ্যোগ]

তালাদ। বাবুসায়েবের বন্দীর ভার আমাকে দিন রাজাবাবু!

স্মরণ। না—আমি তাকে বন্দী করব। [গমনোদ্যোগ]

নেপথ্যে গুণবতী। দাদা!

স্মরণ। ও কার আর্তনাদ তালাদ? দাদা বলে কে কাঁদছে?

নেপথ্যে গুণবতী। দাদা!

তালাদ। পরিচিত কণ্ঠস্বর রাজাবাবু।

নেপথ্যে গুণবতী। দাদা!

তালাদ। দিদিমণি কাঁদছে রাজাবাবু।

স্মরণ। দিদিমণি?

তালাদ। ভাগ্যধরের মেয়ে। মুসলমানেরা লুঠ করেছিল বলে সমাজের কঠোর শাসনে তার বাবা তাকে ত্যাগ করেছে।

নেপথ্যে গুণবতী। দাদা!

স্মরণ। গুণবতী কেঁদে কেঁদে গুণময়কে ডাকছে। নিশ্চয়ই সে বিপদে পড়েছে। ভয় নেই গুণবতি, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

তালাদ। বাবুসায়েব! প্রাণের ভয়ে যদি প্রাসাদে লুকিয়ে থাক, তাহলে বেরিয়ে এস—আমি তোমাকে বাঁচাব। বাবুসায়েব—

সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। লোকেশ! লোকেশ! এই যে তালাদ রহিম! লোকেশ কোথায়?

তালাদ। আমিও তাকে খুঁজছি মা।

সাবিত্রী। তুমিও তাকে খুঁজছ তালাদ রহিম! লোকেশ বেঁচে আছে? আমি যে শুনলুম মোঘল-ফৌজের গুলিতে লোকেশ নিহত!

তালাদ। তুমি ভুল শুনেছ মা। বাবুসায়েব বেঁচে আছে। দাদাবাবু কোথায় মা?

সাবিত্রী। বাবার মুখে তার পিতৃপরিচয় শুনে, হাসির মৃত্যু আর গুণবতীর বন্দীর সংবাদে বিজয় পাগলের মত হয়ে গেছে তালাদ। কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। লোকেশ যদি আমাদের পল্লী

পুত্র বলে স্বীকার না করে, তাহলে তালাদ রহিম, তোমার এই সুদীর্ঘ বাইশ বছরের চেষ্টা, আমার সাধনা আর বাবার ত্যাগ সব বৃথা হবে। আমি লোকেশের সন্ধানে যাচ্ছি তালাদ। কুমারী-জীবনে করে আমি যে চোরা বালিতে ঘর বেঁধেছিলুম, আজ সে ঘর মার তলিয়ে যায়! লোকেশ, তুমি কোথায়? সাড়া দাও শুণব াড়া দাও।

[প্রস্থান।

ভুর্ন
বুঝি ভগবান! পাষাণের প্রাণে মমতা জাগাও, মা-জননীকে ি্তি না। [গমনোদ্যোগ]

উন্মুক্ত তরবারিহস্তে খুশীলাল আসিল।

খুশীলাল। মর দস্যু! [তালাদের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিল]

তালাদ। ওঃ—[পতন]

খুশীলাল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আমার প্রতিহিংসা-পথের কঠিন বাধাকে চূর্ণ করেছি, এইবার বিজয়—

তালাদ। বিজয়েয় রক্ষক এখনও মরেনি খুশীলাল।

খুশীলাল। ওঃ, মৃত্যুর কোলে শুয়ে এখনও শক্তির আস্ফালন! হাঃ-হাঃ-হাঃ—এস দস্যু! তোমাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিই।

[তালাদকে পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত, তালাদের তরবারি দ্বারা প্রত্যাঘাত ও যুদ্ধ—তালাদের পরাজয় ও খুশীলালের তরবারি তার বক্ষে পুনঃ বিদ্ধ হইল।]

তালাদ। ওঃ—এরা আমায় বাঁচতে দিলে না খোদা।

খুশীলাল। মৃত্যুর কোলে ঘুমোও তালাদ, আমি চললাম বিজয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে।

পিস্তলহস্তে উন্মাদিনী অপরূপা আসিয়া
খুশীলালকে গুলি করিল।

অপরূপা। মৃত্যুকে স্মরণ কর শয়তান!

খুশীলাল। ওঃ! মা! তুমি আমাকে—

অপরূপা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থানোদ্যোগ]

খুশীলাল। যেও না মা, আমাকে ক্ষমা—

অপরূপা। ক্ষমা নেই শয়তান।

[পুনঃ গুলি করিয়া অট্টহাস্যে প্রস্থান

খুশীলাল। ওঃ, সব আশার শেষ! সাঙ্গ আমার পাপের খেলা, সম্পূর্ণ আমার স্বার্থের পূজা, এল এবার যাবার বেলা।

[প্রস্থান।

জালাদ। [তরবারিতে ভর করিয়া অতি কষ্টে উঠিল] বাবুসায়েব! তুমি এলে না? কবরে যাবার আগে তোমাকে যে আমার দরকার বাবু-সায়েব। আমার অন্তিম ঘনিয়ে আসছে। একবার তুমি আমার সামনে এসে দাঁড়াও বাবুসায়েব। আমি প্রাণভরে তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিই।

[প্রস্থান।

আলুথালুবেশে গুণবতী আসিল।

গুণবতী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পাপের নরকে আমার সর্ব্বস্ব হারিয়ে গেল। ও কে? পিশাচ খুশীলাল! তুমি পাপের সাজা পেয়েছ? ভগবান! পাপীকে যদি শাস্তিই দেবে, তবে গুণবতীর আর্ত্তনাদে তোমার শাসনদণ্ড নীরব ছিল কেন? কেন তার জীবনে নেমে এলো মর্ম্মান্তিক হাহাকার?

গুণময় আসিল ।

গুণময় । গুণবতি ! গুণবতি !

গুণবতী । দাদা ! দাদা !

গুণময় । গুণবতি—বোন !

গুণবতী । খুশীলালের পাপলালসার অনল হতে তুমি আমাকে রক্ষা করতে এসেছ দাদা ? হাঃ-হাঃ হাঃ ! পিশাচের পাপের আগুনে তোমার গুণবতী বো'ন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যাকে সামনে দেখছ, সে গুণবতী নয়, তার কালিমাখা ছায়া ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অর্দ্ধোন্মাদ বিজয় আসিল ।

বিজয় । গুণময় ! গুণময় ! পিতা কোথায় গেল, দেখেছ ?

গুণময় । বিজয় !

বিজয় । আমি তাকে কত খুঁজছি। তাকে একবার দেখিয়ে দাও না ভাই ! আমি তাকে প্রণাম করব। এই যে গুণবতী । তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হলো। তাইতো, আমি তোমাকে কি বলব মনে করছিলুম ?

গুণবতী । বিজয় !

বিজয় । হ্যাঁ—হ্যাঁ, মনে পড়েছে। জানো গুণবতি, আমার মা পতিতা নয়—নবগ্রামের জমিদার জগদীশ রায়ের কন্যা, আর আমার পিতা কে জান ?—লোকেশ রায় ।

গুণবতী । শয়তান লোকেশ রায়—

বিজয় । আমার পিতা। হ্যাঁ, সত্যি কথা, মা বলেছে লোকেশ রায় আমার জন্মদাতা পিতা। আমার পিতৃপরিচয় পেয়েছ গুণবতি ?

আর তো আমাকে পতিতার ছেলে বলে ঘৃণা করবে না? কুকুর বলে আর তো আমায় তাড়িয়ে দেবে না গুণবতি? একি গুণবতি, তুমি কাঁদছ? হাঃ-হাঃ-হাঃ—

গুণবতী। তোমাকে ঘৃণা করে গুণবতী আজ ঘৃণার কালি সর্ব্বাঙ্গে মেখে হাহাকার করছে বিজয়। মোঘল যার অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নি, সেই গুণবতীকে খুশীলাল—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গুণময়। গুণবতি!

গুণবতী। মরণ আমাকে ডাকছে দাদা। আমি তার কোলে মুখ ঢাকতে চলেছি।

গুণময়। এ তো স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ নয় বোন।

গুণবতী। ভাগ্যফলে গুণবতীর দেহ আজ অপবিত্র দাদা। এ ফুলে আর দেবতার পূজো হবে না। তাই এই পাপ-দেহ নদীর জলে বিসর্জ্জন দিতে চলেছি। নির্ম্মাল্যকে ভুলিয়ে রেখো দাদা, বাবা যদি বেঁচে থাকেন, বলো—তার স্বার্থপরতার জন্যই গুণবতী আজ অপবিত্রা—কলঙ্কিনী। প্রণাম দাদা,—বিদায়।

[প্রস্থান।

গুণময়। গুণবতি! বোন! ওরে যাসনি, ফিরে আয়। সমাজ আমাদের স্থান না দেয়, আমরা দুটি ভাই-বোনে গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। ফিরে আয় বোন, ফিরে আয়। [প্রস্থান।

বিজয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ! গুণবতী আর ফিরবে না গুণময়। নিয়তির আকর্ষণে ও চলেছে আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে। [গমনোদ্যোগ]

তরবারিহস্তে লোকেশ আসিল।

লোকেশ। তুমিও মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর।

[বিজয়ের বক্ষে তরবারি বিদ্ধ করিয়া অট্টহাস্যে প্রস্থানোদ্যোগ]

বিজয়। ওঃ, পিতা!

লোকেশ। [বিজয়ের কণ্ঠে পিতৃসম্ভাষণ শুনিবামাত্র তাহার হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল]

বিজয়। পিতা!

লোকেশ। বিজয়! [বিজয়কে ধরিল]

বিজয়। পিতা! মরবার আগে একবার পুত্র বলে ডাকুন। লজ্জায় মা আমাকে কোনদিন আপনার পরিচয় দেয়নি পিতা। আমি মাতামহের মুখে শুনেছি আপনিই আমার জন্মদাতা পিতা। আপনি বলুন পিতা, মাতামহের কথা সত্য—আমার মা আপনার স্ত্রী—আর আমি আপনার সন্তান।

লোকেশ। সত্য বিজয়। মন্ত্র পড়ে বিবাহ না করলেও সাবিত্রী আমার পত্নী, আর তুমি আমার সন্তান।

বিজয়। তবে আমার প্রথম ও শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন পিতা।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।

[লোকেশের পদতলে পতন ও মৃত্যু]

লোকেশ। বিজয়! বিজয়! সাবিত্রি—সাবিত্রি, তুমি কোথায়— [গমনোদ্যোগ]

উদ্যত পিস্তলহস্তে রাজমুকুট লইয়া অপরূপা আসিয়া গুলি ছুঁড়িল। অপরূপার গুলি লোকেশের বুকে বিদ্ধ হইল। পশ্চাতে স্মরণ সিং বলিতে বলিতে আসিল।

স্মরণ। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও অপরূপা—

অপরূপা। শয়তান! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

স্মরণ। একি করলে অপরূপা?

অপরূপা। শয়তানকে শেষ করেছি। এই নাও দাদা তোমার রাজমুকুট।

[পিস্তল ফেলিয়া অট্টহাস্যে প্রস্থান।

স্মরণ। লোকেশ! লোকেশ! [ধরিল]

সাবিত্রী আসিল।

সাবিত্রী। লোকেশ! লোকেশ! এই যে আমার প্রিয়তম! [লোকেশের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

লোকেশ। সাবিত্রি, বিজয়কে আমি হত্যা করেছি।

সাবিত্রী। বিজয় নেই—তুমিও চলে যাচ্ছ! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

লোকেশ। আমি সব হারিয়ে শূন্য হাতে ওপারে চলেছি সাবিত্রি।

আহত তালাদ রহিম আসিল।

তালাদ। যাবার সময় শুনে যাও বাবুসায়েব, তোমার পিতৃ-পরিচয়।

লোকেশ। তালাদ, আমার পিতা—

তালাদ। মহারাজ স্মরণ সিং।

লোকেশ। আমি স্মরণ সিংয়ের পুত্র। তালাদ, সাবিত্রি, পিতা, তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে তোল—মৃত্যুর হাত হতে ছিনিয়ে নাও।

স্মরণ। কে তুমি ছদ্মবেশি?

তালাদ। আমি আপনার দেহরক্ষী ভকত সিং।

স্মরণ। তুমিই ভকত সিং!

তালাদ। খোকাবাবুকে চুরি করে নবগ্রামের জমিদারকে বিক্রয়

করে ধরা পড়বার ভয়ে আমি মুসলমান সেজেছিলুম মহারাজ। আজ আমার দুর্ভাবনার শেষ।

[প্রস্থান।

বিনয় আসিল।

বিনয়। বিজয়! বিজয়!

স্মরণ। কোথা হতে আসছ বিনয়?

বিনয়। ঢাকা হতে। বিজয়ের জন্য আমি রাজসনদ এনেছি মহারাজ।

লোকেশ। বিজয়ের জন্যে তুমি রাজসনদ এনেছ বিনয়? কিন্তু বিজয়কে আমি যে হত্যা করেছি! কে তবে রাজা হবে? কে দেবে আমার পাপের সাজা? পিতা! পিতা! আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান! ওঃ—[স্মরণ সিংয়ের পদতলে পড়িয়া মৃত্যু]

স্মরণ। লোকেশ! প্রাণাধিক! একি!

সাবিত্রী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নেই। মৃত্যুর ঝড়ে আমার সুখের দীপ ছুটে নিভে গেল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যৌবনের উন্মাদনায় প্রবৃত্তির বশে কুমারী-জীবনে আমি লোকেশকে আত্মদান করেছিলুম বলে আমার সুখের ঘর চোরা বালিতে তলিয়ে গেল। ভোগে এল না ভুলের ফসল। স্থান হল আজ আমার অশ্রুনদীর তীরে।